উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুশান্ত সিং রাজপুত মামলায় ইতি সিবিআইয়ের » ৭

নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

শনিবার সন্ধের পর সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি হঠাৎই বদলে যায়। সেখানে লাল রংয়ের কোনও চিহ্ন নেই। বদলে নীল-সাদা রং সেখানে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	১৯°	৩৩°	১৭°	৩৩°	১৭°	৩৪°	১৮°

রোহিতদের হারিয়ে দিলেন ধোনিরা » ১২

শিলিগুড়ি ১০ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 24 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 303

জলে-জঞ্জালে জেরবার

শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষকে পানীয় জল ও জঞ্জালের জন্য দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। পুরনিগমের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানুষের সমস্যা সমাধানের চেয়ে এখন ছাব্বিশের ভোট নিয়ে কর্মসূচিতে বেশি ব্যস্ত।

আশিঘর এলাকায় ফাঁকা জমিতে জঞ্জাল জমছে। -সংবাদচিত্র

শহরজুড়ে ফাঁকা জমি মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : চারতলা বাড়িটার পাশেই একটা ফাঁকা জমি। আর সেই জমিটাই এখন রীতিমতো ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে। রাতেরবেলা যে কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে এমন ফাঁকা জমি পেলেই নিজের বাড়ির আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। শিলিগুড়ি শহরজুড়ে এমন অনেক ফাঁকা জমিই মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। বিষয়টা যে পুরনিগমের জানা নেই, তা নয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'শহরের মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। নিজের শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শহরবাসীরও রয়েছে।'

এমনিতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকা আবর্জনা যে কোনও শহরের সামনে একটা বড় সমস্যা। তার ওপর শিলিগুড়ি শহরের যেখানে সেখানে ফাঁকা জমিগুলিতে যদি এভাবে আবর্জনার স্তূপ জমতে থাকে, তাহলে তো নিস্তার নেই। এমন অবৈধ ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধাক্কায় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেইসব এলাকার পাশ দিয়ে চলাই দায়। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হয়।

শিলিগুড়িতে এখন অনেক বহুতল গড়ে উঠেছে। সেইসব বহুতলের পাশে ফাঁকা পড়ে থাকা জমিগুলির বেশিরভাগই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ আবাসন থেকে ফাঁকা জমিতে নিজের বাড়ির আবর্জনা ছুড়ে ফেলছেন। আবার অনেকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে জঞ্জাল ফেলে দিচ্ছেন। এতেই বাড়ছে সমস্যা। প্রায় প্রতিটি পাড়ার এই অবৈধ ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা গন্ধের জেরে টেকা দায় হয়ে পড়ে আশপাশের বাসিন্দাদের। বাড়ে মশার উপদ্রবও।

এই অবস্থা শুধু শিলিগুড়ি শহরের কোনও একটি এলাকার নয়। বরং শহরজুড়েই এমন ছবি দেখা যাচ্ছে। ঘোগোমালি, আশিঘর, ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া, চম্পাসারি, প্রধাননগর সহ সব জায়গারই একই অবস্থা। তবে এর দায় যে শুধু একা পুরনিগমের তা কখনোই নয়। বরং এই পরিস্থিতির দায় বেশি বর্তায় সাধারণ মানুষের ওপরেই। নিজেদের চারপাশ, এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব এলাকাবাসীরও বটে।

এরপর দশের পাতায়

অবৈধ ডাম্পিং

- ফাঁকা জমি পেলেই সেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে আবর্জনা ফেলছেন অনেকে
- ঘোগোমালি, আশিঘর, ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া, চম্পাসারি, প্রধাননগর এলাকায় এই সমস্যা বেশি
- ফাঁকা জমিতে বোর্ড বসিয়ে মানুষকে সচেতন করতে চাইছে পুরনিগম

দেড় মাস ধরে ঘোলা জল ডাবগ্রামে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : দেড় মাস থেকে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা কার্যত পানের অযোগ্য। ঘোলাটে লালচে রঙের জল সরবরাহ হওয়ায় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। অনেকে জল কিনে পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনটা কতদিন চলবে তা নিয়ে বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

শঙ্কায় বাসিন্দারা

- জলেশ্বরী, তেলিপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম চয়নপাড়া, শান্তিনগর বৌবাজার, পাপিয়াপাড়ায় সমস্যা
- পেট খারাপ হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে জলের জার বাইরে থেকে কিনে খাচ্ছেন বাসিন্দারা
- জলসমস্যার সমাধান না হলে ইউনিটে তালা মারার হুমকি দিয়েছেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান

গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ঘোলাটে জল সরবরাহ চলছে। ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলের রিজার্ভার ও পরিস্রুত ইউনিট রয়েছে। সেখান থেকে জলেশ্বরী, তেলিপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম চয়নপাড়া, শান্তিনগর বৌবাজার, পাপিয়াপাড়া সহ অন্য এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেই জলের ওপর বহু মানুষ নির্ভরশীল। বাসিন্দাদের অভিযোগ,পানীয় জল ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ বোতলে রাখলে জলের রং লালচে হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে জল থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

নরেশ মোড়ের বাসিন্দা তাপস মালাকারের কথায়, 'এমন জল ফুটিয়েও পান করা যায় না। কী কারণে এমন লালচে রং আর দুর্গন্ধ জানি না। এই জল পান করলে পেট খারাপ হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে জলের জার বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসছি।' একই কথা জানিয়েছেন জলেশ্বরীর বাসিন্দা ধনঞ্জয় দাস, রেখা মণ্ডলরা। তাঁদের কথায়, 'এমন ঘোলাটে জল আগে কোনও দিন সরবরাহ করা হয়নি। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে সর্বত্র একই ধরনের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। সকলের তো আর জল কিনে নিয়ে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে জল কোনও রকমে ছেঁকে নিয়ে পান করছি।'

ডাবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, তেলিপাড়া ও পাওয়ার হাউস এলাকায় করা বোরিং থেকে জল সংগ্রহ করে ওই ইউনিটে পরিস্রুত করা হয়। কিন্তু সেই জল পরিস্রুত করার সামগ্রী কিছু পরিবর্তন করায় সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে

এরপর দশের পাতায়

জীবনকে পথ দেখাল মৃত্যু

ভারতীয় প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মহত্যার প্রেক্ষাপটে ছয় বছর পর খুলল ভারত-পাক অধিকৃত কাশ্মীর সীমান্তের 'কামান' সেতু। কাশ্মীরে, নাটকীয় পরিস্থিতিতে। বিয়ে নিয়ে পারিবারিক আপত্তিতে হতাশ তরুণ-তরুণী ৫ মার্চ একসঙ্গে ঝাঁপ দেন ঝিলম নদীতে। তাঁদের দেহ পাওয়া যায় সীমান্তের ওপারে। ভারতীয় সেনা পাকিস্তান সেনার সঙ্গে আলোচনা চালায় মৃতদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে। শেষপর্যন্ত দু'পক্ষের উদ্যোগে কামান সেতু খোলে। ওখান দিয়েই আনা হয় দুজনের দেহ। (খবর সাতের পাতায়)

সময়ের কথা

গুমরে মরছে দিনাজপুর ও মালদা

অভিজিৎ সরকার

উত্তরবঙ্গের নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্রই পর্যটন প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে আমাদের মনে চলে আসে। প্রকৃত অর্থেই উত্তরবঙ্গে পর্যটনশিল্পে রয়েছে বিস্তর সম্ভাবনা। গঙ্গা নদীর ওপার অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষই উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন ভ্রমণের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ডেস্টিনেশন। আর উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন পাহাড়বেষ্টিত দার্জিলিং বা ঘন জঙ্গলে মোড়া ডুয়ার্স অথবা কোচবিহার রাজবাড়ি। এই ভাবনাতেই তৈরি হয়েছে যত সব সমস্যা।

শুধুমাত্র অন্য রাজ্যে নয়, আমাদের রাজ্যের অন্য প্রান্তেও কখনও নিজ জেলার নাম দক্ষিণ দিনাজপুর বললে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তাকে। তখন বোঝাতে হয় আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা আর এই উত্তরবঙ্গ মানেই সর্বত্র পাহাড়-পর্বত, জঙ্গলে মোড়া নয়। তবে হ্যাঁ, এ সবের বাইরেও রয়েছে অনেক ভ্রমণের স্থল যা পর্যটনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে। তবে প্রশ্ন, 'হয়নি কেন'? কেন-'হতে পারে' শব্দটি বলতে হচ্ছে? যাঁরা উত্তরবঙ্গ বলতে শুধুমাত্র দার্জিলিং, ডুয়ার্স, কোচবিহারকে বোঝেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের কী ত্রুটি? আসলে ত্রুটি পর্যটকদের নয়, ত্রুটি তাঁদের যাঁরা রয়েছেন এগুলোর দায়িত্বে। বিভাগীয় মন্ত্রী, কর্তা, আধিকারিক, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরই ত্রুটির দায় নিতে হবে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও মালদা বা দুই দিনাজপুর নিয়ে বড় কিছু পরিকল্পনার কথা শোনা যায় না।

এরপর দশের পাতায়

পুরনিগমের কাজে ইস্তফা ১০ ডাক্তারের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ভাতা কম, কাজের চাপ বেশি। গত তিন মাসে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে চাকরি ছেড়েছেন অন্তত ১০ জন চিকিৎসক। কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের কোনও না কোনও নার্সিংহোমে কাজে যোগ দিয়ে দিয়েছেন ওই চিকিৎসকরা। এদিকে, চিকিৎসকের অভাবে পুরনিগমের একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন চিকিৎসক বসানো যাচ্ছে না। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কখনও সপ্তাহে তিনদিন, কখনও চারদিন চিকিৎসক বসানো হচ্ছে। একাধিক পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও চিকিৎসকের অভাব রয়েছে।

চিকিৎসক সংকটের জেরে বর্তমানে পুরনিগমের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে। ফলে বর্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসক রয়েছেন তাঁরা কতদিন থাকবেন তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তবে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের দাবি, খুব শীঘ্রই আরও চিকিৎসক আসছেন। দুলালের বক্তব্য, 'শীঘ্রই চিকিৎসকরা এসে কাজে যোগ দেবেন। এই মাসের মধ্যেই চলে আসার কথা রয়েছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় একটি মাতৃসদন, ১০টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৪টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সব মিলিয়ে অন্তত ৩০ জন চিকিৎসক থাকার কথা। ৩০ জন না হলেও ২৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে ন্যূনতম ২৫ জন চিকিৎসক দরকার। বর্তমানে মাত্র ১৮ জন চিকিৎসককে দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। এঁদের মধ্যে একাধিক চিকিৎসককে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব নিতে হয়। আবার কোনও চিকিৎসক ছুটিতে গেলে কিংবা অসুস্থ হলে তাঁর স্বাস্থ্যকেন্দ্রও দেখতে হয়।

এদিকে, এই সমস্ত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা অনেকটাই কম। এর জেরে চিকিৎসকরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। আট মাস আগে নবান্নে রিকুইজিশন দিয়ে ১০ জন চিকিৎসক পায় পুরনিগম। কিন্তু গত তিন মাসে ১০ জন চিকিৎসক পুরনিগমের চাকরি ছেড়ে দেন।

পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, তিন থেকে চার মাস করে একেকজন চিকিৎসক কাজ করছেন। এরই মাঝে তাঁদের নতুন নতুন অফার আসছে এবং কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। চিকিৎসকের অভাবে পুরনিগমের একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখনও চালুও করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

এরপর দশের পাতায়

কোথায় সমস্যা

- পুর এলাকায় মাতৃসদন ছাড়া ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৪টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে
- এই কেন্দ্রগুলি চালাতে ৩০ জন চিকিৎসক থাকার কথা, কিন্তু আছেন মাত্র ১৮ জন
- চিকিৎসকের অভাবে একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোজ চিকিৎসক থাকছেন না
- কেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে তিনদিন, কখনও চারদিন চিকিৎসক বসানো হচ্ছে
- বাড়তি কাজের চাপ, বেতন-ভাতা কম হওয়ায় চিকিৎসকরা কাজ ছাড়ছেন

হাসিনার এই পরিণতি জানতেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মার্চ : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনাবিরোধী ক্ষোভ ভারতের অজানা ছিল না। সব বুঝতে পেরেও তখন নয়াদিল্লি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে শনিবার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, হাসিনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ভারতের নেই। কিছু পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে মাত্র। হাসিনাবিরোধী বিক্ষোভ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাকে না নামতে রাষ্ট্রসংঘের সতর্কবার্তাও কমিটিকে জানিয়েছেন জয়শংকর। বৈঠকে তিনি বলেন, সেনা নামানো হলে ভবিষ্যতে কোনও শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করত রাষ্ট্রসংঘ।

পরামর্শদাতা কমিটির ওই বৈঠকে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল, মণীশ তিওয়ারি, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রিয়াংকা চতুর্বেদী প্রমুখ হাজির ছিলেন। তাঁদের অনেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে ভারতের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের দাবি, হিন্দুদের ওপর হামলাগুলি রাজনৈতিক। সংখ্যালঘু বলে ওই হামলা ঘটেনি।

বিদেশমন্ত্রী কমিটিকে জানিয়েছেন, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময় থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে কেন্দ্র।

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশে সদ্য গঠিত দলে মতবিরোধ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মার্চ : বাংলাদেশের আকাশে নতুন রাজনৈতিক সংকটের মেঘ। জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতাদের একাংশের সঙ্গে সেনার বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। পাশাপাশি ওই ছাত্র নেতারা জাতীয় নাগরিক পার্টি নামে যে নতুন দলের জন্ম দিয়েছেন, তার অন্দরেও চরম মতভেদ দেখা দিয়েছে। সেই মতভেদ সেনার সঙ্গে বৈঠক ও সংঘাতের আবহকে কেন্দ্র করেই।

আওয়ামি লিগের একটি গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লাগাতার চাপ দিচ্ছে বলে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লা সম্প্রতি যে দাবি করেছেন, তা খারিজ করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। ঢাকায় সেনা সদরের এক বিবৃতিতে হাসনাত আবদুল্লার পোস্টটি রাজনৈতিক স্টান্টবাজি ছাড়া আর কিছু নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এই দ্বন্দ্বের আবহে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কড়া অবস্থান প্রকাশ্যে আনল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সংগঠনের সদ্যসমাপ্ত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসা, বলপ্রয়োগের নিন্দা তো করেছেই। রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির আর্জিও জানিয়েছে।

আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে বলেন, 'মৌলবাদী ইসলামিক শক্তির হাতে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যে নির্যাতন ভোগ করছে, আরএসএস তাতে ভয়ংকরভাবে উদ্বিগ্ন।' অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলায় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি নির্ধারক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

হিন্দু নির্যাতনে প্রতিবাদ সংঘের

জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের সম্মানে সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে ইফতার।

বাংলাদেশে অবশ্য সেনা ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেশের ভবিষ্যৎকে নতুন বাঁকে দাঁড় করাতে হবে। সেনা সদরের বিবৃতিতে যেভাবে ২৭ বছর বয়সি ছাত্র নেতা হাসনাত আবদুল্লার বক্তব্যকে 'অত্যন্ত হাস্যকর এবং অপরিণত গল্পের সম্ভার' বলা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন হাসনাত এবং সারজিস আলম।

কিন্তু দুজনের ফেসবুক পোস্টে বক্তব্য ভিন্ন। হাসনাতের বক্তব্যকে কার্যত খারিজ করেছেন সারজিস। যাতে জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্দরে প্রবল অস্বস্তি শুরু হয়েছে। হাসনাতের কথা সমীচীন নয় বলে সারজিস মন্তব্য করেছেন। একে দলের অনেকে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতি বলে দাবি করেছেন। দলের মধ্যে আলোচনা না করে এমন পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করায় প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার পর সংগঠনের নেতা অরুণ কুমার ১৯৫১-এর ২২ শতাংশ থেকে হিন্দু জনসংখ্যা বাংলাদেশে এখন ৭.৯৫ শতাংশে নেমে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের উদাসীনতায় সমস্যা বাড়ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছাত্র নেতাদের স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে রবিবারই আপাতত প্রধান দল বিএনপি ইউনূস সরকারকে সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তনের চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মাদকের নেশায় উড়তা উত্তরবঙ্গ

নিউজ ব্যুরো

২৩ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত। অথবা কোচবিহার জেলার অসম সীমানা। সব জায়গায় মদ ও মাদকের কারবারে উড়ছে কোটি কোটি টাকা। শনিবার রাত থেকে শুরু করে রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ৩ জেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট ও মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক প্রায় ৩ কোটি।

শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। ঘটনায় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খালাসি গা-ঢাকা দিয়েছে। ধৃত চালকের বাড়ি ত্রিপুরায়। তবে তদন্তের স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং ও দপ্তরের বীরপাড়া রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। সেই মদ নাগরাকাটায় যাচ্ছিল বলে সূত্রের খবর। অরুণাচলপ্রদেশ থেকে সেই মদবোঝাই ট্রাক এসেছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। আর চট করে যাতে কারও চোখে না পড়ে, সেজন্য মদের কার্টনগুলির চারপাশে সিমেন্টের ব্লক দিয়ে রীতিমতো ব্যারিকেড বানানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে আবগারি দপ্তর জানতে পেরেছে, ভিনরাজ্য থেকে মদ পাচারের সঙ্গে কালচিনির ৩ জন জড়িত রয়েছে। হাসিমারা ও নাগরাকাটার দুজন কারবারি ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। যদিও তারা ধরা পড়েনি। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে প্রায় ৬ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। টাকার অঙ্কে তার পরেই রয়েছে এই অভিযান। ওই ট্রাকে প্রায় ৬ হাজার লিটার মদ পাচার করা হচ্ছিল।

নিমতি দোমোহনি থেকে বাজেয়াপ্ত ভিনরাজ্যের মদ ও ধৃত গাড়ির চালক।

পাচারে পিছিয়ে নেই আলিপুরদুয়ারের প্রতিবেশী জেলা কোচবিহারও। রবিবার ভোরে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোড়াই মোড়ে অসম-বাংলা সীমানার নাকা চেকিং পয়েন্টে এসটিএফের তৎপরতায় প্রায় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি লরিও আটক করা হয়েছে। এসটিএফের জালে গ্রেপ্তার হয়েছে তিন মাদক পাচারকারী। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'তল্লাশি চালিয়ে ২ কেজি ৭০০

এরপর দশের পাতায়

রিপোর্ট দেখে ড্রেজিং তিস্তায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করলে কী ধরনের বালি পাওয়া যাবে, তা জানতে ফের নদীবক্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বালির নমুনা পরীক্ষাগারে পাঠাল সেচ দপ্তর। গজলডোবা ব্যারেজের নীচু এলাকা থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত ১১টি স্পট থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার পর নদীর কোন এলাকায় কী ধরনের উন্নত বালি, নুড়ি, মাটি রয়েছে তা বিস্তারিত জানা যাবে। বালির মূল্য নির্ধারণে যা ভূমিকা নেবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ড্রেজিং নিয়ে উদ্যোগী হবে রাজ্য।

তিস্তায় ড্রেজিংয়ের জন্য সেচ দপ্তর ডিপিআর করে বালির নমুনা পরীক্ষা করে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল গত বছরই। কিন্তু রাজ্য ড্রেজিং কাজ শুরুর আগে আরও বেশ কিছু এলাকার বালির নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। এদিকে, তিস্তা থেকে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি উত্তোলন করার হিসেব কষেছে সেচ দপ্তর। রাজ্য সরকার নিজের খরচে ড্রেজিং না করে মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে বালি উত্তোলনের পারমিট দিয়ে নদীবক্ষ গভীর করার পরিকল্পনার দিকেই এগোচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় দফায় ফের গজলডোবার নীচু এলাকা মিলনপল্লি, বীরেনবস্তি, রংধামালি, ধর্মপুর, চ্যাংমারি, টটগাঁও, চুমুকডাঙ্গি এসব এলাকা থেকে তিস্তা নদীবক্ষের বালির নমুনা সংগ্রহ

গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীতে জমে থাকা বালি।

করে কোচবিহারের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। নদীবক্ষের এক ফুট নীচ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা।

আগামী সপ্তাহেই এই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়বে রাজ্য সেচ দপ্তরে। তারপরেই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড অথবা ম্যাকিনটোস বার্ন এই সংস্থাকে দিয়ে তিস্তায় ড্রেজিং করার ব্যাপারে অগ্রসর হবে রাজ্য সেচ দপ্তর। সেচ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তা নদীখাত বহু জায়গায় উঁচু হয়ে গিয়েছে। নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। তাই নদীর গভীরতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'ডিপিআর করার সময় তিস্তার বালির নমুনার পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় দফায় নমুনা সংগ্রহ করে নিজেদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

মিঠুনের হাত থেকে গোলাপ নিচ্ছে রিদ্ধি সরকার। রিয়েলিটি শো'তে।

উনিশবিশার রিদ্ধির নাচে মুগ্ধ বিচারকরা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গার রিজু ও রাজদীপ এর আগে ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে সুযোগ পেয়েছিল। এবার ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে উনিশবিশার রিদ্ধি সরকারের পারফরমেন্সে মুগ্ধ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে।

রিদ্ধির বাবা দীপঙ্কর সরকার অসমে বিভিন্ন স্থানে মেলায় কাপড়ের দোকান করেন। মা রূপা সরকার গৃহবধূ। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তারপরেও তাঁরা ছেলের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি এগারো বছরের রিদ্ধিকে জয়গাঁয় দুই বছর রেখে নাচ শেখাচ্ছেন। সেই রিদ্ধি এবার ডান্স বাংলা ডান্সে সুযোগ পেয়েছে। জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-র মঞ্চে রিদ্ধির প্রথম দিনের পারফরমেন্সে দেখে মুগ্ধ হন বিচারকরা।

রিদ্ধির মা রূপা ছেলের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আজ ওখানে সুযোগ পেয়েছে। রিদ্ধি প্রথমে সুকান্ত বর্মনের কাছে নাচ শেখে। পরে ঘোকসাডাঙ্গা এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমিতে নাচ শেখে। পাশাপাশি স্থানীয় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।' তাঁর আরও সংযোজন, বর্তমানে দুই বছর থেকে জয়গাঁয় ডেভিড রাইয়ের কাছে নাচ শিখছে রিদ্ধি। এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার সৌরভ পাটোয়ারি বলেন, 'রিদ্ধিকে কোনও কিছু একবার দেখালেই তা শিখে নেয়। ওর সাফল্য কামনা করছি। সেখানে ও ভালো পারফরমেন্স করবে বলে দাবি তাঁর। বর্তমানে এখানে ৬০-৭০ জন ডান্স শেখে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো ডান্স করে। তারাও সুযোগ পেতে পারে বলে দাবি করেন।

রিদ্ধির ডান্স শিক্ষক ডেভিড রাই-এর কথায় রিদ্ধির ডান্স দেখে গ্র্যান্ডমাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে মুগ্ধ হন।

রিদ্ধির সাফল্যে খুশি প্রতিবেশী তপন বর্মন, রাজু বিশ্বাস, তনুপ বর্মন, বিধান সরকার, স্বপন রায়, সৌরভ সরকার দে-রা। তাঁরা আশাবাদী, ঘোকসাডাঙ্গায় ফিরবে শিরোপা।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

ফ্রোজেন প্ল্যানেট বিকেল ৩.১৭ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভাই আমার ভাই, ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ জন্মদাতা, সন্ধে ৭.৩০ তুলকালাম, রাত ১০.৩০ মান মর্যাদা, ১.০০ নিশাচর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যাম্প, রাত ১০.১০ অন্যায় অবিচার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ দেয়া নেয়া, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ মানুষ কেন বেইমান, ১২.৪৫ শিবপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জননী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ খোকাবাবু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৫ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৫৪ মঙ্গলবার, বিকেল ৪.৪২ খলনায়ক, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩৭ ১৯২০ লন্ডন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫৩ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.১৪ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ সত্য প্রেম কি কথা, ১১.২৮ গুড বাই

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ২.০০ কলঙ্ক, বিকেল ৪.৪৫ ভাগ জনি, সন্ধে ৬.৪৫ পঙ্গা, রাত ৯.০০ গুড লাক জেরি, ১১.০০ সুপার সে উপর

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৫ মেই, ৫.৪৩ ছত্রপতি, রাত ৮.০০ হিম্মতওয়র, ১০.৫৫ পুলিশ পাওয়ার

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৪৫ সাইরেন, বিকেল ৩.৫৮ অ্যাঞ্জেল, রাত ৮.৩২ গট্টা কুস্তি, ১১.৪২ মিশন ১১৮

দেয়া নেয়া দুপুর ২.৩০ জি বাংলা সিনেমা

খলনায়ক বিকেল ৪.৪২ অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস : দ্য রোড চিপ বিকেল ৫.৫৪ রমেডি নাউ

গুড লাক জেরি রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

মায়ের সঙ্গে রশিদুল ইসলাম। মাদারিহাটে। -সংবাদচিত্র

ভিক্ষা করে মায়ের মুখে অন্নের জোগান

প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কর্তব্য

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ মার্চ : উচ্চতা টেনেটুনে সাড়ে তিন ফুট। এজন্য পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে পারেন না মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের রশিদুল ইসলাম। ৪৩ বছর বয়সি রশিদুল দিনভর গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কাছে হাত পেতে দু'পয়সা জোগাড় করেন। ওতেই মা ও ছেলের অন্ন জোটে। রেজিয়া বেগমের ৩ ছেলে। রশিদুল ছাড়া বাকি দুজন শক্তসামর্থ্য এবং স্বাভাবিক। তবে তাঁরা নিজেদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। মায়ের ভরসা ছোট্ট চেহারার ছেলেটা। টিনের বেড়ার ছোট্ট একটা ঘরে দিন কাটে মা ও ছেলের। তবে গত বছর প্রকাশিত আবাস যোজনার তালিকায় ঠাঁই পায়নি ওঁদের নাম।

অবশ্য রশিদুল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং রেজিয়া বার্ধক্য ভাতা পান। রেজিয়া বলেন, 'মা ও ছেলে ভাতা হিসেবে মোট হাজার দুই টাকা পাই। ওই টাকায় তো সংসার চলে না। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। আমার ভরসা ছেলেটা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এর-ওর কাছে হাত পাতে ও।'

একসময় জয়গাঁ পর্যন্ত ভিক্ষে করতে যেতেন রশিদুল। এখন আশপাশের গ্রামগুলিতেই ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ভিক্ষে করতে এসেছিলেন রশিদুল। লোকে ভালোবেসে পাঁচ-দশ টাকা দেন। কেউ আবার ৫০-১০০ টাকাও দেন। এভাবেই সারাদিনে যে কয়েকটা টাকা পান তাতেই ভাতকাপড় জোটাতে হয়। এলাকার টোটোচালকদের কেউ কেউ ভালোবেসে ভাড়া নেন না রশিদুলের কাছ থেকে। এতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পান তিনি। আগে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে হেঁটে যেতে হত তাঁকে। এখন টোটোয় চেপে যান তিনি। অনেক সময় কারও মোটরবাইকে সওয়ার হন।

রশিদুলের জন্য নাকি পাত্রীও পাওয়া গিয়েছিল, বলছেন খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাজু হোসেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না। এরকম নালিশ প্রায়ই পাই। কিন্তু রশিদুল তার ব্যতিক্রম।'

> প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না।
>
> **-সাজু হোসেন** *সদস্য, খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব সূত্রধরও রশিদুলের প্রশংসা করে বলেন, 'বর্তমান সমাজে রশিদুল একটি দৃষ্টান্ত। কারণ, অনেক সচ্ছল, শিক্ষিত ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না। কিন্তু শারীরিক খামতি থাকলেও কর্তব্যে অবিচল রশিদুল।' অনেক সচ্ছল পরিবার আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পেলেও রশিদুল না পাওয়ায় প্রশ্ন এলাকায়। এজন্য সাজু অবশ্য দোষ চাপিয়েছেন সমীক্ষকদের ওপর। পাশাপাশি তিনি জানান, 'দিদিকে বলো'র নির্দিষ্ট নম্বরে রশিদুলের বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পর আলাদাভাবে সমীক্ষা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঘর পাবেন রশিদুল।

আবাস নিয়ে রশিদুল বলেন, 'আমি বামফ্রন্ট আমলে সুনীল সূত্রধর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকাকালীন ঘর পেয়েছিলাম।'

অন্যকে সাহায্য বিশেষভাবে সক্ষমের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ মার্চ : কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। কথাটি যে একশো শতাংশ সঠিক তা বছরভর নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন কোচবিহার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীবাড়ির বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম আসিফ ইকবাল। রবিবার রমজান ও ইদ উপলক্ষ্যে নিজ চেষ্টায় বিবেক স্মৃতির নামে তিনি কয়েকজন গরিব মানুষের হাতে খাবার ও নতুন জামাকাপড় তুলে দেন। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম একজনের হাতে ক্রাচ তুলে দেওয়া হয়।

আসিফ ইকবালের একা উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। বছরভর তিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন। পারিবারিক আর্থিক পরিস্থিতিও তেমন নয়। কিন্তু ছোট থেকেই তিনি গরিব ও বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। তাঁদের সাহায্য করার বিষয়ে সবসময় ব্যাকুল হয়ে থাকেন। গরিবদের সাহায্য করার জন্য বাবা-মায়ের থেকে নানা সময় পাওয়া টাকা জমিয়ে রাখতেন। সে টাকায় তিনি তাঁদের সাহায্য করতেন। তাঁর এমন উদ্যোগের কথা জানতে পেরে সমাজের নানা ক্ষেত্রের বহু মানুষ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে একাজ চালাতে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সেইসব সহায়তা জমিয়ে ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইদ সহ বছরের নানা সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে গরিবদের জমাকাপড় দেওয়া থেকে খাবার সহ নানাভাবে সাহায্য করেন। বিশেষভাবে সক্ষম বেশ কয়েকজনকে কখনও হুইলচেয়ার, কখনও ক্রাচ, কানে শোনার যন্ত্র সহ নানা কিছু তুলে দেন। একজন বিশেষভাবে সক্ষম একক প্রচেষ্টায় বছরের পর বছর কোচবিহারে যেভাবে গরিবদের সহযোগিতা করছেন তা একেবারেই নজিরবিহীন।

রবিবারও তিনি দেবীবাড়িতে নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ও বহু গরিব মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এদিন তাঁর হাত থেকে ক্রাচ পেয়ে আপ্লুত কোচবিহারের রেলগুমটির বাসিন্দা মামণি খাতুন। তার কথায়, 'ক্রাচের অভাবে আমার হাঁটতে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। ক্রাচ পাওয়ায় খুবই সুবিধা হল। দীর্ঘদিনের সমস্যাও দূর হল।' এজন্য তিনি আসিফকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল এমন কর্মকাণ্ডে অভিভূত। তিনি বললেন, 'আসিফ একক প্রচেষ্টায় যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তা সবার কাছে শিক্ষণীয়।' এমন কার্মকাণ্ডের জন্য কোচবিহারবাসীর কাছে আসিফ বিশেষভাবে সুপরিচিত। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানেও তাঁকে প্রশাসন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে লাজুক আসিফ বলেন, 'আমি আমার সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব গরিবদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি

সুবীর মহন্ত ও বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৩ মার্চ : আগামী নির্বাচনেও ভরাডুবি হলে বালুরঘাট ও হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লক সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাও করে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করা হবে। গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের জেলাস্তরের এক বৈঠক থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লব সামান্য ব্যবধানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেরেছেন। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা এই হারের জন্য বারবার দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তুলে আসছেন। এনিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে বারবার রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকে, আজ পর্যন্ত দলের কোনও স্তরেই কোনও পরিবর্তন করানো যায়নি। আর তাই কি ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্ত্রীমশাই? সামনের বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজে কমিটি গড়তে শনিবার বিকালে তৃণমূলের বৈঠক বসে। ওই বৈঠকেই বক্তব্য দিতে উঠে নিজের হারের প্রসঙ্গ তোলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি ফল খারাপ হওয়া নিয়ে গ্রামাঞ্চলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের দিকে কাজ না করার অভিযোগ তুলেছেন। বালুরঘাট, হিলির ব্লকের দলের সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের পাশাপাশি মন্ত্রী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। আর মন্ত্রীর এমন বেছে বেছে হুঁশিয়ারিতেই সরব হয়েছেন দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতারা। বৈঠকে নেতারা সরাসরি মুখ খুলতে না চাইলেও, বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার ফেসবুকে লেখেন, 'ধমকি, হুমকি, স্বভাব পরিবর্তন করুন, না হলে পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পাবেন না!'

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NOTICE INVITING BID No.21 of 2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad (3rd Call)

Sealed bids for lease/rent of "01 Stall situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari" are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders
Start date of submission of bid-24.03.2025
Last date of submission of bid - 04.04.2025
All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-www.smp.org.in for further details.

Sd/-
DE
SMP

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

ইটাহার, ২৩ মার্চ : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার একটি গ্রামে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, শনিবার বাড়ির সদস্যরা কীর্তনের আসরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে রাত ৮টা নাগাদ গ্রামেরই এক তরুণ বাড়িতে ঢুকে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পালায়। পরে বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে সব শুনে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার অভিভাবক। পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

অসহায় বাবা, ছেলের পাশে প্রশাসন

কুশমণ্ডি, ২৩ মার্চ : জীর্ণ শরীর। আলো বিহীন ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে একই খাটে শুয়ে অর্ধাহারে কোনোদিন অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা ও ছেলে। এমন পরিবারের দিকে পঞ্চায়েত ফিরে না তাকালেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন সহায়তার হাত বারিয়ে দিল। বাবা প্রদীপ সিংহ রায় (৫০), ছেলে রাহুল (২৮) কালিকামরা পঞ্চায়েতের আমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে।

থানার আইসির কাছে খবর পেয়ে বিডিও নয়না দে গিয়েছিলেন পরিবারটির কাছে। শোনেন, রাহুল মানসিক অবসাদে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এক সময় প্রদীপ বাবু সামান্য কিছু কাজ করলেও স্ত্রী না থাকায় অসুস্থ ছেলের জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাতেই এই দূর্দশা। প্রতিবেশীরা দিলে খাওয়া জোটে নইলে নয়। শেষ পর্যন্ত বিডিওর হস্তক্ষেপে রাহুলকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

গত 10/03/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Amal Paul থেকে Amal Chandra Paul নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি (79AB995311) (C/115268)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। বেতন-১২০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। জায়গা-শিলিগুড়ি। 9832543559. (C/115273)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ কর্মচারী চাই। M : 9641618231. (C/115272)

•

CE Foundation invites applications from individual Graduates as Volunteer trainers for schools. Interested candidates may apply online @ www.cefoundation.org.in (C/115684)

•

Required one ITI/Polytechnic qualified individual with 5 years experience (in any stream) for instructor. Vacancy in Gorubathan Mator Training School. Contact-9083090705, 9932192353. (C/115683)

•

Walk-in-Interview will held on 02.04.2025 at 2PM. for guest teacher (Science) of Kokna Jr. High School at S.I office (Itahar North). Willing retired teachers are requested to attend. For details - 8509558209. (M/115320)

•

Applications are invited for the posts of Librarian & Asst. Prof. in English, Life Scienc, Physical Science, Pol. Sc., Maths, Sociology, Health & Physical Instructor, Commerce & foundation for B.Ed Course & Science, Maths & English for D.El.Ed Course in Pragati College of Education, Siliguri, (WB) Qualification & pay scale as per NCTE Norms. Send your resume in the email id. pcoesiliguri recruitment@gmail.com (C/115272)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনীতির জন্যে সমস্যা হতে পারে। শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বৃষ : বহুদিন আগের কোনও ফেলে রাখা কাজ শুরু করে সাফল্য পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : কেউ আপনাকে প্রায় অকারণেই অপমান করতে পারে। ছেলের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কর্কট : দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণ। চুরি যেতে পারে মূল্যবান কিছু। পিঠের ব্যথা ভোগাবে। সিংহ : কোনও ব্যাপারে মানসিক কষ্ট। বাবার কথা শুনে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে নিন। কন্যা : ভোগবিলাসে অহেতুক খরচ করে অনুশোচনা। ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। তুলা : বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে বেশি টাকা খরচ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। বৃশ্চিক : কোনও কারণে মানসিক আঘাত পাবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : কোনও রাজনীতির আলোচনায় যাবেন না। আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মকর : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। বোনের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কুম্ভ : শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে ব্যয় বাড়বে। মীন : নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ চৈত্র ১৪৩১, ভা ৩ চৈত্র, ২৪ মার্চ, ২০২৫, ১০ চ'ত, সংবৎ ১০ চৈত্র বদি, ২৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।৪৬। সোমবার, দশমী রাত্রি ১২।৩৬। উত্তরাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১২।২৯। পরিঘযোগ দিবা ১।৮। বণিজকরণ দিবা ১২।৪৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।১৪ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।১৩ গতে ৮।৪৪ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১২।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪৫ মধ্যে নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রতিবিম্ব।। *রবিবার সকালে বৃষ্টির পর শহরের রাস্তা। ছবি : সূত্রধর*

মোষ পাচারে নাম তৃণমূল নেতার

শিলিগুড়ি হয়ে অসমে পাঠানোর চক্র

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ থেকে অসমে মোষ পাচার চলছে রমরমিয়ে। আর এই কারবারের সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ-প্রশাসনের অনেকেই জড়িয়ে বলে অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, বিহার বা অন্য রাজ্য থেকে আনা মোষ পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করা হচ্ছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুরে। সেখান থেকে বড় লরিতে চাপিয়ে তা পাচার করা হচ্ছে। অসমে গোরু পাঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হওয়ায়, আপাতত গোরুর বদলে যাচ্ছে মোষ। যারা আগে গোরু পাচার করত, তারাই এখন মোষ পাচারকারী।

এই গোটা কারবার চলছে একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। সেই সিন্ডিকেটই উত্তরবঙ্গ থেকে অসমে গবাদিপশু পাচারের কারবার চালাচ্ছে। ফাঁসিদেওয়াকে করিডর করে সংশ্লিষ্ট ব্লকের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরেই পাচার চলছে। অভিযোগ উঠছে, বিধাননগরের এক নেতা ও জনপ্রতিনিধি এই কারবারে সরাসরি জড়িত। দীর্ঘদিন থেকে এই চক্রটি সক্রিয়।

মাঝে কিছুদিন ওই নেতা একাই এই কারবার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু, এখন ফের দুজনে মিলে গবাদিপশু পাচারের কাজ দেখছেন। মূলত, 'শিং' এই কোড ওয়ার্ডেই পরিচিত গোরু কিংবা মোষ। গাড়ি প্রতি টাকার হিসেব কষে পুলিশকে আগে থেকেই নির্দিষ্ট সংখ্যার গাড়ির জন্য বখরা দেওয়া থাকছে বলে খবর মিলেছে। কিন্তু, তার থেকে কয়েকগুণ বেশি গবাদিপশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর এজন্যই পাচার রুখতে কখনো-কখনো অভিযান চলছে।

কিছুদিন আগেই একটি গাড়ি খড়িবাড়ি হয়ে ফাঁসিদেওয়া দিয়ে অসমে মোষ নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে সেটি খড়িবাড়ি পুলিশ ধরে। পরে, ফাঁসিদেওয়ার পুলিশ ধরে। উভয়ক্ষেত্রেই লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি রয়েছে বলে ছেড়ে দেয় পুলিশ। একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, লরিটি যখন খড়িবাড়িতে ধরা পড়ে, সেখানে একবার 'সুবিধা' নেয় পুলিশ। ফাঁসিদেওয়াতে পুলিশ বিষয়টি না জেনেই লরিটি ফের আটক করে। এরপর চালক সমস্তটা জানাতেই লরিটি ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে ওই ঘটনায় কোনও মামলা হয়েছে বলে খবর মেলেনি।

কীভাবে যাচ্ছে

- বিহার বা অন্য রাজ্য থেকে মোষ আনা হচ্ছে
- মোষগুলি শিলিগুড়ি সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুরে পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করা হচ্ছে
- সোনাপুর থেকে বড় লরিতে চাপিয়ে তা অসমে পাচার করা হচ্ছে

ফলে, পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে গবাদিপশু পাচারের কারবারে জড়িতদের একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। তথাকথিত 'সেটিং'-এর আড়ালে যা পাচার চলছে, তার একটা অংশ পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ছে। বাকি সবই এ রাজ্য পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে অসমে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত খড়িবাড়ি থানা পাচারের সময় ৮টি লরি আটক করে ১৬১টি মোষ উদ্ধার করেছে বলে খবর মিলেছে। পাচারে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে ৮ জন।

এছাড়া, খড়িবাড়িতে এসএসবি ১টি ছোট গাড়ি আটকে ৫টি গোরু উদ্ধার করে। নকশালবাড়ি থানা ৬টি লরি আটক করে ১৬৪টি গোরু ও মোষ উদ্ধার করে। ৫ জন লরিচালক গ্রেপ্তার হলেও, একজন পালিয়ে যায়। ফাঁসিদেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি। শুধু ফাঁসিদেওয়া ব্লকেই ইংরেজির নতুন বছরে ৬৩৩টি মোষ পাচারের আগে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বিহার থেকে আনা গোরু ও মোষ এই ব্লক দিয়েই পাচার করছে অপরাধীরা। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের অভিযোগ, 'এই ব্যবসা চলে শাসকলদের নেতাদের নির্দেশে। পুলিশ-প্রশাসন সবটাই জানে। লোক দেখাতে গাড়ি ধরে, আর ছেড়ে দেয়। এই কারবারের টাকা কলকাতা পর্যন্ত যায়। সুতরাং, বিধাননগর থেকে নবান্ন একই সূত্রে গাঁথা।'

তবে অভিযোগ উড়িয়ে শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় বলেন, 'যারা অপরাধী, তারা কোনও দলের হয় না কখনও। যারা ধরা পড়েছে, তারা বাইরের রাজ্য থেকে আসছে।'

প্রধাননগরে রেগুলেটেড মার্কেটকে কেন্দ্র করে কাজিয়া

শাসকের দ্বন্দ্বে নিশানায় আইসি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : রেগুলেটেড মার্কেটে ফের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। একে ঘিরে শ্রমিক সংগঠনের একাংশের ক্ষোভের শিকার হলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। তাঁকে সরাসরি নিশানা করে ওই পক্ষ আইসির বিরুদ্ধে অন্য অংশের সঙ্গে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে। একে সামনে রেখে রবিবার প্রধাননগর থানার সামনে অভিযোগকারীরা বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। এরই মধ্যে এদিন রাতে অবসরপ্রাপ্ত এক শ্রমিকের পরিবার ও এক আড়ত মালিক ঝামেলা ও অবৈধভাবে টাকা নিয়ে কর্মী ঢোকানোর অভিযোগে দিলীপ বর্মন ও তাঁর অনুগামী উমাশংকর যাদব সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিন শুধু বিক্ষোভ দেখানোই নয়, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানান দিলীপ। তাঁর কথায়, 'নির্জল দে শুধু ফোন করে নির্দেশ দেন। তিনি শ্রমিক সংগঠনের হয়ে কোথায়, কী কাজ করেন জানা নেই।' আইসির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, 'শনিবার দু'পক্ষের ঝামেলার পর সমস্যা সমাধানে আইসি থানায় ডেকেছিলেন। কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র বিরুদ্ধ পক্ষের হয়ে আইসি কথা বলেছেন। আইসি যদি আমাদের ঠিকমতো কাজ করতে না দেন, তাহলে আমরা তাঁকে এখান থেকে সরানোর দাবি জানাব।' শুধু তাই নয়, আইসির নেতৃত্বে বালি-পাথরবোঝাই ট্রাক থেকে তোলা আদায়েরও এদিন অভিযোগ করেন দিলীপ।

এ প্রসঙ্গে আইসি বাসুদেব সরকারের স্পষ্ট কথা, 'আমরা প্রশাসনের অংশ। কোনও পক্ষের হয়ে কাজ করি না। দু'পক্ষের ঝামেলা হয়েছিল, সেই ঝামেলাকে ঘিরে যাতে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। ট্রাক থেকে টাকা তোলার যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা আইনি পথে যাব।'

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্জল দে-র কথায়, 'উনি (পড়ুন দিলীপ) আমাদের দলের কেউ নন। তিনি যে সব কথা বলেন সেগুলি দলবিরোধী। আমাদের দল এসব কথা মানে না।'

সমস্যার কারণ সম্পর্কে দিলীপ অনুগামী রেগুলেটেড মার্কেটের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা উমাশংকর যাদবের দাবি, 'এখানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কোনও বয়স্ক শ্রমিক অবসর নিলে তাঁর পরিবারের কেউ অথবা তাঁর মনোনীত কেউ সেখানে কাজে ঢুকবেন। পুরোনো আড়তের একজন অবসর নেন। তাঁর মনোনীত ব্যক্তি শনিবার কাজে গেলে নির্জল অনুগামী শ্যাম যাদব বাধা দেন।' দিলীপের দাবি, 'এনিয়ে উভয় পক্ষই প্রধাননগর থানার আইসি-র কাছে যায়। নির্জল দে-র নির্দেশে আইসি শ্যামের পক্ষ নিয়ে কথা বলেন।' শ্যামের কথায়, 'ওদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই। ওরা সবসময় দলবিরোধী কথা বলে।' প্রসঙ্গত, উমাশংকর ও শ্যাম গোষ্ঠীর মধ্যে রেগুলেটেড মার্কেটে ক্ষমতা দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে।

প্রধাননগর থানার সামনে বিক্ষোভ। রবিবার। -সংবাদচিত্র

> পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন আমাদের দলের কেউ নন। তিনি যে সব কথা বলেন সেগুলি দলবিরোধী। আমাদের দল এসব কথা মানে না।
>
> **নির্জল দে** *জেলা সভাপতি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন*

> দু'পক্ষের ঝামেলা হয়েছিল, সেই ঝামেলাকে ঘিরে যাতে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। ট্রাক থেকে টাকা তোলার যে অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে আইনি পথে যাব।
>
> **বাসুদেব সরকার** *আইসি, প্রধাননগর থানা*

মন্দিরে ঘর চান পুরোহিতরা

এক মঞ্চে শংকর-গৌতম, হল না কথা

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা দুজন ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী। রবিবার সেই শংকর-গৌতমকেই দেখা গেল এক মঞ্চে। তবে উপলক্ষ্য, উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন। অবশ্য পাশাপাশি বসলেও একে অপরের সঙ্গে কথা হল না। এমনকি শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বক্তব্য রাখার আগেই নিজের বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ ছাড়লেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। যদিও মঞ্চ ছাড়ার আগে মেয়রের সামনে নিজেদের কিছু দাবিদাওয়া তুলে ধরেন পুরোহিতরা। আর পুরোহিতদের দাবিকে ইস্যু করে তৃণমূলকে বিঁধতে ছাড়েননি শিলিগুড়ির বিধায়ক।

মন্দিরে বসতে না দেওয়ার ব্যাপারে, সমিতির সাধারণ সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্যর অভিযোগ, 'সব মন্দিরে আলোচনা করার মতো ঘর নেই। যে ক'টা মন্দিরে ঘর রয়েছে, সেখানকার সভাপতি-সম্পাদকরা আমাদের অনুমতি দেন না। এমনকি এই সম্মেলনের জন্য আমরা পুরনিগমের কাছে ঘর চেয়েছিলাম, সেটাও পাইনি।' উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির এদিনের পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন ডাবগ্রামের একটি ক্লাবে আয়োজিত হয়।

পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন। রবিবার ডাবগ্রামে।

এদিন মেয়র গৌতম দেবের সামনেই সমিতির তরফে দাবি তোলা হয়, যদি সমিতির জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তাহলে সেখানে নতুন পুরোহিতদের শিক্ষাদান থেকে শুরু করে, সমিতির আলোচনা ও কর্মশালা করা যাবে। তাছাড়া রাজগঞ্জের পুরোহিতরা ভাতা পান না বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

দাবিগুলো শুনলেও মঞ্চ থেকে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি মেয়র। পরে অবশ্য গৌতম দেব বলেন, 'ওঁরা ওঁদের বক্তব্যগুলো বললেন। আমি পরে বিষয়গুলো নিয়ে সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বসে আলোচনা করব।'

তবে পুরোহিতদের দাবিকে ইস্যু করে রাজ্য সরকারকে দুষেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'মন্দিরে পুরোহিতরা বসার ঠাঁই পাচ্ছেন না। শুনলাম পুরোহিতরা ভাতাও পাচ্ছেন না। তাহলে কত পুরোহিত আদতে ভাতা পাচ্ছেন, সেই নিয়ে আমার প্রশ্ন রয়েছে। পুরোহিতরা কেন সব সম্মান পাবেন না। বিষয়টা বিধানসভায় তুলব।'

শংকর ঘোষ আরও বলেন, 'আমাদের ধর্ম, সব ধর্মকে আপন করে নিতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, সব ধর্ম আমাদের প্রাপ্য সম্মান দেয় না। সেই কারণে, আমাদের রাজ্যে সরস্বতীপুজো আদালতের নির্দেশে পুলিশি প্রহরায় করতে হয়।'

শংকরের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গৌতম দেব বলেন, 'এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এসব কথার আমি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।'

এদিন একসঙ্গে বসা প্রসঙ্গে গৌতম দেব বলেন, 'সংগঠনের সদস্যরা কাকে ডেকেছেন, তা জানি না। আমি আমার মতো এলাম। বক্তব্য দিলাম।'

শংকর ঘোষ বলেন, 'আজ ওঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। তবে এমনি কথা হয়। হয়তো উনি আজ ক্লান্ত রয়েছেন।'

অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের সভা

বাগডোগরা, ২৩ মার্চ : স্থল, বায়ু ও নৌবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্বাসন, পারিবারিক পেনশন, চিকিৎসা, সরকারি চাকরি সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি ও সমস্যা নিয়ে রবিবার ইন্ডিয়ান এক্স-সার্ভিসেস লিগ শিলিগুড়ি ইউনিটের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা হল। এদিন বাগডোগরা বুড়িবালানে সৈনিক ভবনে কলকাতা, সুন্দরবন সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক, কর্মী সহ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল পি বারিক বলেন, 'সামরিক বিভাগে মূলত ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সে অবসর নিতে হয়। আমাদের কর্তব্য, এমন সৈনিক, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যেসব সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা তার ব্যবস্থা করা, সমস্যা সমাধান করে দেওয়া।' সংগঠনের শিলিগুড়ি ইউনিটের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহম্মদ গফফর বলেন, 'স্থল, বায়ু ও নৌ বিভাগের অবসরপ্রাপ্তদের এক ছাতার তলায় এনে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে এই বোর্ড।' সভায় প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার বলেন, 'সেনারা সুরক্ষার মগ্ন। অথচ অবসরের পর কিছু জমি মাফিয়া তাঁদের ঠকাচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্য।'

মায়োপিয়া ক্লিনিকের উদ্বোধন

হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউট প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ওয়ার্ল্ড অপ্টোমেট্রি ডে-তে মায়োপিয়া ক্লিনিকের উদ্বোধন হল দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউট-এ। শিশু ও তরুণদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। যে সমস্ত বাচ্চার চশমার পাওয়ার মাইনাস, তাদের দৃষ্টিশক্তি আরও কমে যাওয়া ঠেকানো এবং মায়োপিয়ার কারণে যাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না হয়, সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে এই ক্লিনিকে। রবিবার শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটে মায়োপিয়া ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের মহারাজ স্বামী রাঘবানন্দ।

তারপর একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে ছিলেন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক সুপ্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ স্নেহা বাতরা ও ডাঃ স্বরূপকুমার রায়। তাঁরা বাচ্চাদের মোবাইল ব্যবহার এবং টিভি দেখা কমানো, বাইরে খোলামেলা পরিবেশে আঁকাআঁকি, খেলাধুলো করার পরামর্শ দেন। অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে বেরোন। একবার চোখে চশমা এঁটে গেলে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।'

খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে এদিন কয়েকজন শিশুর হাতে ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম ও ফুটবল তুলে দেওয়া হয়।

ম্যাপ ছাড়া টাকা নয়

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : বিগত এক দশকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠা নির্মাণ সেই সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। তাই এবার বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা করে কাজ করতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। কোনওরকম দায়সারা মনোভাব যে বরদাস্ত করা হবে না তা সম্প্রতি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ও ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে হওয়া বৈঠকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ মার্চে অসমের বৈঠকে এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে কড়া দাওয়াই দিল কেন্দ্র সরকার। ফ্লাড জোনিং ম্যাপ তৈরি থেকে শুরু করে নদীর ধারের নির্মাণ ভাঙা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা না মানলে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য মিলবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়।

এখনও পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর ও অরুণাচলপ্রদেশ ফ্লাড জোনিং ম্যাপ তৈরি করেছে। অন্য রাজ্যগুলি উদ্যোগ নেয়নি। ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের চেয়ারম্যান রণবীর সিং বলেন, 'ফ্লাড জোনিং জাতীয় পলিসি। বন্যা অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমকে কর্মশালায় ডাকা হয়। ম্যাপ করে পরিকল্পনা রূপায়িত করবে রাজ্যগুলি বলে আশা রাখছি।'

কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদের আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা কালিম্পংকে জেলা পরিষদ করার আশ্বাস দিলেন। রবিবার তিনি বলেন, 'কালিম্পংকে অবিলম্বে জেলা পরিষদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। এই দাবি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। আশা করছি দুই সরকার এবিষয়ে উদ্যোগী হবে।' কালিম্পং জেলা পরিষদ পেলে জেলার উন্নয়নে আরও গতি আসবে বলেও অনীতের আশা।

জিটিএ-র দাবি, শুধু কালিম্পং নয়, দার্জিলিংয়েও জেলা পরিষদ গঠনের জন্য রাজ্যের কাছে দরবার করা হয়েছে। তবে, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'সংবিধান সংশোধন করে কালিম্পং জেলা পরিষদ হলে দার্জিলিংয়েও একইসঙ্গে হবে। তাহলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল পাহাড়ের মানুষ পাবেন।'

এদিন অনীত কালিম্পংয়ে বলেন, 'আমরা কালিম্পংয়ে দ্রুত জেলা পরিষদ চাইছি। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হলে এখানকার মানুষ উপকৃত হবেন।'

দার্জিলিং ও কালিম্পং মিলিয়ে আগে একটি জেলা ছিল। সেখানে জেলা পরিষদও ছিল। ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) তৈরি হওয়ার পর পাহাড়ে দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত তৈরি হয়। সমতলে শিলিগুড়িতে মহকুমা পরিষদ গঠন করা হয়।

রাস্তার পাশে, নদী-খালে আবর্জনার স্তূপ

চোপড়া, ২৩ মার্চ : চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া, চোপড়া ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার এলাকায় কোথাও তিস্তার সাব-ক্যানাল, কোথাও নদী, কোথাও আবার জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে অবাধে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের পাশাপাশি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাফাইকর্মীরা রাতে এসব জায়গায় আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ইউনিট থাকলেও ওই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

দাসপাড়া হাটের পিছনে তিস্তা সাব-ক্যানাল আবর্জনায় ভরে উঠেছে। ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশি রাতে দোকান বন্ধ করে ব্যবসায়ীদের একাংশ নিয়মিত তিস্তা খালে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। এমনকি বহু সময় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও এখানে আবর্জনা এনে ফেলা হয়। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেও একই সমস্যা। সেখানে জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। চোপড়া সদরে ডোক নদীর সেতুর নীচে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এসব আবর্জনা নিয়মিত নদীতে মিশে যাচ্ছে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডিভাইডারের ওপরেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'নদী বা জাতীয় সড়কে আবর্জনা ফেলা সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরাই ওখানে আবর্জনা ফেলছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দ্রুত ওইসব জায়গায় সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড বসানো হবে।' দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমানের কথায়, 'তিস্তার খালে আবর্জনা জমার বিষয়টি শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওখানে কোনও আবর্জনা ফেলা হয় না।' সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে আবর্জনা ফেলার কথা অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক অবশ্য বলেন, 'ব্লকের সবক'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। এখন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

দাসপাড়ায় ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। রবিবার। ছবি : মনজুর আলম

> তিস্তার খালে আবর্জনা জমার বিষয়টি শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওখানে কোনও আবর্জনা ফেলা হয় না।
>
> **জিল্লুর রহমান** *উপপ্রধান, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত*

একরাশ মুগ্ধতা।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন হীরক চক্রবর্তী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জল পরিষেবা বন্ধ পাগলাবস্তিতে

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। পাইপ সারানোর কথা বলা হয়েছে। তার পরেই গত এক সপ্তাহ ধরে জল সরবরাহ বন্ধ এলাকায়। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারামজোতের পাগলাবস্তির বাসিন্দারা এক সপ্তাহ ধরে জল পাচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগের আঙুল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) ঠিকাদারের দিকে। যদিও বিষয়টি এমন নয় বলে পালটা যুক্তি খাড়া করেছেন সেই ঠিকাদার। সবমিলিয়ে দোষারোপের খেলায় জল থেকে বঞ্চিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঠিক কী ঘটেছে? পাগলাবস্তিতে গত এক মাস ধরে জলের পাইপ ফেটে গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এনিয়ে একাধিকবার পিএইচই আধিকারিককে জানানো হলেও পাইপ মেরামত করা হয়নি। শেষে আর একবার ঠিকাদারকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি ওই এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। জল না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। কুয়োর জল খেয়ে দিন কাটছে তাঁদের।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের মধ্যে মহম্মদ মনসুর বলেন, 'আমরা এক সপ্তাহ ধরে জল পাচ্ছি না। ঠিকাদারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ফাটা পাইপ মেরামতের বিষয়ে অভিযোগ জানাতেই আমাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।' এক কিলোমিটার দূরে কিলারামজোতেরই বান্দরবস্তি এলাকায় ঘরে ঘরে জল পরিষেবা মিলছে। অথচ মনসুর, করিমের বাড়িতে জল নেই।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও পিএইচই'র ঠিকাদার বক্তিয়ার আলম গ্রামবাসীদের ওপরেই পালটা দোষ চাপিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাইপ ফাটা ছিল। সেটা মেরামতের জন্য যে মিস্ত্রি কাজ করেন, তিনি চিকিৎসাধীন। ফাটা পাইপ দ্রুত মেরামত করে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই এলাকার একজন নলকূপে জল না আসায় গোটা নলকূপ উপড়ে ফেলে দেন। এই বেআইনি কাজ তিনি কেন করেছেন? তার জন্যই গোটা পাড়ায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। আমরা বিষয়টি এলাকার প্রধানকে জানিয়েছি। তবে খুব শীঘ্রই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'ওই এলাকায় ঠিক কী সমস্যা, আমার তা জানা নেই। এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।' এখন দেখার, পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হয়।

পাগলাবস্তিতে পাইপ ফেটে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল।

নদীঘাট বন্ধ, থমকে আবাসের কাজ

চোরাপথে মহার্ঘ বালি-পাথর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : মাটিগাড়ার পতিরামের বাসিন্দা মুন্না দাস। সম্প্রতি বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি বানানোর জন্য টাকা পেয়েছেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতেই মুখের হাসি চওড়া হয়ে যায় তাঁর। কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন, তাঁর মুখের সেই হাসিটা এত তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে যাবে!

টাকা পেলেও বাড়ি বানাতে গিয়ে প্রথমেই মহাফাঁপরে পড়েছেন মুন্না। কেন? বালি-পাথর কিনতে গিয়ে তাঁর নাভিশ্বাস উঠছে। এই উপভোক্তার কথায়, 'সাধারণত একগাড়ি বালির দাম ৪০০০-৪৫০০ টাকা। সেটাই এখন চোরাই পথে ১২,০০০ টাকা চাইছে।' পাথরের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। সাধারণত একগাড়ি পাথরের দাম আট থেকে নয় হাজার টাকা। কিন্তু চোরাই পথে দ্বিগুণ দাম চাওয়া হচ্ছে। ফলে বাড়ি বানানো কাজ শুরু করলেও মাঝপথে থমকে গিয়েছে কাজ। অথচ চলতি মাসে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে রাজ্য সরকার।

শুধু মুন্না নন, তাঁর মতো অনেক উপভোক্তাই এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। কিন্তু কেন? হঠাৎ তিনগুণ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? জানা যাচ্ছে, এলাকায় নদীঘাটগুলি বন্ধ থাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন দ্রুত সমস্ত নদীঘাট খুলে বালি-পাথরের সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে বলে আশ্বাস দিলেও উপভোক্তারা একসুরে বলছেন, প্রশাসন বাড়ির কাজ শুরু করার জন্য চাপ দিচ্ছে। অথচ বালি-পাথর পাওয়া যাচ্ছে না।

চোরাই পথে পাওয়া গেলেও দাম এতটাই বেশি, উপভোক্তাদের পক্ষে সেই খরচ বহন করা এককথায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় তাঁরা একসুরে প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই সমস্যার মাঝে কীভাবে কাজ শুরু করব?' যদিও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বালি-পাথরের সমস্যা মিটতে চলেছে বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'প্রতিটি ব্লকে নদীঘাট লিজ দেওয়া হয়েছে। আশা করছি দু'-তিনদিনের মধ্যে বালি-পাথর সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

মহকুমা এলাকার চারটি ব্লকে বহু বাড়ি তৈরির কাজ থমকে রয়েছে। বেশিরভাগ উপভোক্তা প্রথম অথবা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু বালি-পাথরের অভাবে কাজ থমকে যাওয়ায় তৃতীয় কিস্তির টাকা আটকে রয়েছে।

পতিরামের আর এক উপভোক্তা প্রতিমা বারুই একই সমস্যার সম্মুখীন। তাঁর বক্তব্য, 'টাকা পেয়েছি। কিন্তু বালি-পাথরের যে দাম চাইছে, তাতে আর কাজ শুরু করতে পারিনি। সব নদীঘাট নাকি বন্ধ। চোরাপথে এত দাম দিয়ে বালি-পাথর কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এই সমস্যা নিয়ে বারবার উপভোক্তাদের অভিযোগ আসছে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষের কাছে। তিনি বলছেন, 'আবাসের কাজ করতে গিয়ে উপভোক্তারা সমস্যায় পড়ছেন। তাঁরা আমার কাছে এসে অভিযোগ করছেন। আমরাও প্রশাসনিক স্তরে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।' দু'-একদিনের মধ্যে মাটিগাড়ায় একাধিক নদীঘাটের লিজ হয়ে যাওয়ার কথা। তিনিও দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বালাসন নদী থেকে বালি-পাথর তুলতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন এই কাজে যুক্ত শ্রমিকরা। তাঁরা বেশ কয়েকমাস ধরে কর্মহীন। এমতাবস্থায় বালি-পাথর তোলার অনুমতি দিলে এই শ্রমিকদেরও সমস্যা দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

দ্বিগুণ দাম

- সাধারণত একগাড়ি বালির দাম ৪০০০-৪৫০০ টাকা
- চোরাই পথে ১২,০০০ টাকা চাওয়া হচ্ছে
- একগাড়ি পাথরের দাম আট-নয় হাজার টাকা
- চোরাই পথে ১৬-১৭ হাজার চাওয়া হচ্ছে

সমস্যা লক্ষ্যমাত্রায়

- আবাস যোজনায় বাড়ি বানানোর টাকা মিলেছে
- এমাসে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে রাজ্য
- কিন্তু নদীঘাট বন্ধ, বালি-পাথর সহজে মিলছে না
- ফলে কাজ শুরু করেও মাঝপথে থমকে গিয়েছে

মাটিগাড়ার পতিরামে আবাস যোজনার অর্ধসমাপ্ত বাড়ি।

মজদুর সংঘের নয়া কমিটি

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : রবিবার বঙ্গীয় চা বাগান মজদুর সংঘের সভা হয়। হাতিঘিসার বিজয়নগর চা বাগান মোড়ে আয়োজিত এই সভায় ১২ জনের নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করেছে সংঘ। রাজ্য সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ গুহ, সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে বিজয় ওরাওঁকে। চঞ্চল চৌহানকে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে।

ঘাট সাফাই

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : সামনেই চৈতি ছট। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার মহানন্দা নদীর লালমোহন মৌলিক ঘাট সাফাই করল বিহারি সেবা সমিতি। সংগঠনের তরফে মণীশ বারি জানান, আসন্ন চৈতি ছট উপলক্ষ্যে ঘাট সাফাই অভিযানে নামা হয়েছে।

সভায় উত্তরায়ণের নিরাপত্তায় জোর

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : রবিবার চাঁদমণি উত্তরায়ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল। উত্তরায়ণের একটি অভিজাত ক্লাবে আয়োজিত এই সভায় সোসাইটির আয়ব্যয়ের হিসেব, কী কী কাজ হয়েছে এবং নতুন একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। দু'বছরের জন্য নির্বাচিত সোসাইটির বর্তমান কমিটির এটাই ছিল শেষ বার্ষিক সভা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি কেকে সিং, সাধারণ সম্পাদক প্রবীর শীল প্রমুখ। প্রবীর বলেন, 'উত্তরায়ণের জন্য আলাদা জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ইতিমধ্যে ভূগর্ভস্থ জল পরিস্রুত করার জন্য উত্তরায়ণে প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। পাশাপাশি গত এক বছরে উপনগরীজুড়ে ৪০ হাজার চারাগাছ লাগানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বর্তমান কমিটি।

উত্তরায়ণের নিরাপত্তার জন্য এবার বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রবীরের কথায়, ''নতুন করে উপনগরীজুড়ে ৫৬টি সিসিটিভি বসানো হয়েছে। বাইরে থেকে যে সকল যানবাহন উপনগরীতে ঢুকবে, সেগুলোয় নজরদারির জন্য 'বুম ব্যারিয়ার' লাগানো হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ছয়টি বুম ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে। আরও ছয়টি বসানো হবে।''

ইফতার সেরে ফেরার পথে চেন ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ইফতার পার্টি সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাল দুই দুষ্কৃতী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায়। এর আগে ওই এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনার নজির সেভাবে নেই। আর এটাই স্থানীয় বাসিন্দাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে কি নতুন করে কোনও ছিনতাইচক্র সক্রিয় হয়ে উঠল? এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও।

কীভাবে ঘটে ঘটনাটি? সেদিন বিকেলে আমাইদিঘিতে ইফতার পার্টিতে যোগ দিতে যান স্থানীয় তৃণমূল কর্মী বাসনা সাহা। রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ তিনি ওই এলাকা দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় হঠাৎ একজন পেছন থেকে মহিলার গলার চেন ছিনতাই করে নেয়। বাসনা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, সেই ব্যক্তি ছুটে পালাচ্ছে। কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে আর একজন বাইক স্টার্ট করে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলা পিছু নিলেও লাভ হয়নি। বাইকে চেপে দুজন চম্পট দেয়।

বাসনা বলেন, 'রাতে এমন সময় প্রায়ই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছি। কিন্তু এমনটা হবে তা কোনওদিন কল্পনা করিনি। যখন ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে, তখন রাস্তায় কেউ ছিল না।' তাঁর দাবি, 'ছিনতাই হওয়া সোনার চেনটির দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।' ঘটনার পর এনজেপি থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যদিও রবিবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলান্যাস

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল রবিবার। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভারত-নেপাল সীমান্তের তারাবাড়ি মোড়ে শিলান্যাস অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তারাবাড়ি মোড় থেকে রকমজোত মোড় পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার এই রাস্তায় বসবে পেভার্স ব্লক। এদিন কাজের শিলান্যাস করেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ২০১৬ সালে শেষবার মাটি ফেলা হয়েছিল। তারপর থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল রাস্তাটি। রাস্তাটি সংস্কারের দাবি উঠেছে বারবার। অবশেষে সেই দাবি মান্যতা পেল এদিন।

নাট্য উৎসব

চোপড়া, ২৩ মার্চ : চোপড়া নাট্যকলা কেন্দ্রের বাৎসরিক নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ঘিরে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, এবার উৎসবের চতুর্থ বর্ষ। আগামী ২৪-২৬ মার্চ উৎসবে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। চোপড়া থানার মাঠে উৎসব ঘিরে মঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

অজুহাতের বেলায় ওস্তাদ

উন্নয়নের টাকা এসেও ফেরত চলে যায়। তালাবন্ধ শৌচালয়। আমআদমির সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি আদৌ তৎপর? কী বলছেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি? শুনলেন কার্তিক দাস।

রত্না রায় সিংহ
সভাপতি, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

জনতার চার্জশিট

জনতা : বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়ায় সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ চালু হওয়ার এক বছরের মধ্যে বন্ধ। সমস্ত বাজার এলাকা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। প্রকল্পের কাজ চালু হবে কবে?

সভাপতি : জনগণের সচেতনতার অভাব। আবর্জনা ফেলার জন্য ন্যূনতম ফি দিতে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা গড়িমসি করছেন। পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি (এনজিও) এখন কাজ করছে না। তবে সমস্ত স্তরের ওপর মহলের সঙ্গে কথা হয়েছে। সমস্যাগুলি মিটিয়ে দ্রুত প্রকল্পের কাজ চালু করা হবে।

জনতা : সম্প্রতি আদিবাসী উন্নয়ন তহবিল থেকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ হওয়া ২৫ লক্ষ টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। কাজ করতে না পারার জন্যই ফেরত গিয়েছে টাকা। আলোকপাত করবেন?

সভাপতি : একটি কমিউনিটি হল তৈরির জন্য ওই টাকা বরাদ্দ হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা বাছতে না পারায় টাকা ফেরত চলে গিয়েছে।

জনতা : সাংসদ তহবিলের টাকা পড়ে রয়েছে। কাজের ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে টেন্ডার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে আপনার বিরুদ্ধে। কী বলবেন?

সভাপতি : বিষয়টি বিডিও এবং ইঞ্জিনিয়ার বলতে পারবেন। রাজনীতির বিষয় নেই। কাজগুলোর টেন্ডার যাতে দ্রুত করা হয়, তার জন্য উদ্যোগী হব।

জনতা : প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খড়িবাড়ি বাজার, পানিট্যাঙ্কি বাজার ও চেকরমারি চেকপোস্টে সুলভ শৌচালয় তৈরির কাজ দীর্ঘদিন আগে শেষ হয়েছে। কিন্তু শৌচালয়গুলি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে না কেন?

সভাপতি : শৌচালয়গুলি নিয়মিত পরিষ্কার এবং দেখভালের জন্য উপযুক্ত এজেন্সি পাওয়া যাচ্ছে না। টেন্ডার করা হবে। আশা করি দ্রুত চালু করা যাবে।

জনতা : বহু রাস্তা বেহাল। বিরোধীদের অভিযোগ, এই রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য আপনি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ব্যয় করছেন না। কী বলবেন?

সভাপতি : সম্প্রতি কয়েকটা রাস্তার কাজের টেন্ডার করা হয়েছে।

জনতা : অধিকাংশ কাজ আপনি নিজের নির্বাচনি এলাকায় করছেন। অন্য এলাকার মানুষ এতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিরোধীদের এলাকায় কাজ দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ উঠেছে। কী বলবেন?

সভাপতি : এটা ঠিক নয়। অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কাজ কোথায় হবে তা ঠিক হয়। বিরোধী দলের সদস্যদের এলাকাতেও কাজ দেওয়া হয়।

জনতা : ২০২৪ সালের মধ্যে 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি কেন?

সভাপতি : বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির গাফিলতি রয়েছে। মন্থর গতিতে কাজ করছে। ৭০ শতাংশ কাজ হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

একনজরে

ব্লক : খড়িবাড়ি
মোট সদস্য : ১২
জনসংখ্যা : ১,০৯,২৫১
(২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ১৪৪.৮৮ বর্গকিলোমিটার

পরপর বাইক চুরি

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : পরপর বাইক চুরির ঘটনা নকশালবাড়িতে। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। যদিও নকশালবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে। সমস্ত বাইক চুরির ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে।

শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ি স্টেশন মোড়ে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায় বাইক। তিনি সেই রাতে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যেভাবে বাইক চুরি হচ্ছে এবং পুলিশ চোর ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাতে অর্ধেন্দুর বাইকটি উদ্ধার হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

কয়েকদিন আগে হাতিঘিসায় মঙ্গলসিংজোতে শংকর মাঝির বাড়ির উঠোন থেকে বাইক চুরি হয়ে যায়। শংকরের অভিযোগ, নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর পর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বাইক উদ্ধার হয়নি।

কিছুটা একইরকম অভিযোগ লালপুল এলাকার বাসিন্দা হরি সিংহের। দুই তরুণ তাঁর বাড়ির গ্যারাজ থেকে রাতের অন্ধকারে বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশকে দেওয়া হয়। হরি জানান, মাটিগাড়ার পাথরঘাটা থেকে তাঁর বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু চোরেদের ধরা যায়নি। তাই বাইক ফেরত দিচ্ছে না পুলিশ। সবমিলিয়ে চুরি যাওয়া বাইকগুলির মালিকরা যে ক্ষুব্ধ, তা বলাই বাহুল্য।

পুলিশের ব্যর্থতায় ক্ষোভ নকশালবাড়িতে

চায়ের দোকানে বিকোচ্ছে গাঁজা, ডোডা

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : আপাতদৃষ্টিতে ভাতের হোটেল ছাড়া অন্যকিছু মনে হবে না। কিন্তু সেখানেই আড়ালে বিক্রি হচ্ছে গাঁজা, মদ, আফিম। শুধু ভাতের হোটেল নয়, নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা টোল প্লাজার আশপাশে গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি চায়ের দোকানে আড়ালে বিক্রি হচ্ছে মাদক। মাদকের তালিকায় রয়েছে ডোডা। সম্প্রতি পুলিশ বেশ কয়েকটি অভিযান চালায়। তবে ডোডা বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। বারবার পুলিশি অভিযানের ফলে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গিয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকটি দোকানে দিন-রাত বিকোচ্ছে মাদক।

হাতিঘিসায় এশিয়ান হাইওয়ের টু-র দুই পাশে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ট্রাকস্ট্যান্ড। এই স্ট্যান্ডগুলিকে কেন্দ্র করে ভাতের হোটেল এবং চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে। চায়ের দোকানগুলিতে মিলছে চা পাতা। সূত্রের খবর, চা পাতার প্যাকেটে অনেকসময় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মাদক। কয়েকদিন আগে নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিকের সঙ্গে এক ব্যবসায়ীর তুমুল ঝামেলা হয়। যা নিয়ে অভিযোগ যায় থানায়। খবরটি কানে যায় তৃণমূল নেতাদেরও। কিন্তু এখনও সেভাবে মাদক বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি পুলিশ। যা নিয়ে পুলিশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন উঠেছে।

নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বাড়ি বলেছেন, 'অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আটকও করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।' কেন পাওয়া যাচ্ছে না? তার কোনও জবাব মেলেনি। এক্ষেত্রে পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে, দোকানগুলি কীভাবে গড়ে উঠল তা নিয়েও ধন্দ রয়েছে। সূত্র বলছে, অধিকাংশ দোকানদার আলিপুরদুয়ার, হাসিমারা এবং ঘোষপুকুরের বাসিন্দা। তাঁরা কীভাবে এখানে এসে কার অনুমতি নিয়ে দোকান খুলে বসেছেন, কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অথচ সর্বসমক্ষে রাতভর দোকানগুলি খোলা থাকছে। দেখার কেউ নেই। এই এলাকায় টোল প্লাজার দুই পাশে প্রচুর ট্রাক, ট্যাংকার, কনটেনার দাঁড় করানো থাকে। ভিনরাজ্যের চালকরা এখানে রাত কাটান। চলে মদ্যপান। বসে নেশার আসর।

টোল প্লাজার পাশেই বাড়ি মহেন্দ্র গজমেরের। তিনি বলেন, 'পানিট্যাঙ্কি পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে টু-র পাশে প্রায় ১০০টা এরকম চায়ের দোকান, ভাতের হোটেল গজিয়ে উঠেছে। অনেক দোকানে বিক্রি হচ্ছে মাদক। মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বাইরে বেরোনো যায় না।'

তৃণমূলের নকশালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি তথা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস বলেন, 'মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ভালো কাজ করছে। তবে এইসব দোকানে যেভাবে মাদক বিক্রি হচ্ছে, তা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে আরও কঠোর হতে হবে।'

চা পাতার প্যাকেটে

- হাতিঘিসায় এশিয়ান হাইওয়ের টু'র দুই পাশে গড়ে উঠেছে ট্রাকস্ট্যান্ড
- এটিকে কেন্দ্র করে ভাতের হোটেল এবং চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে
- চায়ের দোকানে মিলছে চা পাতা, সেই পাতার প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে মাদক
- পুলিশি অভিযানের ফলে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী পাততাড়ি গুটিয়েছেন
- কিন্তু এখনও ডোডা সহ কোনওরকম মাদক বাজেয়াপ্ত করা যায়নি

ট্রাকে ঢাকা পড়েছে ভালোবাসার শহর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ মার্চ : সাধারণত রাস্তার ওপর নো পার্কিংয়ে গাড়ি দাঁড় করানো থাকলে পুলিশ গিয়ে সেটা অন্যত্র সরিয়ে দেয়। জরিমানাও করা হয়। কিন্তু খোদ পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা একাধিক গাড়ি যদি দিনের পর দিন রাস্তার ওপর দাঁড় করানো থাকে! সেক্ষেত্রে জবাবদিহির দায় কার?

নকশালবাড়ি থানার বাইরের পরিস্থিতিটা তেমনই। মাসের পর মাস ধরে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বাজেয়াপ্ত করা একাধিক গাড়ি। বড় বড় ট্রাক যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে কনটেনার। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা। কেন সরানো হচ্ছে না গাড়িগুলো? পুলিশের সাফাই, জায়গার অভাব।

এটাও তো একপ্রকার বেআইনি পার্কিং? এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি থানার পদস্থ কর্তারা। এদিকে পার্কিংয়ের জেরে ঢাকা পড়েছে 'ভালোবাসার শহর নকশালবাড়ি' লেখা বোর্ড। দেখা যাচ্ছে না থানার সামনে থাকা পার্কে রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। থানার গা ঘেঁষেই রয়েছে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল। সেই স্কুলের গেটটুকু ছেড়ে বাকি অংশ, এমনকি হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা গাড়ির সারি। ফলে রাস্তাটি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়েছে। বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

কেন সরানো হচ্ছে না গাড়িগুলো? নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বাড়ি বলেছেন, 'থানায় গাড়ি রাখার জায়গা নেই। তাই বাইরে রাখা হয়েছে।' থানায় জায়গা না থাকলে বিকল্প চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে না কেন? কাছেই হাতিঘিসা টোল প্লাজা। সেখানে বহু সরকারি জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেখানে কি রাখার ব্যবস্থা করা যায় না? প্রশ্নের উত্তর না দিলেও ওসি গাড়িগুলি দ্রুত সরানোর চেষ্টা চলছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

থানার সামনে রয়েছে পার্ক। পার্কের ভেতরে রবি ঠাকুরের মূর্তি ঢাকা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন পথচারীরা। ব্যস্ততম সড়কে এভাবে গড়ে ওঠা পার্কিং নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। স্কুলের গেটের সামনে প্রায় এক বছর ধরে দাঁড় করানো রয়েছে একটি সুপারিবোঝাই ট্রাক। স্কুল থেকে বারবার ট্রাকটি সরানোর জন্য থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু তামাং বলছেন, 'এমনভাবে গাড়িগুলো দাঁড় করানো রয়েছে যে রাস্তার এপার-ওপার কিছুই দেখা যায় না।' থানার সামনে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা রয়েছে। রয়েছে হাসপাতাল। দিনের বেলা প্রচুর মানুষ এখান থেকে যাতায়াত করেন। একপ্রকার আতঙ্ক নিয়েই। এই অব্যবস্থা কবে কাটবে? পুলিশ কি বিকল্প বন্দোবস্ত করবে? উত্তর সময়ই বলবে।

নকশালবাড়ি থানার বাইরে বাজেয়াপ্ত করা বহু গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো রয়েছে।

জল স্বাভাবিক

টানা চারদিন পর রবিবার বিকালে উত্তর হাওড়ায় পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হল। এদিনই পাইপলাইন জোড়ার কাজ হয়।

ধৃত ২

ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় এক ব্যক্তিকে কিডনি বিক্রির প্ররোচনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ।

তাপমাত্রা কমল

শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পর রবিবার সকাল থেকেই শীতের অনুভূতি পেলেন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসী। তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমেছে ৯ ডিগ্রি।

কোহলির ফ্যান

ইডেনে খেলা দেখতে এসে গ্রেপ্তার হন বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। নিজেকে কোহলির ফ্যান বলে অকপটে স্বীকার করতেই বিচারক জানালেন, ভবিষ্যতে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করতে।

আজ তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বুধ ও বৃহস্পতিবার দলের সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিলেন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু এই দু'দিন ধরে প্রায় ৫০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে তিনি পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন। সেই মতো প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন শোভনদেববাবু। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সোমবার দলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বৈঠকে বসছে। বৈঠকে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করা না হলেও চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হবে। অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়া অনিশ্চিত বলেও মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তাঁদের দিয়ে দেবেন শোভনদেববাবুরা।

শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও অনেক বিধায়কের উপস্থিতির হার অত্যন্ত খারাপ। তাই তাঁদের সতর্ক করা হবে। যেসব বিধায়ক অধ্যক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছুটি নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও পদক্ষেপ হবে না।' তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ যেভাবে বাড়াচ্ছেন তাতে সব বিধায়কের উপস্থিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিধানসভার আগামী বাদল অধিবেশনে বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়াবেন। তাই বাদল অধিবেশনে শাসকদলের বিধায়করা যাতে উপস্থিত থেকে ওই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেন তাই চাইছে দল।

আদালতের দ্বারস্থ মেয়ে

কলকাতা, ২৩ মার্চ : নবতিপর মাকে দেখতে চান মেয়ে। দু'বছর পেরিয়েছে, অথচ মাকে দেখতে দেননি মুর্শিদাবাদের রহড়া থানা এলাকার বাসিন্দা তাঁর বড় দিদি। তাই পুলিশি সহযোগিতায় মাকে দেখার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ছোট মেয়ে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে মাকে আটকে রেখেছেন তাঁর দিদি ও দিদির পরিবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, আবেদনকারী পুলিশের সহযোগিতায় মাকে দেখতে পারবেন। পুলিশ সেই ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তার আগে বৃদ্ধার সম্মতির প্রয়োজন।

জমজমাট ইদের বাজার। রবিবার নাখোদা মসজিদের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রথা ভাঙছে সিপিএম, ডিপিতে উধাও লাল

নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : চিরাচরিত প্রথা ভাঙছে সিপিএম। লাল রং ও সিপিএমকে সমার্থক হিসেবে মনে করেন আমজনতা। কিন্তু সেই দলেরই সমাজমাধ্যমের ডিপি থেকে উধাও লাল রং। তার বদলে নীল-সাদা শরতের আকাশে জ্বলজ্বল করছে হলুদ রঙের কাস্তে-হাতুড়ি। আর এই বিষয়টি নিয়েই সমাজমাধ্যমে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এমনকি কভার ফোটোতেও ২০ এপ্রিল ব্রিগেড কর্মসূচির বিষয়টি উল্লেখ রেখে নীল-সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে। বিরোধীরা কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় রং নীল-সাদা। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের রং নীল-সাদাকে রাজ্য সরকার কার্যত এই রাজ্যের থিম রং করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে, সরকারি বাড়ি ও সম্পত্তিতে নীল-সাদা রং করা হয়। ফলে হঠাৎ করে আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকে কঠোর সিপিএম রং বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বদলের পথে হাঁটতে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি। কভার ফোটোতেও লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই। এর আগে যে কোনও ডিপিতেই লাল রঙের স্পর্শ থাকত। কিন্তু এবার ভোল বদলের ফলে চর্চা শুরু হয়েছে। সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন। তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ি ছবি ছিল। কিন্তু তাতে অন্য কোনও রং ছিল না। কিন্তু এবার যেন প্রথা ভেঙে সিপিএমের পদক্ষেপ। যা নিয়ে নেট মাধ্যমেও কটাক্ষের শিকার হয়েছে আলিমুদ্দিন। বিরূপ মন্তব্যে ভরে উঠেছে কমেন্ট বক্স। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতারাও। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রশ্ন করেছেন, 'নীল-সাদায় মিশে গেল সিপিএম, রূপমের গান ধার করে আজ নীল রঙে মিশে গেছে লাল। মহাশূন্যে ভাসমান সিপিএম আজ তার অফিশিয়াল ডিসপ্লে পিকচার রিলিজ করল।' তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কটাক্ষ করে জানান, নীল রং আনলে কি রায়গঞ্জে, চণ্ডীতলায় জামানত জব্দ হবে না? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কোনও রং কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই এটা নিয়ে কিছু বলার নেই।' সিপিএম ডিজিটালের দায়িত্বে থাকা এক প্রধান সদস্যের কথায়, 'নীল-সাদা রং কারও সম্পত্তি নয়। আসলে লাল রং মানে ধরে নেওয়া হত সিপিএমের রং। এই ধারণাটাই বদল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও রং কোনও দলের একচ্ছত্র অধিকার নয়।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'রং পরিবর্তনের মাধ্যমে সিপিএম নিজেদের আসন সংখ্যারই প্রতিফলন দেখিয়েছে।' তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করে চলার থেকে ব্যতিক্রমী পথে চলতে চাইছে সিপিএম। সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে। বিশেষ করে দলের তরুণ সদস্য বা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ যাঁরা কঠোরভাবে দলীয় নিয়মকানুন মেনে চলার সপক্ষে নন, তাঁদের ধরে রাখাই মূল উদ্দেশ্য সিপিএমের।

রং বদল

- সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন
- তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ির ছবি ছিল, অন্য কোনও রং ছিল না
- শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি
- কভার ফোটোতেও লাল রংয়ের চিহ্নমাত্র নেই

মেরুকরণেই জোর শুভেন্দুর

হলদিয়ায় দলত্যাগী তাপসীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২৩ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ফের জিতলে এরাজ্য বাংলাদেশ-২ হবে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে হলদিয়ার সভা থেকে এদিন ফের হিন্দু ভোট মেরুকরণের সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানান তিনি।

তবে প্রার্থী হিসেবে তাপসীকে আলাদা করে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। তা বোঝাতেই এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'ওঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় কোনও কার্যকর্তা বা ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা হলেই যথেষ্ট। ওঁকে কাউন্সিলার নির্বাচনে হারিয়েছি। বিধানসভায় প্রার্থী করলে আবারও হারাব।' এই প্রসঙ্গেই স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি উসকে দিতে কলকাতা ও জেলার সম্পর্কে তুলনা টেনে শুভেন্দু বলেন, 'কেন দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে? হলদিয়ায় কলকাতা রাজ না জেলা রাজ?' '২৪-এর লোকসভা ভোটে '২১-এর বিধানসভার ফলের চেয়েও এগিয়ে শুভেন্দুর জেলা। দুই লোকসভা আসন সহ ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৫টিতেই এগিয়ে বিজেপি। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে হলদিয়ার মঞ্চ থেকে '২৬-এর ভোটে রাজ্য থেকে তৃণমূলের সরকারকে উৎখাৎ করার জন্য ফের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '২৬-এ রিগিং করে ছাপ্পা দিয়ে মুসলিম ভোটকে এক করে আমাদের ভোট এদিক-ওদিক করে যদি কোনওভাবে তৃণমূল আবার জিততে পারে, তাহলে জেনে রাখবেন এরাজ্যও বাংলাদেশ-২ হবে।' আর সেই প্রশ্নেই শুভেন্দুর

> পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

দাবি, তৃণমূলকে উৎখাত করতে হলে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এদিন হলদিয়ার ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মিছিল করে হেঁটে আসেন শুভেন্দু। 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬-এ বিজেপিকে চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড এদিনও ছিল তাঁর মিছিলে। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।' শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যা যেভাবে কমছে, তাতে এখন আর টিকে থাকা নয়, অস্তিত্বের লড়াই। অথচ রাজ্যের সরকার একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে। শুভেন্দু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি, প্রতিবেশী ওড়িশা যদি পারে তাহলে বাংলা পারবে না কেন?' আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিনও সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'বাঁচতে যদি চাও, রাজনীতি দূরে সরাও', 'ঔরঙ্গজেবের চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা'-এর মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্লোগান।

ভোটের লক্ষ্যে এখন থেকেই উদ্যোগী ফ্যাম

কলকাতা, ২৩ মার্চ : অন্যান্য বিধানসভা নির্বাচন থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি। এই অবস্থায় রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূলের সামাজিকমাধ্যমকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল 'হ্যাশট্যাগ ফ্যাম ফর টিএমসি'। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার কলতান ভবনে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপির আইটি সেল যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করছে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। বহু ক্ষেত্রে অন্য জায়গার ভিডিও এই রাজ্যের বলেও প্রচার করা হচ্ছে। ওই ফেক ভিডিও চিহ্নিত করে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের গত ১৪ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তিও তুলে ধরা হবে।

তৃণমূলের আলাদা আইটি সেল রয়েছে। কিন্তু এই সংগঠন পৃথকভাবে সামাজিকমাধ্যমে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা হলুদ রঙের পতাকায় ছেয়ে যায়। শনিবার মমতার ছবি দেওয়া 'সর্বাধিনায়িকা জয়তু' লেখা বড় বড় ব্যানার ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে টাঙানো হয়। এদিন বৈঠকের মঞ্চেও মমতার পাশাপাশি অভিষেকের ছবি দেওয়া ছিল। এই সংগঠন যে পৃথকভাবে তৃণমূলের সমর্থনে রাস্তায় নামছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানের ১০০০ দিন। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ইটের বদলে পাটকেল, বার্তা পদ্ম সভাপতির

রামনবমী উপলক্ষ্যে অশান্তির আশঙ্কা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মার্চ : রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সোদপুরের সভা থেকে এই অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রামনবমীর দিন আক্রান্ত হলে ইটের বদলে পাটকেল দেওয়ার নিদানও দিলেন তিনি। এদিন সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন। কেউ অশান্তি পাকাতে এলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রয়োজনে ইটের বদলে পাটকেল দিতে হবে।'

সম্প্রতি পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন সোমনাথ দে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি করের নিগৃহীতা 'অভয়ার' দেহ সঠিকভাবে ময়নাতদন্তের আগেই তড়িঘড়ি দাহ করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরই আরজি কর ইস্যুকে স্থানীয় রাজনীতিতে আবার প্রাসঙ্গিকতা পেতে এদিন সোদপুরের ঘোলা মোড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিজেপি। মিছিলের শেষে অস্থায়ী সভামঞ্চ থেকে সুকান্ত বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত সত্য যাতে বেরিয়ে না আসে, তার জন্য 'অভয়ার' বাবা-মায়ের থেকে কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এই সোমনাথ। সবাই জানে সেই নির্দেশ কার ছিল। নিজেকে বাঁচাতেই সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেয়ারম্যান করে সোমনাথকে তারই পুরস্কার দেওয়া হল।' সোমনাথের সঙ্গেই তথ্য লোপাট কাণ্ডে অভিযুক্ত পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করে এদিন সুকান্তর হুঁশিয়ারি, 'রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে এঁদের জেলে ভরব।'

আরজি কর কাণ্ডে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। আন্দোলনের রাশ ছিল বরাবরই সিপিএম তথা বামেদের হাতে। বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরও তা নিয়ে সেভাবে সুর চড়াতে দেখা যাচ্ছে না সিপিএমকে।

সিপিএমের এই ভূমিকাকে এদিন কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'এখানে বিজেপিকে হারিয়ে তৃণমূলের সৌগত রায়কে জেতাতে সাহায্য করেছে সিপিএম। সিপিএম হল ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুচতুরভাবে হিন্দু-মুসলিম ভোট ভাগ করে তারই সুযোগ নিচ্ছেন।' তাঁর মতে, হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ। তার জন্যই হিন্দুদের বারবার উদ্বাস্তু হতে হয়। বরাবরই হিন্দু ভোট বিভাজন করে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের সেই বিভাজনকে রুখে দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করাই লক্ষ্য বিজেপির। রামনবমীকে কেন্দ্র করে সেই হিন্দু ভোট একজোট করার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। সোদপুরের মঞ্চ থেকে এদিন সেই বার্তাও দিয়েছেন সুকান্ত। রামনবমীর দিনে আইপিএল ম্যাচ কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে চলে যাওয়াকে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে দাবি করে এদিন সুকান্ত বলেন, 'গুয়াহাটিতে কি রামনবমী হবে না? সেখানকার সরকার যদি রামনবমীর দিনে ম্যাচ করতে পারেন, তাহলে কলকাতা পারবে না কেন? এজন্য অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীই দায়ী।'

যদিও তৃণমূলের মতে, রামনবমীতে মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তাই কলকাতায় আইপিএল ম্যাচের দিন বদলের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা। এখন কলকাতা থেকে ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরে যেতেই তাকে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরে হাওয়া গরম করতে চাইছে বিজেপি।

মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরি শুরু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : নতুন মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে ড্রোনের মাধ্যমে রাজ্যের পুরসভা এলাকাগুলির মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা জিআইএসের মাধ্যমে সমস্ত পুরসভার মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১০০ বছর পর এই মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ করছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় ড্রোন ব্যবহার করে জমি জরিপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন সেখানে জিও রেফারেন্সের কাজ চলছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও ব্যারাকপুর মহকুমা ও বিধাননগর পুরসভা এলাকার কাজও দ্রুত তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুরদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী এলাকায় জিআইএস ভিত্তিক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর এলাকায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯২৫ সালে ভূ-মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপর ভৌগোলিক অবস্থার অনেক বদল হয়েছে। ভারত ভাগের পর বেশ কিছু অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। ফলে সীমান্ত এলাকায় মানচিত্র সঠিক না থাকায় জমি বেচাকেনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়াও অনেক জলাভূমি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথবা নতুন করে জলাভূমি তৈরি হয়েছে। আবার নদীর গতিপথও বদল হয়েছে। এই অবস্থায় দ্রুত ভূ-মানচিত্র তৈরি করা না হলে আগামী দিনে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। সেই কারণে রাজ্য মন্ত্রীসভা নতুন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূ-মানচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যের ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ শেষ করে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে মানচিত্রে যাতে কোনওরকম ভুল না হয়, তার জন্য একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ম্যাপ তৈরি হয়ে গেলে জমির মাপজোক করা আরও সহজ হবে। সেক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার দপ্তরেরও কাজে গতি আসবে। এখন নতুন ম্যাপ না থাকায় পুরোনো ম্যাপের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে অনেক ভুলের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ইংলিশবাজার পুর এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হবে।

সদস্য সংগ্রহ থমকে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তবে এখনও নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্বে আসার পর নতুন কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি বিধান ভবন। এই কারণে থমকে রয়েছে তাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযান। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণে হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন প্রদেশ নেতৃত্ব। তখনই নতুন কমিটি ঘোষণার প্রসঙ্গ উঠেছে। সূত্রের খবর, চলতি মাসেই কমিটি ঘোষণা করে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এখনই সমূলে পুরোনো কমিটিতে বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে নতুন মুখ ও পুরোনো অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কমিটি তৈরি হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে এর জন্য সদস্য সংগ্রহের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'নতুন কমিটি ঘোষণা না হলে কে কমিটিতে থাকছে, আর কে থাকবে না তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে লক্ষ্য অনুযায়ী সদস্য সংগ্রহের বিষয়টিও পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এই মাসেই নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে দেওয়া হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো অনুযায়ী কাজ চলছে। আমাদের মূল লক্ষ্যই এখন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা।'

উত্তরের মিনুর প্রশিক্ষণে স্বনির্ভরতা দক্ষিণে

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ : মেদিনীপুরের মেয়ে-বৌদের কেক বানানো শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে মিনু ছেত্রী। মিনুর বড় হয়ে ওঠা, স্কুল-কলেজে পড়াশোনা সবই দার্জিলিংয়ে।

১৬ বছর আগে বিবাহসূত্রে মেদিনীপুর শহরে এসেছেন তিনি। স্বামী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরবাড়িতে এসে এই পাহাড়ি মেয়েটি চুপচাপ বসে থাকতে পারেননি। নিজে কিছু করার পাশাপাশি যাতে অন্য মহিলারাও উপকৃত হন সেজন্য কলকাতার একটি সংস্থায় কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে মেদিনীপুরে ঘরে বসেই কেক তৈরি করে উপার্জন করা শুরু করেন। মিনুর কথায়, 'মেরি কমকে দেখে শিখেছি মেয়েদের কখনও থেমে যেতে নেই। সাফল্য অর্জন করা এবং সেটা ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে।' মিনু কেক তৈরি করে একাধিক প্রতিযোগিতায় যেমন পুরস্কার জিতেছেন, তেমনই জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ে যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন।

মিনু চাইতেন তাঁর মতো এখানকার গৃহবধূরাও কেক তৈরি করে উপার্জন করুন। প্রথমে পাড়াপ্রতিবেশীদের ধরে এনে শেখাতেন। শুরুর দিকে তাঁর শিক্ষার্থী ছিলেন ১০ জন মহিলা। তারপর আর কাউকে ডেকে আনতে হয়নি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রায় দুই হাজার মহিলা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা সকলেই এখন সফলভাবে জন্মদিন, রিসেপশন বা ছোট কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার নিয়ে কেক তৈরি করে বিক্রি করছেন।

মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মিনু ছেত্রী। মেদিনীপুরে।

শুধু মেদিনীপুর শহরই নয়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা থেকেও মহিলারা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে মিনুর কাছে আসছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও আসছেন। মিনুর প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অন্দরমহল রীতিমতো স্কুলের শ্রেণিকক্ষের মতো। কেক তৈরির সরঞ্জামে ঠাসা। মিনু জানান, তাঁদের তৈরি কেকে কোনও প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যকর সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। তবে দু'দিনের মধ্যে খেতে হবে।

কেক তৈরির পাশাপাশি মিনু এখন আরও একটি জিনিস শেখাচ্ছেন তা হল রেজিন আর্ট। বরকনের বিয়ের মালা, ফুল, কনের মুকুট রেজিন নামে এক রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর তা দম্পতির বিয়ের ফোটোফ্রেমের চারপাশের আঠা দিয়ে লাগানো হয়, যা বছরের পর বছর একইভাবে থেকে যাবে। শোকেসে বা টেবিলে শোভা পাবে। হাত থেকে পড়লেও ভাঙবে না।

আটকে রেলপ্রকল্প

কলকাতা, ২৩ মার্চ : জমির অভাবে রাজ্যে চালু থাকা রেল প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। সেই কারণে ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে হস্তান্তর করার জন্য নবান্নকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে এই মুহূর্তে ৪৩টি রেলপ্রকল্প চালু রয়েছে। তার জন্য ৪০৯৩ হেক্টর জমির প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ১০৮৬ একর জমি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাকি জমির ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে রেলমন্ত্রক। যদিও রাজ্য জমি দিতে পারেনি বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে দাবি করেছে তা সঠিক নয় বলেই মনে করছে নবান্ন।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৩ সংখ্যা, সোমবার, ১০ চৈত্র ১৪৩১

সর্বব্যাপী নীতিহীনতা

রাজনীতিতে দলবদলের প্রসঙ্গ উঠলে 'আয়ারাম গয়ারাম' কাহিনী আসবেই। বহুলপ্রচলিত শব্দবন্ধনীটি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী নির্দল প্রার্থী গয়া লাল একইদিনে প্রথমে যোগ দেন কংগ্রেসে, তারপর সংযুক্ত মোর্চায়, শেষে ফের কংগ্রেসে। ৯ ঘণ্টায় তাঁর তিন-তিনবার দলবদলের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই থেকে দলবদলুদের 'আয়ারাম গয়ারাম' বলার চল।

সম্প্রতি হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যেরকম নাটকীয়ভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, সেটা চমকপ্রদ। তাপসী সিপিএম ছেড়ে বিজেপির বিধায়ক হন। সম্প্রতি বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভায় এসে বিরোধী দলনেতার ঘরে বাকি বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে সময় কাটান। তারপর তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চ করেন এবং তারপর সোজা তৃণমূল ভবনে গিয়ে নাম লেখান ঘাসফুলে।

২০২১-এর নির্বাচনে বাংলায় ৭৭ বিজেপি বিধায়ক নির্বাচিত হলেও খসতে খসতে এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬৫। বিধানসভা ভোটের এখনও বছরখানেক দেরি। ততদিনে সংখ্যাটা আরও কমবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। রাজনীতিতে সততা, দায়বদ্ধতা, আনুগত্যের অত্যন্ত অভাব বলে এই সমস্যা। সিপিএম ছেড়ে বিজেপি, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে তৃণমূল- দৃষ্টান্ত অজস্র। এ যেন মিউজিক্যাল চেয়ার!

রাজনীতিতে দলবদলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ সৌজন্য ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। একদিন বিধান রায়ের অনুপস্থিতিতে জ্যোতিবাবু সরকারপক্ষের মুণ্ডপাত করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বিধানবাবু সভায় ঢুকেই তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ, আমি দেখে এসেছি। তুমি এখনই বাড়ি চলে যাও।' আবার বহু পরে জ্যোতিবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সৌজন্যের অজস্র গল্প আছে।

বাবুল সুপ্রিয় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবুলকে দেখেই তাঁর গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্য বজায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই গাড়িতে ওঠেন। তারপর ভিক্টোরিয়ার সামনে ঝালমুড়ি খান দুজনে। দশ-বারো বছর আগেও শাসক-বিরোধী পক্ষের এই সৌজন্য সম্পর্কের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

সভার মধ্যে পরস্পরকে আক্রমণে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়পক্ষ শালীনতা, শোভনীয়তা ছাড়াচ্ছে। যেটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এতে সৌজন্য বলে কিছু থাকছে না। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিরাট বাধা। হিন্দু ভোট টানতে কখনও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান।' কখনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে।' তৃণমূলের হুমায়ুন কবীর ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীরা আবার মুর্শিদাবাদে ঢুকতে না দেওয়া এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

হুমায়ুনকে অবশ্য দল শোকজ করেছে। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের মন্তব্যও। তৃণমূলের কিছু বিধায়কও সভায় এবং বাইরে অপরিষদীয় ও বিদ্বেষমূলক কথা বলছেন। অথচ অভব্য আচরণের অভিযোগে বিরোধী বিধায়কদেরই শুধু সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত সবসময় নিরপেক্ষ থাকে বলা যাবে না। সব মিলিয়ে বিধানসভার পরিবেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকছে না।

অথচ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব অনেক। তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। বাকসংযম থাকাও জরুরি। এ রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। সংবেদনশীল বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে মুখ খোলা দরকার। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সেই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব চোখে পড়ছে। শাসক-বিরোধী, দু'তরফেই একই সমস্যা। পরিষদীয় রাজনীতির মান নিম্নমুখী। অদূরভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, এমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত। -ভগবান

ঘুম নেই, ঘুম নেই নারীদের চোখে

নোটে স্বামীকে লিখেছেন স্ত্রী। 'তোমার জন্য রান্না রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।' ভাত নয়, এটা মহিলাদের চিতার ভস্ম।

মৌমিতা আলম

"আহার নিদ্রা ভয়, যতই বাড়াবে ততই হয়..."

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে, নানি সবসময় তাই বলতেন। তারপর জুড়ে দিতেন, 'মুই দশটা ছাওয়ার মাও, নিন্দিবার সারাজীবন সময়ে পাও নাই' - বলেই এক তৃপ্তির হাসি হাসতেন। যেন না ঘুমোতে পারাটাই তাঁর স্বাভাবিক ছিল, আর না ঘুমোতে পেরে তিনি এক মহান কাজ করেছেন! সবকিছুর মতো ঘুমও ত্যাগ করবে নারীরা-- পিতৃতন্ত্র নামক শোষণযন্ত্র আমার নানির মাথায় গুঁজে দিয়েছিল এই ধারণা।

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, শেষ কবে ভালো করে ঘুমিয়েছেন, আমি উত্তরের খোঁজে মাথা চুলকাব। তারপর হয়তো উত্তর দেব, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

শান্তির ঘুম ঘুমোনো সম্ভব কেমন করে! একজন একাকিনী মা, সঙ্গে রুটিরুজির জন্য যুদ্ধ- সময় দরিদ্রতার চরম শিকার আমি। চব্বিশ ঘণ্টার বিরামহীন যুদ্ধ। চোখে কালি, রিক্ত ক্লান্ত শরীর। না পাওয়া যায় আমার অনুপস্থিতিতে বাচ্চা দেখাশোনার প্রশিক্ষিত লোক, না আছে কাছেপিঠে তেমন কোনও বাচ্চা দেখার মতো সরকারি পরিকাঠামো। আর বড় বড় শহরে কিছু প্রতিষ্ঠান থাকলেও, সেসবের সুবিধে নিতে গেলে যা আয় করা দরকার, তাও করেন না বেশিরভাগ নারী।

আরএসমেড নামক একটি সংস্থা মানুষের ঘুম নিয়ে করা সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানিয়েছে, ভারতীয়রা প্রতি সপ্তাহে তিনদিন 'রেস্টোরেটিভ স্লিপ' থেকে বঞ্চিত। রেস্টোরেটিভ স্লিপ অর্থাৎ যা সহজ করে বললে বোঝায় গভীর ঘুম। যে ঘুম থেকে উঠে চনমনে লাগবে মন ও শরীর। আর প্রত্যাশামতোই এই সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে, পুরুষদের থেকে নারীদের ঘুম কম হয়। নারীরা পুরুষদের থেকে বেশি ঘুম সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন।

হরমোনাল সমস্যা, মেনোপজ নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তোলে। বিশ্বে মেনোপজ পিরিয়ডে থাকা ৪৪% নারী সপ্তাহে অন্তত তিনবার নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। নন-মেনোপজ মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা ৩৩%। সমীক্ষায় পড়লাম, ভারতে নিদ্রাহীনতায় ভোগার জন্য মহিলারা (১৭%) পুরুষদের (১২%) থেকে বেশি অসুস্থতাজনিত ছুটি নেন।

ভারতীয় পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও বাচ্চা দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব আজও নারীদের। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নারীদেরও মুক্তি নেই। টাইম ইউজ সার্ভে ২০২৪-এর সমীক্ষা (যা মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন প্রকাশ করে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) অনুযায়ী, নারীরা যখন বিনা বেতনের গৃহস্থালির কাজে সময় খরচ করে ২৮৮ মিনিট, পুরুষরা সেখানে খরচ করে ৮৮ মিনিট!

নব্য উদারীকরণের অর্থনীতিতে যখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, তখন বাড়ির অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা মেটাতে নারীকে বাইরে বেরিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবার আগের মতো বাধা হয়তো দেয় না। তবে বাইরে কাজ করছে বলে অফিস ফেরত নারীর হাতে কেউ চায়ের কাপ তুলে দেয় না। যেমন পরিবারের পুরুষটির ক্ষেত্রে হয়। বাড়ির সমস্ত কাজ, সন্তানপালনের দায়িত্ব সামলেই বাইরের কাজ করতে হয় নারীদের। আর এতে মানসিক চাপ বাড়ছে নারীদের। একেই কর্মস্থলের চাপ আর তারপর গৃহস্থালির চাপ।

আর মানসিক চাপ হল নিদ্রাহীনতার এক প্রধান কারণ। সারাক্ষণ ঘড়ির কাঁটা কানের সামনে টিকটিক করলে নারীরা ঘুমোবেন কখন? নারীরা আয় করছেন, কিন্তু খরচ করে কে? পরিবারের সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন তো পুরুষরা।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের অবস্থা আরও মারাত্মক। যাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মূলধারার আলোচনায়, তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। A Study On Problem Faced By The Women Workers In The Unorganised (construction) Sector In Trichy District, I Dec Special Issue ২০১৪)-এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয় বেশি। তাঁরা বাড়িতেও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন বেশি। এত চাপ নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা একটি নারীর সুখের ঘুম আসবে কী করে?

পরিবেশ দূষণ থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তুলছে। অত্যধিক গরমে এক ঝুপড়িতে থাকা নারী-- যাঁকে সকাল হলেই দু'ক্রোশ হেঁটে জলের খোঁজে বেরোতে হয় অথবা জলের লাইনে দাঁড়াতে হয়, কারণ পাশের নদীটির জল হয় দূষিত, নয় শুকিয়ে গেছে, তাঁর সারারাত কাটে অনিশ্চয়তায়। নিশ্চিন্ত ঘুমে নয়। এই গিগ ইকনমির যুগে, মেয়েদের কম ঘুমের জন্য বন্ধ্যাত্ব থেকে আলজাইমার্স রোগের শিকার হতে হচ্ছে বেশি করে। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাত ধরে শক্ত হচ্ছে কর্পোরেটদের একচেটিয়া আধিপত্য। সারাদিন কম পয়সায় শপিং মলে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা কর্মীর না আছে চাকরির নিশ্চয়তা, না আছে তার ন্যায্য অধিকার। তার আবার শান্তির ঘুম? পাঠক কল্পনা করুন।

আমরা প্রতিদিন শুনতে পাই, নারী ক্ষমতায়নের গালভরা শব্দ, নেতাদের ভাষণ। আমরা কন্যাসন্তানদের শেখাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে, আর্থিক স্বনির্ভর হতে। কিন্তু একজন নারী যখন বাইরে কাজে বেরোবেন, তাঁর জন্য যোগ্য পরিকাঠামো নির্মাণের কথা বলি না। আমরা আমাদের পুত্রসন্তানদের শেখাই না গৃহস্থালির কাজ। বাইরে এবং ঘরে – দু'ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠছেন নারীরা। ক্ষমতায়ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শোষণ।

মায়ের উপরেই ভারতীয় পরিবারগুলোতে ন্যস্ত বাচ্চা বড় করার দায়িত্ব। সেই মা বাচ্চা রেখে বাইরে কাজে বেরোলে বাচ্চা দেখবে কী? দরকার ক্রেশের। কিন্তু ক্রেশ কোথায়? কাগজে-কলমে কোথাও থাকলেও, বাস্তবে ক্রেশের উপস্থিতি নেই। এই ক্ষেত্রে বাইরে কাজ করতে যাওয়া নারীদের প্রথম ভরসা বাড়ির লোকজন বা আয়ামাসি। মা হওয়ার প্রথম কিছু বছর তো শুধুই ঘুমহীন রাত- মাতৃদুগ্ধ পান করানো থেকে বাচ্চার অসুস্থতা সামলানো।

ওই যে নানি বলতেন, মায়েদের ঘুম কীসের!

সব কর্মক্ষেত্রের মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ সমান নয়। কিছু কিছু রাজ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাইল্ড কেয়ার লিভ চালু হলেও, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পুরুষ বা পুরুষালি মানসিকতার ধারক-বাহক। সেখানে সিসিএল চাইতে গেলে মনে হয় ছুটি নয়, তাঁদের হৃৎপিণ্ড চাইছি। এই অভিজ্ঞতা যে কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা নারীর। পুরুষ সহকর্মী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে করেন মহিলা কর্মী বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন। না আছে আমাদের সমাজে পুরুষদের কোনও লিঙ্গসমতার পাঠ, না আছে জেন্ডার সেনসিটিভ মন।

পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখে পিতৃতন্ত্র, তা নারীদের অবস্থা জটিল করে তুলছে ক্রমশ। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার ক্ষমতায় আসার পর যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিপন্ন করে তুলেছে আমাদের দেশ থেকে ওই দেশে কাজ করা নারীদের। এইচওয়ানবি ভিসায় কাজ করা ডেটা সায়েন্টিস্ট জ্যোতি (নাম পরিবর্তিত) বলছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবসময় পারফরমেন্সের চাপ, একাকিত্ব তাকে নিদ্রাহীন রাখে বহু রাত। সে ভুগছে ফাইব্রোমেলজিয়া বলে এক রোগে। যে রোগের এক মূল কারণ চাপ।

কবে পারবে নারীরা একটু শান্তিতে ঘুমোতে? নাকি এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় শুধুই নারীদের ভবিতব্য গাজিয়াবাদের কেন্দ্রীয় স্কুলের শিক্ষক অন্বিতা শর্মার মতো? যিনি গত সোমবার আত্মহত্যা করে রেখে গিয়েছেন একটি দীর্ঘ সুইসাইড নোট। তিনি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, "চাকরিজীবী এক পরিচারিকা স্ত্রীর" রোল পালন করতে করতে। চাকরিজীবী গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রী চাইয়ের- পিতৃতান্ত্রিক দাবির শিকার অন্বিতা। স্বামীর উদ্দেশে তাঁর সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটা, পাঠক পড়ে দেখুন বারবার - "গৌরব কৌশিক, তোমার জন্য রান্না করে রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।" এটা ভাত নয়, এটা পিতৃতন্ত্রের জন্য বেড়ে রাখা মহিলাদের চিতার ভস্ম।

খেয়ে নাও পিতৃতন্ত্র প্লিজ।

(লেখক ময়নাগুড়ির শিক্ষক। সাহিত্যিক)

আজ

২০২২

অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি যন্ত্রসংগীতশিল্পী ভি বালসারা।

আলোচিত

ব্যাকরণ ঠিক রাখো। ভাষাটা শিখে যাবে। তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেত্রী। অভিষেক সেনাপতি। এব্যাপারে কারও কোনও সন্দেহ আছে? দিদিই অভিষেকের হাতে ব্যাটন দিয়েছেন। এখানে আসল তৃণমূল দলটা। মমতা বনাম অভিষেক নয়, মমতা ও অভিষেক।

- বাবুল সুপ্রিয়

ভাইরাল/১

সম্প্রতি অক্টোপাসকে হাঙরের পিঠে চড়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। বিস্মিত গবেষকরা। ওই অক্টোপাস সমুদ্রের নীচে থাকে। আর হাঙর থাকে ওপরে। কীভাবে অক্টোপাস হাঙরের পিঠে উঠল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে 'শার্কটোপাস'।

ভাইরাল/২

কুকুরছানাকে নিয়ে গাছে উঠে পড়ে বাঁদরটি। ছানাকে জাপটে ধরে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ভেবেছিল ছানার ক্ষতি করবে বাঁদর। কিন্তু কিছু পরে নীচে এসে বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেয়। অবাক নেটনাগরিকরা।

জনমন
জনমত

আইপিএলে টিকিটের দাম এত কেন

২০২৫ সালে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) ম্যাচগুলির টিকিটের মূল্য বেড়েছে, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সের কেকেআরের ম্যাচগুলির সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ৯০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৫০ টাকা বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ টিকিটের মূল্য ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে খেলা উপভোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ক্রিকেট সবসময় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সমানভাবে জনপ্রিয় এবং ইডেন গার্ডেন্সের মতো ঐতিহবাহী স্টেডিয়ামে খেলা দেখার ইচ্ছে সকলেরই থাকে। তবে টিকিটের উচ্চমূল্যের কারণে অনেকের পক্ষে সেই ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

কেকেআর কর্তৃপক্ষের উচিত টিকিটের মূল্য নির্ধারণে সাধারণ দর্শকদের আর্থিক সক্ষমতাকে বিবেচনা করা। টিকিটের মূল্য কমিয়ে বা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য খেলা দেখার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে। এতে স্টেডিয়ামে দর্শকের সংখ্যা বাড়বে এবং দলও সমর্থকদের থেকে আরও উৎসাহ পাবে। তাই টিকিটের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা উচিত, যাতে সবাই এই খেলা উপভোগ করতে পারেন এবং আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

বাঙালি মিষ্টির দোকান কমছে

শিলিগুড়িতে কয়েক বছর আগেও বাঙালি মিষ্টির ব্যবসার রমরমা ছিল। এখন বাঙালি মিষ্টির দোকান অনেক কমে গিয়েছে। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণই হোক কিংবা প্যাকেজিং- কোনওটাতেই বাঙালি মিষ্টির দোকান পেরে উঠছে না। নতুন প্রজন্ম মিষ্টি বিশেষ করে রসালো মিষ্টি একদমই পছন্দ করে না। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পছন্দ একাধিক অবাঙালি দোকানের মতিচুর লাড্ডু, কাজু বরফি, মিল্ক কেক ইত্যাদি। এইসব দোকান থেকে অনলাইনেও মিষ্টি ও নমকিন কেনা যায়।

বাঙালি দোকান মার খাচ্ছে আধুনিকীকরণের অভাবে আর সঠিক প্যাকেটজাত-পদ্ধতি না মানার জন্য। প্যাকেজিং একটা শিল্প। প্যাকেট ভালো না হলে বাসে, ট্রেনে বা বিমানে পরিবহণে বিরাট অন্তরায় তৈরি হয়।

অসীমকুমার ভদ্র, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আর কবে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের কাজ

পরিবেশগত বিষয়কে উপেক্ষা করে ভুটানে পরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায়। সবাই নিশ্চুপ।

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত কোনও আলোচনা সাম্প্রতিক সংসদ অধিবেশনে হয়নি। বিগত ইন্দো-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সভাতেও আলোচনার সূত্রায়ন হয়নি।

উত্তরবঙ্গের তিন প্রাক্তন সাংসদ তারিণী রায়, জিতেন দাস ও মিনতি সেন, এই বিষয়ে সংসদে একসময় প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক থাকাকালীন দেবপ্রসাদ রায় এই নিয়ে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। বর্তমান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই বিষয়ে বিধানসভায় ধারাবাহিকভাবে সরব। রাজ্য বিধানসভায় যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। রাজ্য থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করবে বলে জানা গেলেও এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ কর্মসূচি নেই।

ভারত সরকার ভুটানের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সেক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের শর্তাবলি কতদূর মানা হয়েছে, তা নিয়েও জিজ্ঞাসা আছে।

প্রসঙ্গগুলো যাঁদের যে স্থানে তোলা উচিত, তাঁরা নির্বাক! কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের ২০২৩-'২৪ এর রিপোর্টেরও কোথাও যৌথ নদী কমিশন স্থাপন করার ইঙ্গিত পর্যন্তও নেই। এই বছর ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের ৮৩তম সভায়ও এই প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনাও হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিও এখনও পর্যন্ত নির্বাক। ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের সপ্তম বৈঠকেও (৬ অক্টোবর ২০২৩) ফলপ্রসূ কোনও সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি। যা পরিস্থিতি, তাতে খুব সত্বর এই কমিশন গঠিত হচ্ছে না!

মাঝে মাঝে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনেকটা 'ললিপপ' দেখানোর মতো! এই বছরের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইন্দো-ভুটান নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দশম বৈঠকেও যৌথ নদী কমিশনের কোনও প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। ভুটানে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায়। যৌথ নদী কমিশন তৈরি হলে পরিবেশগত বিষয়কে যেভাবে উপেক্ষা করে ওই প্রকল্পগুলো গড়ে উঠছে, তা সম্ভব হওয়া কঠিন!

১৯৮০ সালে গঠিত ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র ৯১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে! এই নিয়ে সংসদে আওয়াজ কবে উঠবে? ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত ভারত ও ভুটানের মধ্যে ৩৬ হাইড্রো মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন বসানো গিয়েছে। পাহাড়ি নদীর অন্যতম বিশিষ্টতা 'হড়পা'। সেই তথ্য আদানপ্রদানেরও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৯-এর ইন্দো-ভুটান বন্ধুত্ব চুক্তি ও ১৯৫০-এর ইন্দো-নেপাল চুক্তিরও পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি নিয়ে সব দিক থেকে ভেবেই এগোতে হবে।

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন কবে বাস্তবতার মুখ দেখবে, তার কোনও ঠিক নেই! উত্তরবঙ্গের মানুষের 'জল-যন্ত্রণা'র নিদারুণ কষ্ট কবে ঘুচবে, কেউ জানে না! ড্রেজিং আর যত্রতত্র বাঁধ দিয়ে এই সমস্যা মিটতে পারে না। এই সহজ-সরল সত্যটি যথাযথভাবে বুঝে যত তাড়াতাড়ি যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়, ততই মঙ্গল!

(লেখক বানারহাটের স্কুল শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। উত্তর ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের দরবারি নৃত্য শৈলী ৪। মূল চারটি দিকের অন্যতম ৫। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। চাঁদ ৮। পেটের রোগের পক্ষে উপকারি শাকবিশেষ ৯। প্রয়াত, লোকান্তরিত ১১। সহায়তা, উৎসাহ ১৩। শরীর, বিশাল মোটাসোটা চেহারা ১৪। আকাশ, শূন্য ১৫। নয় ফোঁটাওয়ালা তাস।

উপর-নীচ : ১। কখন, কোনও সময়ে ২। কদম ফুলের মতো দেখতে মিঠাইবিশেষ ৩। বিয়েতে অর্থ ও যৌতুক দেওয়ার রীতি ৬। গল্প, উপন্যাস ৯। প্রভু, কর্তা ১০। কল্পিত, অবাস্তব ১১। মনের যা কাজ, ভাবনাচিন্তা ১২। চামড়ায় ছাওয়া এক ধরনের তালবাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৯৫

পাশাপাশি : ১। গলিঘুঁজি ৩। ধনিক ৫। তত্ত্বতালাশ ৭। জিগির ৯। তকমা ১১। বাজারদর ১৪। শতক ১৫। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। গলাবাজি ২। জিরাত ৩। ধলতা ৪। কপিশ ৬। লাজুক ৮। গিরিজা ১০। মাতব্বর ১১। বাগীশ ১২। রক্ষক ১৩। রসুই।

বিন্দুবিসর্গ

হাস্যকর-অবিশ্বাস্য, দাবি বিচারপতি ভার্মার

পোড়া টাকার স্তূপের ছবি প্রকাশ্যে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : গুদামঘরে পোড়া নোটের স্তূপ! সেই ছবি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। সঙ্গে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের তদন্ত রিপোর্ট। তারপরেও নিজের সরকারি বাসভবন থেকে টাকা উদ্ধারের কথা অস্বীকার করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা। তাঁর দাবি, তিনি পুরোপুরি নির্দোষ। আগুন লাগার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে ভোপাল গিয়েছিলেন। ছবিতে যে পোড়া নোটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। ওইসব টাকার বান্ডিল তিনি কোনওদিন দেখেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুদাম থেকে যে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নাকি বাড়ির কর্মীরাও বুঝতে পারেননি। গোটা ঘটনাকে 'ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি ভার্মা।

তিনি বলেন, 'আমাকে যেটা অবাক করেছে তা হল, পুড়ে যাওয়া নোটের একটি বস্তাও নজরে আসেনি। যেগুলি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলছি, আমার মেয়ে, ব্যক্তিগত সহায়ক বা বাড়ির কর্মীদের কাউকে এই তথাকথিত পোড়া নোটের বস্তা দেখানো হয়নি।' বিচারপতি আরও বলেন, 'আমার কর্মীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পাওয়া নোট সরানো হয়নি।' তাঁর কথায়, 'এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামঘরে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য।' স্পষ্টতই টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন তিনি বলেছেন, তাঁর সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

তিনি নিজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেও ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নগদ কাণ্ডের তদন্ত করেছেন তিনি। তাঁর রিপোর্টটি ইতিমধ্যে পোড়া নোটের ছবির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পুলিশ কমিশনার তাঁর ১৬ মার্চের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের নিরাপত্তাকর্মীর বয়ান অনুসারে, ১৫ মার্চ সকালে যে ঘরে আগুন লেগেছিল সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য পোড়া জিনিসপত্র আংশিকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার তদন্তে বাংলোর কর্মী, মালি এবং পূর্তকর্মীরা বাদে অন্য কোনও ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে আসেনি।... আমার মতে এ ব্যাপারে আরও তদন্তের প্রয়োজন।'

বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার গুদামে আগুনে পুড়ে যাওয়া নোটের বান্ডিলের সেই ছবি প্রকাশিত।

> এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য। আমার সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।
>
> **যশবন্ত ভার্মা**
> *দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি*

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজধানী শহরের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা ছবিগুলি সংগ্রহ করেছেন। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই কলেজিয়ামের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুসারে রিপোর্টটি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। এদিকে বিচারপতি ভার্মার বাড়ির কাছে আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে বেশ কিছু ৫০০ টাকার পোড়া নোট তাঁদের নজরে এসেছে বলে দাবি করেছেন জনাকয়েক সাফাইকর্মী। তবে সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যে লন্ডনে মমতা

ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে থাকছেন আজ

দুবাই থেকে লন্ডনগামী বিমানে মমতাকে কেক উপহার বিমান কর্তৃপক্ষের।

লন্ডন ও কলকাতা, ২৩ মার্চ : পৃথিবীর বৃহত্তম এয়ারবাস এ৩৮০ যখন লন্ডনের আকাশে প্রবেশ করছে তখন বাইরে তুমুল বৃষ্টি। তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির কাছাকাছি। রবিবার ভারতীয় সময় বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ হিথরো বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানের চাকা ছুঁল। শনিবার সন্ধ্যায় দুবাই হয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব গৌতম সান্যাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা পীযূষ পান্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে লন্ডন সফরে গিয়েছেন মমতা। সোমবার তিনি ভারতীয় হাইকমিশনের আমন্ত্রণে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে থাকা দেবী দুর্গার কপালে টিপও পরালেন মমতা। দুবাই বিমানবন্দরে লাউঞ্জে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন তাঁর চোখে পড়ে দুই গুজরাটি তরুণী মেহেন্দি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাচছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দফায় দফায় চলে সেলফি তোলার হুজুগ।

বণিকসভার বৈঠকেও মমতা যোগ দেবেন মঙ্গলবার। তাই সময় নষ্ট না করে বিমানে যাওয়ার সময় প্রতিটি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নেন। প্রয়োজনমতো ডেকে নেন মুখ্যসচিব ও শিল্পসচিবকে। প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে তিনি দফায় দফায় বৈঠকও করেন। আগামী সাতদিনের কর্মসূচিতে তিনি বুধবার একটি বাণিজ্য সম্মেলনেও যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' শীর্ষক আলোচনায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। শুক্রবার কলকাতার উদ্দেশে তিনি রওনা দেবেন। আগামী কয়েকদিন ঠাসা কর্মসূচিতে বাংলার শিল্প, বাণিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তুলে ধরা হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

হিথরো বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে বাকিংহাম প্যালেস। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেল। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীরা উঠেছেন। দুবাইয়ের লন্ডনগামী বিমানে ওঠার পর তাঁর সম্মানে একটি বিশাল কেক উপহার দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই কেক বিমানের অন্যান্য বিমানযাত্রীর মধ্যেও ভাগ করে দেওয়া হয়। দুবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। বিদেশ সফর থেকে লগ্নি টানাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে লন্ডনের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাঁদের দেওয়া প্রস্তাবগুলি বিমানেই খতিয়ে দেখেন মমতা। সেই মতো পদক্ষেপ করতে তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশও দেন।

কেরলে বিজেপি সভাপতি বদল

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মার্চ : বিধানসভা ভোটের একবছর আগে কেরলে সভাপতি পদে রদবদল ঘটালেন বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। কে সুরেন্দ্রনকে সরিয়ে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। রবিবার দলের কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সোমবার বিজেপির রাজ্য কাউন্সিলের বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।

আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি যাতে গোষ্ঠীকোন্দলকে দূরে সরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে পারে, সেজন্য আগাগোড়াই নতুন মুখের সন্ধানে ছিল গেরুয়া শিবির। যেহেতু সামনে বিধানসভা ভোট তাই এই পরিস্থিতিতে সভাপতি পদে রদবদলের ঝুঁকি নিতে চাইছিল না বিজেপি। কিন্তু শেষমেশ সেই ঝুঁকি নিয়ে মোদি-শা-রা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেরলে আপাতত সংগঠনকে এককাট্টা করাই তাঁদের লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, কেরলকে নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে ভিন্ন পরিকল্পনা কাজ করছে, সেটাও স্পষ্ট। রাজীব চন্দ্রশেখর সেই অর্থে বিজেপির কট্টর মুখ বলে কোনওদিনই পরিচিত ছিলেন না।

কর্ণাটক থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ গতবছর লোকসভা ভোটে তিরুবনন্তপুরমে কংগ্রেসের শশী থারুরের কাছে মাত্র ১৬০৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। কেরল বিজেপিতে বর্তমানে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে-একটি বিদায়ি সভাপতি কে সুরেন্দ্রনের নেতৃত্বাধীন এবং অপরটি বর্ষীয়ান নেতা পিকে কৃষ্ণদাসের নেতৃত্বাধীন। চন্দ্রশেখর এই গোষ্ঠীদুটির থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলেন।

ভার্জিনিয়ায় খুন বাবা-মেয়ে

রিচমন্ড, ২৩ মার্চ : মার্কিন মুলুকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল অনাবাসী ভারতীয় বাবা ও মেয়ের। ভার্জিনিয়ার অ্যাকোম্যাক কাউন্টির একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এক ব্যক্তি বচসার জেরে গুলি চালালে প্রৌঢ় বাবা (৫৬) ও তাঁর তরুণী মেয়ে (২৪)-র মৃত্যু হয়। ওই স্টোরের কর্মী ছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খোলার পরই এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জর্জ ফ্রেজিয়ার ডেভন ওয়ার্টন (৪৪) ওইদিন সকালে দোকানে আসেন মদ কিনতে। তিনি জানতে চান কেন দোকান রাতভর বন্ধ ছিল। এরপর তিনি বন্দুক বের করে বাবা-মেয়েকে তাক করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান প্রদীপ প্যাটেল। তাঁর মেয়ে ঊর্মি হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ অভিযুক্ত ওয়ার্টনের বিরুদ্ধে 'প্রথম ডিগ্রি হত্যা' সহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে মামলা দায়ের করেছে। ৬ বছর আগে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা।

সুশান্ত মৃত্যু মামলায় ইতি টানল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : অবশেষে যাবতীয় জট কাটল অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে। রাজপুতের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর সিবিআই দুটি পৃথক মামলা বন্ধের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। দুটি মামলার একটি ছিল 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা', অন্যটি 'ভুল ওষুধের প্রেসক্রিপশন' সংক্রান্ত। প্রথম মামলা পাটনার বিশেষ আদালতে এবং দ্বিতীয়টি মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে চলছিল। তদন্ত শেষে সিবিআই জানিয়েছে, 'আত্মহত্যার জন্য কাউকে দায়ী করার মতো কোনও প্রমাণ মেলেনি। ফরেন্সিক রিপোর্টে মেলেনি বিষ প্রয়োগ বা শ্বাসরোধের কোন ইঙ্গিতও।'

২০২০ সালের ১৪ জুন অভিনেতার মৃত্যুর পর তোলপাড় হয় গোটা দেশ। এরপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। আত্মহত্যা নয়, সুশান্তকে খুন করা হয় বলেই অভিযোগ জানান অভিনেতার বাবা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন সুশান্তের প্রেমিকা অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। সেই সময় হাজতবাসও হয় রিয়া ও তাঁর ভাইয়ের। শনিবার মুম্বই আদালতকে সিবিআই এই মামলার অন্তিম রিপোর্ট জমা দেয়। প্রাথমিকভাবে, মামলাটি আত্মহত্যা বলেই জানানো হয়েছিল। চূড়ান্ত রিপোর্টে সেটাই নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সুশান্তের মামলা বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই নিজের মক্কেল রিয়ার হয়ে সুর চড়ানোর পাশাপাশি সিবিআইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আইনজীবী সতীশ মানেশিন্ডে। তিনি বলেন, 'আমরা সিবিআইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা এই মামলার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে তারপর মামলাটি বন্ধ করেছে।' মানেশিন্ডে তীব্র নিন্দা করেন গণমাধ্যমের ভূমিকারও। তাঁর কথায়, 'সমাজমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে যে পরিমাণে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে তা ভয়াবহ।'

ওয়াকফ বিল সংবিধানের ওপর আঘাত কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে ভারতীয় সংবিধানের ওপর আঘাত বলে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। রবিবার দলের প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত সমাজের শতাব্দীপ্রাচীন সামাজিক সম্প্রীতির বাঁধনের ক্ষতি করার যে লাগাতার প্রয়াস বিজেপি করে যাচ্ছে, সেই রণকৌশলের অংশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিল সংবিধানের ওপর আঘাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপির রণকৌশলের অংশ হল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো এবং তাদের সম্পর্কে একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করা। এই বিল ভুলে ভর্তি।' ওয়াকফ বিল নিয়ে ইতিমধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। রমেশের অভিযোগ, ওই কমিটিতে নতুন বিল

নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনও আলোচনা করাই হয়নি। এমনটা সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী।

সংশোধিত বিলটি কেন ভুলে ভরা তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ বলেন, পুরোনো আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তির দেখভাল করার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল সেগুলির মর্যাদা, গঠনকাঠামো এবং কর্তৃত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের পদক্ষেপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি জানান, ওয়াকফের উদ্দেশ্যে কারা জমি দান করতে পারবেন তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়াশা তৈরি করার পাশাপাশি ওয়াকফের সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নীতীশের ইফতার আমন্ত্রণ নাকচ মুসলিম সংগঠনের

পাটনা, ২৩ মার্চ : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর ইফতার আমন্ত্রণ খারিজ করে দিল ইমারাত শাহরিয়া নামে একটি মুসলিম সংগঠন। ওয়াকফ সংশোধনী বিলে নীতীশ সমর্থন করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই সংগঠনটি। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় তাদের অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট। রবিবার পাটনার ১ নম্বর অ্যানে মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন নীতীশ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিধানসভার স্পিকার নন্দকিশোর যাদব প্রমুখ।

মুসলিম সংগঠনটির তরফে বলা হয়েছে, ২৩ মার্চের সরকারি ইফতারে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বিলে আপনার সমর্থনের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইমারাত শাহরিয়ার অভিযোগ, ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের যে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, সেটাই এখন আর মানছেন না তিনি। সংগঠনটি বলেছে, 'আপনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের কথা বলে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে এবং অসাংবিধানিক, বেআইনি একটি বিলে সমর্থন জানিয়ে আপনি আপনার নিজের অবস্থান বদলে দিয়েছেন।'

এদিকে ভোটকুশলী তথা জনসুরজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর তথা পিকে মুখ্যমন্ত্রীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তোপ দেগেছেন। এদিকে বিহারের নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার এবং এআইসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কৃষ্ণ আলাভারুকে নিয়ে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা।

সম্ভাল হিংসায় গ্রেপ্তার হলেন মসজিদের প্রধান

সম্ভাল, ২৩ মার্চ : আদালতের নির্দেশে গত ২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানে হামলা চালান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ২৯ জন পুলিশকর্মী ও বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার শাহি জামা মসজিদের প্রধান জাফর আলিকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

এর আগে তাঁকে একাধিকবার তদন্তকারীদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার হাজিরা এড়িয়ে যান জাফর আলি। শেষপর্যন্ত রবিবার হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাফা ছাড়তে চাপ প্যালেস্তিনীয়দের

গাজা, ২৩ মার্চ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের গাজার প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার সেই বার্তা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলল। রবিবার দক্ষিণ গাজার সবচেয়ে বড় শহর রাফার একাংশ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। বাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদ্রেই এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের সেনা রাফার তাল-আল-সুলতান এলাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গাজার উত্তরে নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে বলা হয়েছে।'

হামাসের সঙ্গে প্রথম পর্বের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে গাজায় সেনা অভিযানে গতি এনেছে ইজরায়েল। তাদের হামলায় গত এক সপ্তাহে ৬০০-র মারা গিয়েছেন। গাজার একমাত্র ক্যানসার হাসপাতালটিও ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

বিনা দোষে কাতারে আটক ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : কাতারে তিন মাস ধরে অমিত গুপ্ত নামে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছে। টেক মাহিন্দ্রার কাতার শাখার প্রধান ওই তরুণ গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, বিনা দোষে বন্দি করে রাখা হয়েছে অমিতকে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যোগাযোগ করেছেন বিদেশমন্ত্রক এবং কাতারের রাজধানী দোহায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও।

অমিতের বাবা-মা থাকেন গুজরাটের ভদোদরায়। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অমিত বহুজাতিক সংস্থা টেক মাহিন্দ্রার কর্মী। তিনি কাতারে বসবাস করছেন ২০১৩ সাল থেকে। আটক তরুণের মা পুষ্পা গুপ্ত জানিয়েছেন, গত ১ জানুয়ারি কোনও অভিযোগ ছাড়াই অমিতকে আটক করে সে দেশের পুলিশ। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত হেপাজতেই অমিত। অমিতের বাবা-মা ভদোদরার সাংসদ হেমাঙ্গ যোশির সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলেছেন।

পরিবারের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কাতারের এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন অমিত। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর ৪৮ ঘণ্টা কিছু খেতে না দিয়ে তাঁকে থানায় বসিয়ে রাখা হয়। কী কারণে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সে দেশের প্রশাসন স্পষ্টভাবে জানায়নি। অমিতের আটক হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর মা বলেন, 'কোম্পানির কেউ হয়তো কিছু করেছে, কিন্তু তিনি (অমিত) যেহেতু সংস্থার স্থানীয় প্রধান, তাই তাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

অমিতের স্ত্রী-ও কাতারেই থাকেন। অমিতের বাবা জানান, পুত্রবধূ কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছেন। ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করেছে।

কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির আটক হওয়ার বিষয়টি কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নজরে রয়েছে। দূতাবাস থেকে ওই তরুণের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রের আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আটক করা হয়েছে ওই তরুণকে। তবে মামলাটি কী নিয়ে এবং অমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, তা স্পষ্ট নয়।

যুগলের মৃত্যুতে খুলল সীমান্তের সেতু

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ : ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে যুক্ত করেছে কামান সেতু। দীর্ঘ ৬ বছর বন্ধ থাকার পর শনিবার খোলা হল সেই সেতু।

তবে সামরিক কারণে বা বাণিজ্যের জন্য নয়, সেতুটি খোলা হল লাশ পরিবহণের জন্য। ৫ মার্চ ঝিলম নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বাসগ্রানের এক তরুণ এবং কামালকোটের একজন তরুণী। জলের তোড়ে তাঁরা ভেসে যান। শেষপর্যন্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের চিনারি থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ ২টি ফেরত পেতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারতীয় সেনা। দু-পক্ষের আলোচনায় ঠিক হয় কামান সেতু দিয়ে দেহ ২টি ভারতে নিয়ে আসা হবে। সেই মতো এদিন কামান সেতুতে পাক প্রশাসনের তরফে দেহগুলি ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা।

চোকসিকে ফেরানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম মূল পান্ডা মেহুল চোকসিকে বেলজিয়াম থেকে ফেরানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই জালিয়াত বর্তমানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বেলজিয়ামের অন্তরীপে বাস করছেন। সেদেশের রেসিডেন্সি কার্ডও রয়েছে মেহুলের। বেলজিয়াম সরকার যাতে চোকসিকে প্রত্যর্পণ করে তার জন্য ভারত সরকারের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মাদকের দাবি সাহিল, মুসকানের

লখনউ, ২৩ মার্চ : জেল বড় কঠিন ঠাঁই। বাইরে যতটা খোশমেজাজে থাকা যায়, জেলের পাঁচিলের ওপারের পরিস্থিতি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। মিরাটে স্বামী সৌরভ রাজপুত হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত স্ত্রী মুসকান ও তার প্রেমিক সাহিল জেলের ভিতর পড়ে গিয়েছে মহাসংকটে। দু'জনই মাদকাসক্ত এবং জেলে থাকার পর থেকে তীব্রভাবে মাদকের জন্য আকুল হয়ে পড়েছে তারা। গাঁজার ছিলিমে টান দেওয়ার সুযোগ না পেলে খাবারদাবার মুখে তুলবে না বলে তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষকে।

দু'জনকেই আপাতত মিরাটের চৌধুরী চরণ সিং জেলা কারাগারের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, স্বাভাবিক হতে দুই অভিযুক্তের কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগবে। মুসকানের

পাশে নেই পরিবার, আইনজীবী চেয়ে আর্জি

পরিবারের অভিযোগ, সাহিলই তাদের মেয়েকে মাদক সেবনের পথে ঠেলে দিয়েছে।

জেল সুপার বীরেশরাজ শর্মা জানিয়েছেন, কারাগারে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সৌরভ হত্যায় অভিযুক্তদের। তাদের মাদক ছাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এরপর কাউন্সেলিং করা হবে।

অন্যদিকে পরিবার পাশে না থাকায় মামলা লড়তে সরকারি আইনজীবী চেয়ে আবেদন করেছে মুসকান। জেল সুপার জানিয়েছেন, জেল এক হলেও মুসকান এবং সাহিলকে আলাদা ব্যারাকে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'শনিবার মুসকান আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর ব্যারাকে ফোন করে যোগাযোগ করি। তখন তিনি আমাকে জানান, তাঁর পরিবার বিরক্ত। তাঁর হয়ে মামলা লড়বে না। তাই তাঁকে যেন সরকারের তরফে কোনও আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমরা আদালতে সেই কথা জানিয়ে একটি আবেদন পাঠিয়েছি। প্রত্যেক অভিযুক্তেরই আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

সুস্থ থাকুন

প্যারাসিটামল নিয়ে আতঙ্ক নয়

ভারতের ডিপার্টমেন্ট অফ ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে বহু সংখ্যক ওষুধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অবস্থায় অনেকের মনেই দ্বিধা দেখা দিয়েছে যে, প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যথা ও জ্বরে ব্যবহৃত নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং আপাত নিরাপদ প্যারাসিটামলও কী এই গোত্রের মধ্যে পড়ে? সেই দ্বিধার নিরসনে কলম ধরলেন জেনারেল ফিজিশিয়ান

ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য

সরকারের তরফে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন-এর (যেখানে বিভিন্ন উপাদানের ওষুধকে যুক্ত করে একটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়) যে তালিকা আছে সেখানে ৩৮ নম্বরে বলা হয়েছে, 'Fixed dose combination of Metoclopramide with systemically absorbed drugs except fixed dose combination of metoclopramide with aspirin/paracetamol.' (বমি কমানোর ওষুধ মেটোক্লোপ্রামাইড অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামলের সঙ্গে যৌগ ছাড়া অন্য সব ওষুধের ক্ষেত্রে যৌগ নিষিদ্ধ হয়েছে)। যাইহোক, যেসব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণের জন্য যে কেউ এই লিংকটি অনুসরণ করতে পারেন, বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে যাবেন – https://drugs.delhi.gov.in/drugs/banned-drugs.

প্যারাসিটামলের ইতিহাস

প্যারাসিটামল ওষুধটির (অণুটিরও বটে) জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে, ১৮৭৮ সালে এক আমেরিকান রসায়নবিদের হাতে। কোনও কোনও তথ্য থেকে অনুমান করা হয়, ১৮৫২ সালেই এ ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এক ফরাসি রসায়নবিদের হাতে। আবিষ্কারের গোড়া থেকেই এই সরল চেহারার অণুটি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি কারণে– (১) এটা এমন একধরনের ওষুধ যা কোনওরকম নির্ভরশীলতা তৈরি করে না, (২) জ্বর কমানোর ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য, (৩) স্বাভাবিক ডোজে ও সুস্থ শরীরে এর কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই, এবং (৪) মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ যথেষ্ট কার্যকরী।

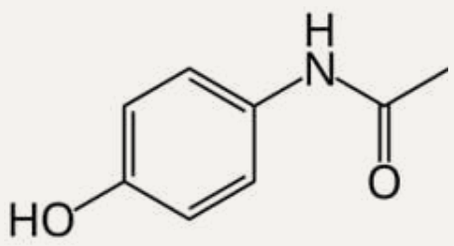

(প্যারাসিটামল অণুর গঠন)

সমগ্র বিশ্ব একে প্যারাসিটামল হিসেবে জানলেও আমেরিকায় এর নাম অ্যাসিটামিনোফেন। এই ওষুধকে মাইগ্রেনের ব্যথায় ব্যবহার করা যায়। ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন ধরনের টেনশনজনিত মাথাব্যথার উপশমকারী ওষুধ হিসেবে। ১৯৫০ সাল নাগাদ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকান থেকে বিপুল হারে এই ওষুধ বিক্রি শুরু হয়, কারণ সাধারণভাবে এ ওষুধের ব্যবহারে কোনও ক্ষতি নেই।

২০২২ সালের হিসেব বলছে, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি যেসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয় তার মধ্যে ১১৪তম স্থানে রয়েছে প্যারাসিটামল তথা অ্যাসিটামিনোফেন। ২০২০ সালে ৫০ লক্ষের বেশি প্রেসক্রিপশন হয়েছে ওষুধটির। এখানে প্রশ্ন উঠবে, সম্প্রতি এই ওষুধের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে হঠাৎ করে ভারতে শোরগোল উঠল কেন? এর সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কেন হঠাৎ করে এক-এক সময় 'মব লিঞ্চিং'-এর মতো গণ উন্মাদনা তৈরি হয়।

প্যারাসিটামল : বাস্তব, অতি কথা ও গণমানসিকতা

এটা খুব ভাসাভাসাভাবে বুঝতে গেলেও বায়োকেমিস্ট্রির সর্বজনবোধ্য সামান্য ধারণা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। নীচের ডায়াগ্রাম দুটো দেখা যাক।

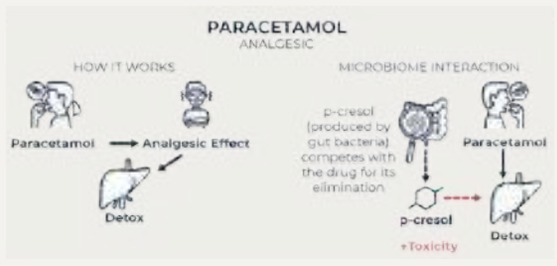

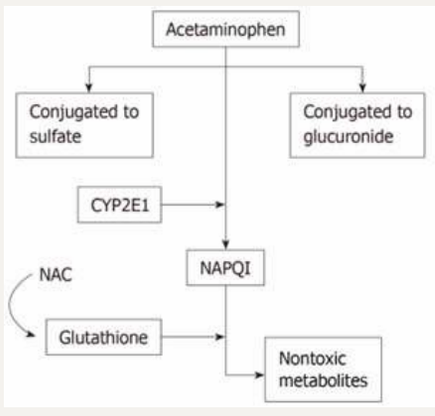

এই ডায়াগ্রাম দুটি থেকে সহজেই বোঝা যায়, শেষ অবধি ওষুধটি লিভারে গিয়ে 'নির্বিষ' হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় দুটি পথে– (১) সরাসরি লিভারের হস্তক্ষেপে, (২) আমাদের অন্ত্রে যে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব থাকে, তাদেরও এই 'নির্বিষ' হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার মান্য সংস্থা এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অতি দুর্লভ (হয়তো ১ কোটিতে ১ জন) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়– একধরনের ত্বকের রোগ (স্টিভেন-জনসন সিন্ড্রোম) হয় এবং টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস অর্থাৎ উপরি ত্বকের চামড়া খসে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ হেপাটোলজি (এপ্রিল, ২০২০)-তে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার অধিকারী যে কোনও মানুষ দিনে ৪ গ্রাম অবধি প্যারাসিটামল খেতে পারেন। যে ডোজে প্যারাসিটামল লিভারের চূড়ান্ত ক্ষতি করে সেই ডোজ হল ১৬ গ্রাম।

ফলে মাভৈ! প্যারাসিটামলকে অপরাধী করবেন না নিজের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অপরাধ আড়াল করার জন্য। তাহলে কী ক্ষতি হয় লিভারে? লিভারে অসংখ্য এনজাইম এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় যৌগ থাকে যেগুলো প্যারাসিটামলকে 'নির্বিষ' (ডিটক্সিফাই) করে। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষতিকারক প্যারাসিটামলের উপজাত পদার্থ রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ৯০ শতাংশ কিডনি দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। কিন্তু তার আগের নির্বীষকরণ প্রক্রিয়া চলে লিভারে। যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ একদিনে ১৬ গ্রামের আশপাশে প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলেন তাহলে কী হতে পারে? আমরা নীচের দুটি ডায়াগ্রাম দেখব।

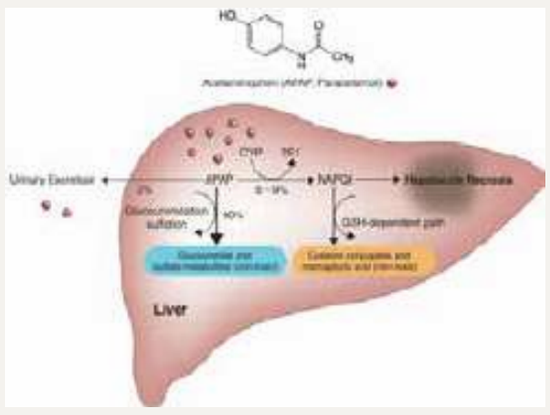

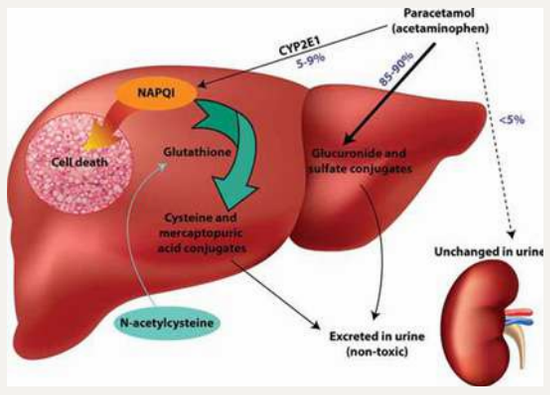

কিছু সতর্কবার্তা

কয়েক ধরনের ওষুধের সঙ্গে প্যারাসিটামলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। সে ব্যাপারে রোগীকে এবং তাঁর পরিজনকে সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে ডাক্তারবাবুকেও। এইসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে- (১) মৃগীতে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ, যেমন টেগ্রেটল, (২) যক্ষ্মায় ব্যবহৃত ওষুধ, যেমন রিফামপিসিন, (৩) হার্টের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ওয়ারফেরিন, (৪) অ্যালকোহল, এবং (৫) মিল্ক থিসল যা বিভিন্ন লিভারের অসুখে ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে বলব, দিনে ২ গ্রাম মাত্রার মধ্যে (কখনও ৪ গ্রাম অবধি) প্যারাসিটামল নিশ্চিন্তে খেতে পারেন, যদি আপনার অন্য কোনও রোগ না থাকে। অন্য কোনও রোগ থাকলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

জেন-জি'র মানসিক সুস্থতায় করণীয়

প্রায় সব বয়সের মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্য দায়ী পরিবর্তিত জীবনধারা। সমীক্ষা বলছে, এরমধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেন-জি। এখনকার তরুণ প্রজন্ম সাংঘাতিক চাপ, উদ্বেগ ও ডিপ্রেশনের সম্মুখীন, অনেকে বার্নআউটের অভিযোগও করে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক মাধ্যমে বুঁদ হয়ে থাকা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক তুলনা ও বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা জেন-জি'র মানসিক চাপের মহামারিকে যেন নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে চাপ ও দুশ্চিন্তা যে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, সে বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষাতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অবস্থায় জেন-জি'রা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের পাশাপাশি তাদের অনুভূতি, আবেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে পারে। যেমন –

জার্নালিং

নিজের চিন্তা, আবেগ, অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে সেরা উপায় জার্নালিং। সেইসঙ্গে আপনার ভাবনাকে আপনার মনের মতো করে কোনও ভয় ছাড়াই উপস্থাপন করার সহজ উপায় এই জার্নালিং বা লিখে রাখার প্রক্রিয়া। মানসিক সমস্যাজনিত উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে জার্নালিং, সেইসঙ্গে মেজাজও ভালো রাখে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত জার্নালিং উপসর্গ ট্র্যাক করে, ট্রিগারগুলো চিনতে এবং সেগুলো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এছাড়া নিজের সঙ্গে ইতিবাচক কথা বলতে, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা শনাক্ত করতে এবং সেগুলো দূর করতে সাহায্য করে জার্নালিং।

বই পড়া

বিভিন্ন ভালো অভ্যাসের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস অন্যতম, যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি ধ্যানমূলক কার্যকলাপ, যা একটি কাজে মনোনিবেশ রাখতে সাহায্য করে এবং স্ট্রেস কমায়। এছাড়া বই পড়া মনকে সৃজনশীল করে তোলে। ফলে আপনি যা পড়ছেন সেটা কল্পনাও করতে পারেন। এছাড়া ডিমেনশিয়া ও অ্যালজাইমার্সের মতো রোগের লক্ষণও কমাতে সাহায্য করে।

শরীরচর্চা

নিয়মিত ওয়ার্কআউট ও ব্যায়াম ডিপ্রেশন, উদ্বেগ, এমনকি এডিএইচডি'র উপসর্গেও গভীর এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মডারেট শারীরিক কার্যকলাপ স্ট্রেস কমাতে, স্মৃতিশক্তির উন্নতিতে এবং অনিদ্রা মোকাবিলায় সাহায্য করে। গবেষণা বলছে, শরীরচর্চা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেডিকেশনের মতো কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই হালকা থেকে মধ্যম মানের ডিপ্রেশনের চিকিৎসায় কার্যকরী। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

স্বাস্থ্যকর ও ঘরে তৈরি খাবার খান

অন্যান্য অঙ্গের মতো আমাদের মস্তিষ্কও আমরা যা খাই তাতে সাড়া দেয়। মস্তিষ্কের সুস্থতায় বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ও অন্যান্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়। যদি মস্তিষ্ক এইসব প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তাহলে সে যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে না। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জেন-জির বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। তারা জাংক ফুড, মিষ্টি জাতীয় খাবার, সোডা বেশি খায়। এই সবই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তাই সবথেকে ভালো ঘরে তৈরি এমন খাবার খাওয়া, যা ভিটামিন, ম্যাগনেসিয়াম, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ থাকবে। এই ধরনের খাবারে স্ট্রেস ও ডিপ্রেশনের উপসর্গের অনেকটাই উপশম হয়।

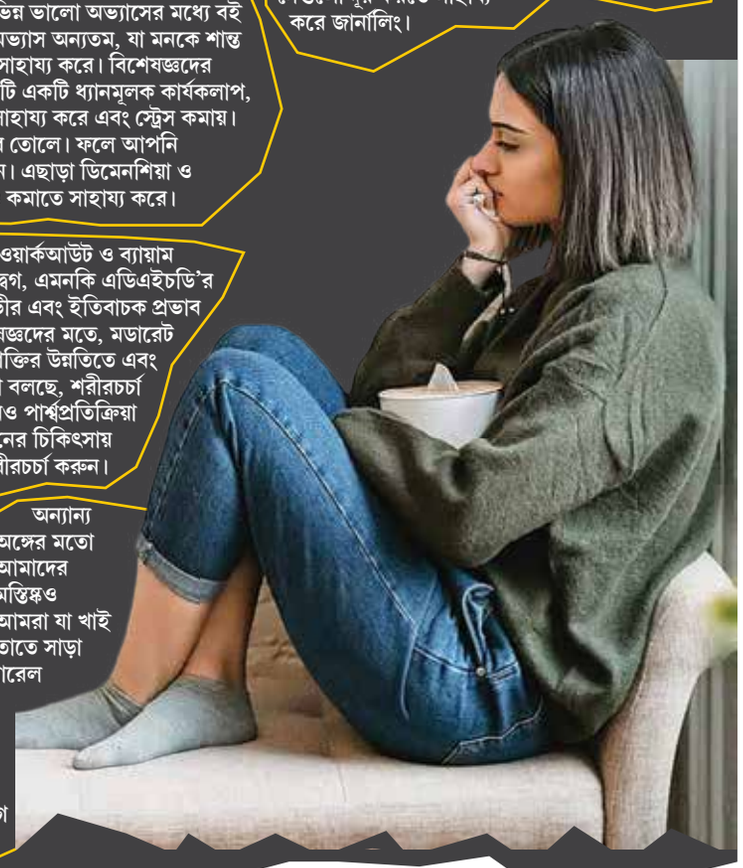

ভালোবেসে অতিরিক্ত তরমুজ নয়

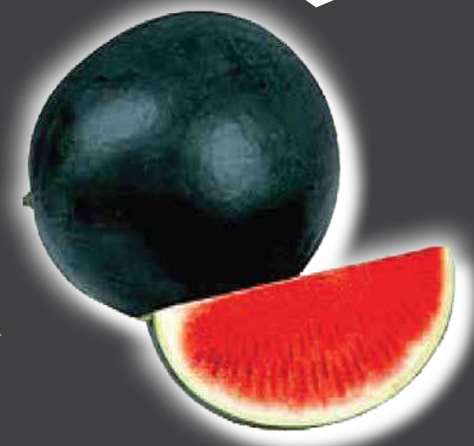

বাজার এখন তরমুজে ছেয়েছে। তরমুজ শুধু খেতে সুস্বাদুই নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, বি৬, সি, পটাশিয়াম, লাইকোপেন ও সিট্রুলিনের মতো উপাদান থাকে। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য তরমুজ আদর্শ খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। তরমুজের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও খুব বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। কারণ -

শরীরে অতিরিক্ত জল

বেশি তরমুজ খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে শরীর থেকে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। শরীর থেকে যদি এই জল বেরোতে না পারে, তখন নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে পা ফুলে যাওয়া, ক্লান্ত বোধ করা বা কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।

গ্লুকোজের স্তর বাড়ায়

যাঁদের ডায়াবিটিসের সমস্যা আছে, তাঁদের বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। তাঁদের রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তরমুজ। এটিকে স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭২। তাই ডায়াবিটিকরা নিয়মিত তরমুজ খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হৃদরোগ

তরমুজে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, যা শরীর ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তরমুজ খেলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে। এছাড়া হাড় ও মাংসপেশি শক্তিশালী হয়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় পটাশিয়াম শরীরে গেলে হৃদযন্ত্রে নানা সমস্যা যেমন অনিয়মিত হৃদস্পন্দন দেখা দিতে পারে, নাড়ির গতি কমে যেতে পারে।

যকৃতে প্রদাহ

যাঁরা মদ্যপান করেন তাঁদের তরমুজ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে তাঁদের যকৃতে প্রদাহ হতে পারে। এতে প্রচুর লাইকোপেন থাকায় অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রদাহ তৈরি করে। যকৃতে এ ধরনের প্রদাহ যথেষ্ট ক্ষতিকর।

হজমে গণ্ডগোল

তরমুজে প্রচুর জল ও ডায়েটারি ফাইবার থাকে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে হজমে গণ্ডগোল হতে পারে। বিশেষ করে ডায়ারিয়া, খাবার হজম না হওয়া, গ্যাসের মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। এতে চিনির যৌগ হিসেবে পরিচিত সরবিটল থাকে, যাতে গ্যাসের সমস্যা ও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

দেখভালের অভাবে অকেজো বাতি

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : দার্জিলিং মোড় পেরোনোর পর থেকে মহানন্দা সেতু পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের ডিভাইডারে পরপর বসানো হয়েছিল চল্লিশটিরও বেশি পথবাতি। সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে এই উদ্যোগ নেয় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই বাতিগুলোর অধিকাংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার পর সেখানে আর আলো জ্বলে না। যা দেখে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ তুলছেন শহরবাসী।

লক্ষাধিক টাকা খরচ করে পথবাতি বসানোর পর কেন দেখভাল করা হচ্ছে না, কেনই বা প্রশাসনের এমন উদাসীনতা জবাবদিহি চাইছেন তাঁরা। কথা হচ্ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী অজিত দাসের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'বছর দুয়েক আগে বাতিগুলো বসানো হয়েছিল। প্রথম প্রথম সন্ধ্যা নামলেই আলো জ্বলে উঠত। দেখে বেশ ভালো লাগত। তারপর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে অনেক স্তম্ভের বাতি জ্বলা বন্ধ হয়ে গেল।'

এসজেডিএ'র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে সম্ভব হয়নি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আশ্বাস দিলেন, 'আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।' শহর শিলিগুড়িতে সৌন্দর্যায়নের জন্য বাতি বসানো এবং তারপর দেখভালের অভাবে সেসব অকেজো হয়ে পড়ার উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। মূল সড়কের একপাশে ত্রিফলা বাতিগুলো বড় উদাহরণ।

বিশ্বজিৎ সরকার নামে এক শহরবাসীর কথায়, 'অবিলম্বে বাতিগুলোর সংস্কার না হলে কিছুদিন পর দেখা যাবে এক এক করে উধাও হচ্ছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে দুষ্কৃতীরা।' অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা।

জাল ওষুধ বিক্রির বিরোধিতা

ইসলামপুর, ২৩ মার্চ : জাল ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে এবার পথে নামলেন ওষুধ ব্যবসায়ীরা। রবিবার বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-এর তরফে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে বাস টার্মিনাসের সামনে পথসভা করে সংগঠনটি। জাল ওষুধ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে লিফলেট বিলি করা হয়।

বিসিডিএ-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ দাস বলেন, 'এদিন আমাদের রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। আমরা মানুষকে ব্যাচ নম্বর দেখে সঠিক জায়গা থেকে ওষুধ কেনার পরামর্শ দিচ্ছি। ওষুধ কেনার সময় দোকানদারের কাছ থেকে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'যদি ওষুধ খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে সেই বিল দেখে শনাক্ত করা যাবে। যদি কোনও ব্যবসায়ী জাল ওষুধ বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে আমরা বহিষ্কার করব।'

ইঞ্জিন থাকলেও নেই পর্যাপ্ত চালক

কর্মীসংকটে জেরবার দমকলকেন্দ্র

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৩ মার্চ : দমকলকেন্দ্রে তিন-তিনটি ইঞ্জিন আছে। চালকও আছেন তিনজন। কিন্তু ইসলামপুরের কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে শুধু একটি ইঞ্জিনকেই কাজে লাগানো যায়।

ইসলামপুর অগ্নিনির্বাপণকেন্দ্রের কেন এমন পরিস্থিতি?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এল চরম কর্মীসংকটের তথ্য।

একই সময়ে ইসলামপুরের একাধিক জায়গায় আগুন লাগলে তিনটি ইঞ্জিন থাকলেও দমকলের ভরসা মাত্র একটি ইঞ্জিন। কারণ ঘটনাস্থলে ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত চালকই নেই। ফলে এক জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে, সেই আগুন নিভিয়ে আরেক জায়গায় পৌঁছাতে দমকলের অনেক দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। দমকলকর্মীর অভাবের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার দিনের বেলা ইসলামপুরে একসঙ্গে চার জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফলে এক জায়গায় আগুন নেভাতে না নেভাতেই আরেক জায়গায় ছুটতে হয় দমকলের একটি ইঞ্জিনকেই। রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় দমকলকর্মীদের। সেদিন ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটপোখর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পাঁচটি পরিবারের বাড়ি সহ সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। পঞ্চায়েত থেকে তৈরি করা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। পঞ্চায়েত প্রধান জানিক হোসেনের বক্তব্য, সময়মতো দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমত।

দেরিতে পৌঁছানোর কারণ হিসেবে জানা যায়, সেই সময় দমকলের ইঞ্জিন গুঞ্জরিয়ায় আগুন নেভানোর কাজ করছিল। সেখান থেকে আগুন নিভিয়ে তারপর সেই ইঞ্জিন ভাটপোখর এলাকায় যায়।

কিন্তু দমকলে মোট তিনটি ইঞ্জিন থাকলেও অন্য ইঞ্জিন কেন সেখানে পাঠানো গেল না?

ইসলামপুরের হালহকিকত

- দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আছে। চালকও আছেন তিনজন
- তিন চালক তিন শিফটে কাজ করেন। ফলে প্রতি শিফটে মাত্র একজন করেই চালক থাকেন
- তিন শিফটে তিনটি ইঞ্জিনের জন্য ৯ জন চালক প্রয়োজন

ইসলামপুর অগ্নিনির্বাপণকেন্দ্রে মোট তিনজন চালক রয়েছেন। সেই তিনজন চালক ২৪ ঘণ্টায় তিন শিফটে কাজ করেন। ফলে এক সময় একজন চালকই দমকলকেন্দ্রে হাজির থাকেন। সেই সময় একাধিক জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে তাঁকেই ইঞ্জিন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াতে হয়। ফলে একই সময়ে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের খবর এলে ইসলামপুর দমকল কর্তৃপক্ষকে শিলিগুড়ি অফিসে জানাতে হয়। সেক্ষেত্রে গোয়ালপোখর অথবা নিকটবর্তী দমকলকেন্দ্র থেকে ইঞ্জিন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। দমকলের মতো এমন জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্মীসংকটের ঘটনা যথেষ্টই উদ্বেগজনক বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

ইসলামপুর অগ্নিনির্বাপণকেন্দ্রের ওসি সুধীর টোপ্পো অবশ্য কর্মীসংকটের কথা অস্বীকার করেননি। তাঁর কথায়, 'একসঙ্গে একাধিক জায়গায় আগুন লাগলে স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিন কোথাও না কোথাও দেরিতে পৌঁছাবেই। তার ফলে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় দমকলকর্মীদের।'

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে সমর চক্রবর্তীর স্মৃতিতে রবিবার অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করল 'উত্তরের পট'। ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এছাড়াও জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির শিল্পীদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এদিন। শিল্পীদের আঁকা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়। সংগঠনের দায়িত্বে থাকা চিত্রশিল্পী সুভাষ চট্টোপাধ্যায় জানান, পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচি চলবে।

সান্টা বান্টা ধাবার ১০-এ পা

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : সাফল্যের সঙ্গে ১০ বছরে পা দিল শিলিগুড়ির সেবক রোডের শালুগাড়ায় অবস্থিত সান্টা বান্টা ধাবা। রান্নার পদে বৈচিত্র্যের জন্য ইতিমধ্যেই পাহাড় এবং ডুয়ার্সে সুনাম অর্জন করে ফেলেছে। এমনকি নেপাল এবং ভুটান থেকে পর্যটকদের মধ্যে ধাবাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শালুগাড়ার পাশাপাশি মাটিগাড়া, রোহিণী, দার্জিলিংয়ের বাতাসিয়া লুপে আউটলেট খুলেছে সান্টা বান্টা ধাবার। এমনকি ডুয়ার্সেও রয়েছে আউটলেট। ধাবার কর্ণধার অভিষেক দত্ত বলেন, 'প্রথম শালুগাড়ায় এই আউটলেট খোলা হয়। তারপর ধীরে ধীরে নতুন আরও চারটি আউটলেট খুলতে সক্ষম হয়েছি আমরা।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধাবার ১০ বছর উপলক্ষ্যে প্রতিটি আইটেমে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। শালুগাড়ার পাশাপাশি সমস্ত আউটলেটে নর্থ ও সাউথ ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর থেকে শুরু করে নানা পদের বাঙালি খাবার মিলবে। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে মাছের রকমারি পদও শালুগাড়ার আউটলেটে মিলবে বলে জানিয়েছেন অভিষেক।

শোকজ কেন লাইসেন্স বাতিল নয়

নিয়ম ভাঙাই দস্তুর পাবে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : অবশেষে হুঁশ ফিরল পুলিশের? এবার কি তাহলে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা বন্ধ হবে? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের তৎপরতা অন্তত সদর্থক উত্তর দিচ্ছে।

এই প্রথম শহরে পাবের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ কমিশনারের লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে থাকা দুটো পাবের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল আবগারি দপ্তর। ইতিমধ্যে নোটিশ দিয়ে ওই সমস্ত পাবের প্রতিনিধিদের দার্জিলিংয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কেন লাইসেন্স বাতিল করা হবে না, কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে দপ্তর।

দিনতিনেক আগে দার্জিলিংয়ে আবগারি সুপারের দপ্তরে এই সংক্রান্ত শুনানি হয়। একই ইস্যুতে চলতি সপ্তাহে জেলা শাসকের কার্যালয়ে শুনানি হওয়ার কথা। সেখানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপার গৌতম পাখরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা একটা মামলা করে তদন্ত শুরু করেছি। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।'

বারবার বিভিন্ন কারণে অভিযোগের আঙুল ওঠে শিলিগুড়ি শহরের বার এবং পাবগুলোর দিকে। কখনও বেশি সময় খোলা রাখা, কখনও বা মদ্যপ অবস্থায় বেরিয়ে এসে ঝামেলা পাকানোর মতো ঘটনা ঘটে। অথচ অধিকাংশক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেয় না পুলিশ। মাটিগাড়ার ওই শপিং মলে থাকা পাবগুলোর বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশই আবগারি দপ্তরের অনুমতির ভিত্তিতে নেওয়া সময়ের পরেও খোলা থাকছে। সেখানকার একটি পাবে ঝামেলায় জড়িয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক তরুণ। সম্প্রতি ঝামেলা মেটাতে যাওয়া পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে মদ্যপরা।

আবগারি দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ১৪ ফেব্রুয়ারি আবগারি দপ্তর থেকে রাত দুটো পর্যন্ত পাব চালানোর অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, রাত ২টা ৪৫ মিনিটেও জমজমাট ছিল দুটো পাব। পুলিশের বিশেষ দল অভিযানে গিয়ে দেখে, নির্দিষ্ট সময়ের পরেও পাব খোলা। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাটি পুলিশের তরফে জানানো হয় আবগারিকে। এরপরই রুজু করা হয় মামলা। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ একটি রিপোর্ট পাঠায়।

সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে আবগারির নিয়ম ভেঙে সময় পেরোনোর পরও খোলা ছিল পাবগুলো। যার জেরে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে। পুলিশের কড়া রিপোর্ট পেয়ে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল পাবের প্রতিনিধিদের। সেইমতো শুক্রবার এক দফায় শুনানি হয়।

গণ্ডগোলের আখড়া মাটিগাড়ার পাব

৩১ ডিসেম্বর, '২৪ : মধ্যরাতে পাবে পার্টিতে গিয়ে ঝামেলায় জড়ায় কয়েকজন তরুণ। তিনতলার করিডর থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু একজনের

১২ জানুয়ারি, '২৫ : মদ্যপানের পর মহিলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ। মধ্যরাতে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে কিছু তরুণ

১৪ ফেব্রুয়ারি : রাত দুটো পর্যন্ত পাব খোলা রাখার অনুমতি ছিল, আড়াইটা পেরোলেও বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ

১১ মার্চ : মধ্যরাতে পাব থেকে মদ্যপান করে বেরিয়ে শপিং মলের ক্যাম্পাসে বচসায় জড়ায় কয়েকজন। বাধা দিতে গেলে পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর

- সিপির লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে মাটিগাড়ার শপিং মলের পাবের বিরুদ্ধে তদন্ত
- নোটিশ দিয়ে পাবের প্রতিনিধিদের দার্জিলিংয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ
- দিনতিনেক আগে দার্জিলিংয়ে আবগারি সুপারের দপ্তরে এই সংক্রান্ত শুনানি হয়
- চলতি সপ্তাহে জেলা শাসকের কার্যালয়ে শুনানি হওয়ার কথা
- সেখানেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে

জনসংযোগে ভোটের গন্ধ

বাগরাকোটে একই দিনে পথে নামলেন গৌতম-শংকর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : একচুল জমিও ছাড়া যাবে না প্রতিপক্ষকে। বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। তাই কোনওরকম ফাঁক রাখতে নারাজ যুযুধান দুই দল। গৌতম দেব ঘুরে যাওয়ার পর একই এলাকায় জনসংযোগে এলেন শংকর ঘোষ। রবিবারের ঘটনা।

প্রায় এক দশক আগেকার কথা। ভোটের প্রচারে এসে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে একপায়ে ফুটবল নাচিয়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া। প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক সেবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। সেই খবর সুভাষপল্লির রুদ্রেশ্বর ভবনে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জোগাড় করে সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্য বল নিয়ে ছোটেন তাঁর বাড়ির কাছে সূর্যনগর মাঠে। কিছুক্ষণ খেলেন। ঘটনাটি ২০১৬ সালের। শিলিগুড়ি বিধানসভা দখলের লক্ষ্যে ফের ময়দানে দুই নেতা। তবে টিকিট তাঁরা আদৌ পাবেন কি না, সেই নিশ্চয়তা নেই এখনও পর্যন্ত।

মেয়র পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচি শুরু করেন গৌতম। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দু'দিন করে জনসংযোগে বের হচ্ছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন কাউন্সিলারকে। শনি ও রবিবার মিলিয়ে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছিলেন। যা দেখে অনেকেই বললেন, নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন মেয়র।

জনসংযোগে গৌতম দেব ও শংকর ঘোষ। রবিবার।

এক ঢিলে দুই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে এভাবে। অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি ভোট নিয়ে আমজনতার মনোভাব বুঝতে চাইছেন তিনি।

এদিন গৌতম স্থানীয় কাউন্সিলার অভয়া বসু সহ বাকিদের নিয়ে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরাকোট ও সংলগ্ন এলাকায় যান। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর কথায়, 'আমরা মানুষের কাছে যাব। বছরদুয়েক আগে থেকেই শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১১ সাল বাদে কোনওবারই জিততে পারেনি জোড়াফুল শিবির। মেয়র হিসেবে গৌতমের পরিচিতিকে কাজে লাগাতে এবার তাঁকে টিকিট দিতে পারে শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও সবটা এখনও জল্পনার পর্যায়ে।

এদিন শংকরও বাগরাকোটে যান। ওয়ার্ডবাসীর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি স্থানীয় একটি হিন্দিমাধ্যম বিদ্যালয়ের সামনে জমে থাকা জঞ্জাল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। এবারও তাঁর পদ্ম শিবিরের টিকিট পাওয়া নিয়ে সম্ভাবনা উজ্জ্বল। গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ওমপ্রকাশ মিশ্র ও সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্যকে অনায়াসে হারিয়ে বিধায়ক হন তিনি। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যে ভালো নয়, সেটা বিলক্ষণ জানেন শংকর। তাই নির্বাচনের প্রায় বছরখানেক বাকি থাকলেও প্রতিপক্ষকে জমি ছাড়তে চাইছেন না তিনি।

পরিদর্শনের পর বিধায়ক তোপ দাগেন, 'নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই হয় না। মেয়রকে এসব দেখতে হবে। আমি বাগরাকোটে গিয়ে বেশ কয়েকটি সমস্যা দেখলাম। অভিযোগ শুনলাম। তবে এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।' মেয়র তাঁর মতো- বার্তা দিলেন বিধায়ক।

গ্রেপ্তার চার, অস্ত্র উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে কিশোর সংঘ মাঠ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত রেজ্জাক ইসলাম, নসিদুল আলম, বিকাশ দোরজি এবং মহম্মদ রাজু যথাক্রমে মোড় বাজার, পোড়াঝাড়, ডুয়ার্স এবং জোড়পাকড়ির বাসিন্দা।

অভিযোগ, জনা দশেক ব্যক্তি ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল সেখানে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করত সামর্থ্য হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ চলছে। ধৃতদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নামসংকীর্তন

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : শিলিগুড়ির দুর্গাদাস কলোনির রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নামসংকীর্তন ও সৎসংঘের আসর বসেছিল। সেখানে আলোচনায় অংশ নেন জলপাইগুড়ির চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিশির মণ্ডল, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

আলিপুরদুয়ারের রবীন্দ্র মঞ্চে সচেতনতামূলক শিবির।

স্মাইল ট্রেইন ও আনন্দলোকের উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো, ২৩ মার্চ : স্মাইল ট্রেইন ও আনন্দলোক হসপিটালের যৌথ উদ্যোগে ক্লেফট লিপ ও ক্লেফট প্যালেট (মুখের তালু কাটা ও ঠোঁট কাটা) নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। আলিপুরদুয়ার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র মঞ্চে এই শিবিরটি হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার ৪৫০ জন আশাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্লেফট লিপ ও ক্লেফট প্যালেট মূলত নিউট্রিশনের অভাবে হয়ে থাকে। অনেকসময় আবার জেনেটিক সমস্যাও থাকে। আশাকর্মীদের সঙ্গে এই রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। কারও মধ্যে রোগটি দেখা দিলে যাতে তাকে সরাসরি আনন্দলোক হসপিটালে পাঠানো হয়, এই বিষয়ে আশাকর্মীদের জানানো হয়। বিনামূল্যে আনন্দলোকে এর চিকিৎসা হয়। রবিবার ক্লেফট রোগ থেকে সেরে ওঠা এক খুদে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। উপস্থিত ছিলেন স্মাইলের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডাঃ নীলা ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দলোক হসপিটালের এমডি ডাঃ সুশান্তকুমার রায় সহ জেলার অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

শিল্প দেখার সুযোগ শিলিগুড়ি আর্ট ফেয়ারে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : মহকুমা পরিষদের উলটোদিকে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বসেছিল ভুটিয়া মার্কেট। রংবেরংয়ের গরম জামার পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। শীত গিয়েছে। ভুটিয়া মার্কেট উঠে গিয়েছে। সেই একটুকরো ফাঁকা জমিতে রংয়ের ছোঁয়া কিন্তু রয়েই গিয়েছে। সৌজন্যে শিলিগুড়ি আর্ট ফেয়ার।

কেবল শিল্পচর্চা করলেই তো হবে না, উপার্জনও তো করতে হবে। শিল্পীদের এই প্রাথমিক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই গতবছর থেকে শুরু হয়েছে এই উদ্যোগ। আয়োজক, নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতবছরের দারুণ সাফল্যের পর এবার দ্বিতীয় বছরেও নজর কাড়তে আবার আর্ট ফেয়ারের আয়োজন করেছে তারা।

ছুটির বিকেলে আর্ট ফেয়ারে উপচে পড়ল ভিড়। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার শিল্পীদের নিয়েই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২০ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই মেলা চলবে। প্রায় ৪০টিরও বেশি স্টল রয়েছে। সন্ধে নামতেই সেই মেলায় ভিড় জমাচ্ছেন শহরের বাসিন্দারা। আয়োজক সংগঠনের সম্পাদক সুজয় মিত্র বললেন, 'আমরা বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছি, প্রচুর মানুষ আসছে।'

এভাবে আর্ট ফেয়ার দেখতে খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না শহরবাসী। তাই এই মেলার আয়োজনে খুশির হাওয়া শিল্পপ্রেমী মহলে। মেলায় ঢুকতেই দেখা গেল শিল্পীদের দিয়ে নিজের ছবি আঁকাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকে। আবদার মেনে শিল্পীরাও হাসিমুখে তাঁদের ছবি আঁকতে ব্যস্ত। স্টলগুলোয় ঘুরলেই চোখে পড়বে হাতে আঁকা ছবি।

রবিবার বিকেলে একমনে সেই ছবি দেখছিলেন লিপি পাল। বললেন, 'এমন মেলা তো খুব একটা হয় না। কত ছবি এখানে।' বিক্রিও হচ্ছে টুকটাক। যেমন রংটং স্টেশনের আঁকা একটি ছবি দেখিয়ে লিপি বললেন, 'ওটা নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।'

ছবির পাশাপাশি হাতে তৈরি অলংকার, কোস্টার, পুতুল, বুকমার্ক, ফোটোফ্রেম, ঘরসজ্জার জিনিস আরও নানা সামগ্রীর পসরা রয়েছে সেখানে। মেলায় চলছে নানা অনুষ্ঠানও। জলপাইগুড়ির শিল্পী শুভ্রনীল রায় স্টল দিয়েছেন এখানে। বললেন, 'এবছর প্রথম স্টল দিলাম। রোজ যাতায়াত করছি জলপাইগুড়ি থেকে। তবে তাতে সমস্যা নেই। বেশ ভালো লাগছে। কিছু ছবি বিক্রিও হয়েছে। আশা করি আরও হবে।' শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ল্যান্ডস্কেপ, ফুল, ঠাকুরের ছবি বেশি বিক্রি হচ্ছে। ঘর সাজাতে এসবই বেশি কিনছেন শহরবাসী।

শিলিগুড়ির শিল্পী পৌলোমী সেন বলছিলেন, 'শিলিগুড়ির মানুষের মধ্যে ছবি কেনার ঝোঁক কম। যদিও এমন মেলার আয়োজন বেশি বেশি করে করা যায়, তাহলে হয়তো সেই ঝোঁক বাড়বে। আগের বছর ভালো সাড়া পেয়েছিলাম। এবছরও পাব বলেই আশা করছি।'

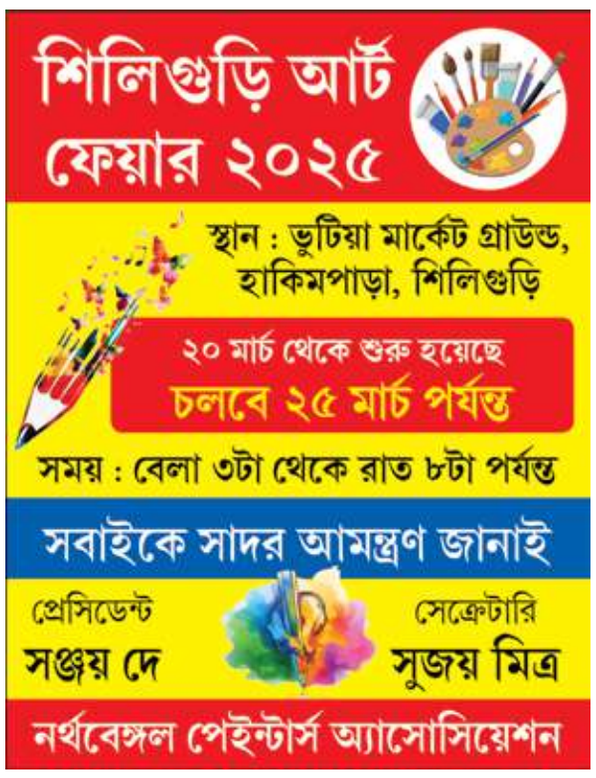

সাফারি পার্কে আসছে সিংহী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ: শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে নয়া অতিথি। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্কে একটি সিংহী আনা হচ্ছে বলে খবর। ২১ মার্চ রাজ্য জু অথরিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অরণ্য ভবনে জানিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি হাওড়ার ডিয়ার পার্ক থেকে দুটি ফিশিং ক্যাট (মেছো বিড়াল) পাঠানো হচ্ছে কোচবিহারের রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানায়। দুটির ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অরণ্য ভবন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই সিংহী শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী ফোন ধরেননি, এসএমএসেরও জবাব দেননি।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে একজোড়া সিংহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই সিংহ এবং সিংহীর নাম নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। এমনকি সিংহীর নাম পরিবর্তন নিয়ে মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয়েছে নাম। এরপর সিংহীর ফলস প্রেগন্যান্সিও হয়।

সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়া সিংহকে জনসমক্ষে আনার প্রক্রিয়া চলছে ঠিকই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি। পাশাপাশি এনক্লোজারের কাজও চলছিল। সেকারণে এতদিন সিংহ জুটিকে প্রকাশ্যে আনা যায়নি।

এদিকে, সিংহীর হরমোনাল ট্রিটমেন্ট চলায় প্রজনন হচ্ছে না। যে কারণে রাজ্য জু অথরিটি আরও একটি সিংহীকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। বাঘের মতো সাফারি পার্কে সিংহের সফল প্রজননের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে প্রবেশের অপেক্ষায় দর্শনার্থীরা। রবিবার। -সূত্রধর

কী পরিকল্পনা

- আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে পার্কে একটি সিংহী আনা হচ্ছে
- ২১ মার্চ রাজ্য জু অথরিটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে অরণ্য ভবনে চিঠি
- হাওড়ার ডিয়ার পার্ক থেকে দুটি মেছো বিড়াল আসছে রসিকবিলে
- দুটি ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে

অযত্নে পড়ে জলপাইগুড়ির পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স। -সংবাদচিত্র

পড়ে নষ্ট হচ্ছে পুর অ্যাম্বুল্যান্স

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা কম। তার ওপর জলপাইগুড়ি শহরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে পুরসভার হাতে থাকা তিন-তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স। পুরসভার স্যানিটারি বিভাগ ও পুর ভবনের সামনেই ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা। তবে এসব নিয়ে পুর প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। তবে অ্যাম্বুল্যান্স বিকল থাকার কথা মানতে না চাইলেও চালক নিয়ে যে সমস্যা আছে, তা মেনে নিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

জলপাইগুড়ি শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি বেশ কিছু নার্সিংহোমও রয়েছে। ফলে রোগীর চাপ থাকে সব সময়েই। কিন্তু শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় রোগীর তুলনায় অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা কম। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি পুরসভার হাতে থাকা তিন-তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স পড়ে থাকায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কারণ রোগীকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পৌঁছে দিতে রোগীর পরিজনদের বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য বেশি টাকা খরচ করতে হয়। সব মিলিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। তবে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অ্যাম্বুল্যান্সও রোগীদের পরিষেবা দেয়।

অভিযোগ যাই থাকুক না কেন পুরসভার কর্মীদের বক্তব্য, পুরসভা এখনও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে। দুটি অ্যাম্বুল্যান্স আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কাজ করছে। তবে কিছু কারণে বাকি তিনটির পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। সব অ্যাম্বুল্যান্স বন্ধ থাকার অভিযোগ ঠিক নয়।

সমাজকর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্সগুলো ঠিকঠাক পরিষেবা দিলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। যে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে, সেগুলো ঠিক করালে মানুষ সুলভ মূল্যে পরিষেবা পাবেন।'

পাণ্ডাপাড়ার বাসিন্দা শ্রীবাস চক্রবর্তীর যুক্তি, 'হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সের চাহিদা বেশি থাকায় অধিকাংশ সময়ই তা পাওয়া যায় না। তখন আমাদের বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ওপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স নিলে ১০০০-১২০০ টাকার কমে পরিষেবা পাওয়া যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। সেক্ষেত্রে পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স যেভাবে করোনাকালে পরিষেবা দিয়েছিল, সেই পরিষেবা পুনরায় চালু করলে ভালো।'

অবশ্য জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের বক্তব্য, 'শেষ বোর্ড মিটিংয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবক'টি অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করবে। আমাদের বাজেটে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সদর্থক সিদ্ধান্ত নেব। গাড়িগুলোতেও কোনও সমস্যা নেই। চালক নিয়োগের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পমূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পান, সেদিকটাও আমরা খেয়াল রাখছি।'

সাধারণ মানুষ অবশ্য পুরসভার আশ্বাসে ভরসা করতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন, পুরসভা যদি সত্যি বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে পুনরায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু করবে, তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

বৈষ্ণবনগরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত ৩

মোথাবাড়ি ও বৈষ্ণবনগর, ২৩ মার্চ : সামনেই ইদ। তাই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ। ফরাক্কা স্টেশন থেকে তাঁকে নিয়ে বাইকে রওনা দেন দুই বন্ধু। সেখানেই ঘটে গেল অঘটন। বাড়ি ফেরা হল না কারও। রবিবার সকালে ১৮ মাইলের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিন বন্ধু। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তাঁদের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না।

মৃতরা হলেন, সাবির আলাম(২২), রমজান শেখ (২২) ও সাদিকুল ইসলাম(২৪)। প্রত্যেকের বাড়ি মোথাবাড়ির মেহারাপুর নতুন পাড়ায়। সাবির ছ'মাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। রমজান এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। সাদিকুল ইসলামও পরিযায়ী শ্রমিক। কিছুদিন আগে বাড়ি এসেছেন। ইদ উপলক্ষ্যে এদিন বাড়ি ফিরছিলেন সাবির। তাঁকে আনতেই সাদিকুল ও রমজান হেলমেটহীন অবস্থায় বাইক নিয়ে ফরাক্কা স্টেশনে যান। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এখনও প্রচারের শীর্ষে। তবু তাতে যে আদপে কর্ণপাতই করছে না কেউ, এই দুর্ঘটনা যেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণবনগর থানার ওসি বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'এত দুর্ঘটনা ঘটছে কিন্তু একশ্রেণির তরুণ কিছুতেই ট্রাফিক নিয়ম মানছে না। ফলে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে। ওরা রং রুটে, হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছিল।'

মৃত রমজানের বাবা সাদিকাতুল ইসলামের শোক, 'আজ ভোর ৪ টায় উঠে রান্নাবান্না করেছি। তারপর খেয়েদেয়ে রোজা রাখি। ছেলেটা হঠাৎ বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুকে নিয়ে ফিরে আসছি। কিন্তু এক ঘণ্টা পর ও নয়, মর্মান্তিক খবরটা এল।' তার আফসোস, 'এত করে বললাম হেলমেট পরে বাইক চালা। কিন্তু কখনও সেটা শোনেনি। হেলমেট পরলে হয়তো ছেলেটা বেঁচে যেত।' আইএনটিটিইউসির কালিয়াচক-২ ব্লক সভাপতি মহম্মদ ফারুক আবদুল্লার আশ্বাস, মৃতদের মধ্যে যে ভিনরাজ্য থেকে আসছিল, তার নাম নথিভুক্ত আছে। তার পরিবার সবরকম সুযোগসুবিধা পাবে। বাকি দুজনের পরিবারকে সাহায্য করবে শ্রমিক সংগঠন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

ময়নাগুড়ি ও বানারহাট, ২৩ মার্চ : ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির উল্লাডাবরি এলাকার মহাসড়কে। মৃতের নাম রাখি দে (৩২)। তাঁর বাড়ি খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরে। অন্যদিকে, বাইক ও ছোট চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ১০ জন। এদিন বিকেলে বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানের চৌপথিতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আত্মবলিদান দিবস

চোপড়া, ২৩ মার্চ : সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে রবিবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার ও হাপতিয়াগছ এলাকায় ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব সূত্রে জানানো হয়েছে, দিনটি পালনের পাশাপাশি আগামী ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে আলোচনা সভাও করা হয়।

রঙ্গোলি বিহু উৎসব গুয়াহাটিতে। রবিবার। - পিটিআই

হট এয়ার বেলুন

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : সিকিম রুরাল ট্যুরিজম মিটের দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। এদিন পরীক্ষামূলকভাবে হট এয়ার বেলুন চালু করা হয়। মূলত গ্রামীণ পর্যটনকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই আয়োজন। সেখানে হট এয়ার বেলুন পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী সিকিম সরকার। সম্প্রতি সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে বাঞ্জি জাম্পিংও।

এই পরিণতি

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড ভারতে এসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর আমেরিকা নজর রেখেছে বলে বিবৃতি দেওয়ায় চাপে পড়েছে ঢাকা। সম্প্রতি সুর নরম করে ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার বার্তা শোনা গিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে।

আগামী মাসের ২-৪ তারিখ বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউনূস বৈঠক করতে চান বলে ঢাকা থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে নয়াদিল্লিকে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া বা সম্মতি জানায়নি।

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

তুফানগঞ্জ, ২৩ মার্চ : সাতসকালে বেপরোয়া গতির তাণ্ডব তুফানগঞ্জে। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সেই গতির বলি হলেন এক প্রৌঢ়। রবিবার ভোরে কামারপট্টি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তারাই গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সাতসকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নামে। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, দুর্ঘটনায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভির ক্যামেরার সূত্র ধরে গাড়িটি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। একইসঙ্গে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ পথে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজেশ্বর শর্মা (৫৭)। বাড়ি তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপট্টিতে। অন্যদিনের মতো এদিনও তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়ে ছিলেন। সে সময় পাশ দিয়ে আসা একটি ভারী গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে সেখানে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের ভাইপো সন্তোষ শর্মা জানান, রাস্তায় হইচই শুনে বেরিয়ে এসে দেখি কাকার নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। দেহ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ। মৃতের প্রতিবেশী রবি শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাত ১১টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাটি দিয়ে বেপরোয়াভাবে ট্রাক, লরি, ডাম্পার চলাচল করে। সকাল ছ'টা পর্যন্ত এই দৌরাত্ম্য চলে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে দৈনিক অগণিত মানুষ যাতায়াত করেন। গাড়িগুলির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নজরদারি ও টহল জরুরি।'

এদিন দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় মানুষজন রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁরা ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন। এর জেরে ওই সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজট সৃষ্টি হয়। এ পথে দুর্ঘটনা রোধে স্থানীয় বাসিন্দারা স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি মেনে কিছুক্ষণ পর তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি ওই পথে ব্যারিয়ার বসানোর ব্যবস্থা করেন। এরপরই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

সাতসকালে এমন ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রানিরহাট বাজার মোড়ে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর মেলে। ঘটনায় দুই বাইকের চালক বা আরোহী কেউ তেমন গুরুতর জখম না হলেও অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান তাঁরা। সব মিলিয়ে শহরের রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী তথা প্রবীণ নাগরিকরা।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলীপ দে বলেন, 'ডাক্তারের পরামর্শে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন শহরের রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই বুঝি বেপরোয়া কোনও গাড়ি পিষে দিয়ে চলে যাবে। পথ নিরাপত্তা বাড়াতে পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া জরুরি।'

কাজে ইস্তফা

প্রথম পাতার পর

৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতল ভবন পড়ে রয়েছে। এমনিতেই চিকিৎসকের অভাবে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালানো যাচ্ছে না। তার মধ্যে রেলের জমিতে নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার জন্য এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) চাইছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। দুর্গাগুড়ি এলাকা সহ বেশ কিছু জায়গায় রেলের ফাঁকা জমিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করতে চাইছে পুরনিগম। সব মিলিয়ে ৩৩টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দল বিজেপি। আগে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু রয়েছে সেগুলি ভালো করে চালানো হোক বলে দাবি তাঁদের। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'কেন্দ্রের টাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু চিকিৎসক তো নিয়োগ হচ্ছে না। আগে চিকিৎসক নিয়োগ তো করুক। তারপর রেলের জমিতে নতুন করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করুক।'

গুমরে মরছে

প্রথম পাতার পর

তাদের যা উদ্যোগ সেগুলো মূলত পাহাড় ও ডুয়ার্সকেন্দ্রিক। এর বড় কারণ হয়তো, যেভাবে পাহাড়ের ওপর কংক্রিটের নির্মাণ ও জঙ্গল কেটে রিসর্ট তৈরি করে তাঁরা লাভবান হবেন সেভাবে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা থেকে খুব একটা অর্থসমাগম হবে না।

যাই হোক যেভাবে উত্তরবঙ্গের আর পাঁচটি জেলাকে পর্যটন মানচিত্রে তোলা গিয়েছে, সমগুরুত্ব দিয়ে প্রচেষ্টা করলে বাকি পাঁচ ভাইবোনের মতো মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকেও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ভ্রমণের গন্তব্যস্থল করে তোলা যেত। এমন তো নয় যে পর্যটকরা শুধুমাত্র পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত স্থানেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যান। রুক্ষ মরুভূমি বা সমতলেও পর্যটক যান যদি সেই জায়গা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদি প্রদানের দ্বারা পর্যটকগণকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তোলা যায়। এর জন্য অবশ্যই দরকার প্রচার ও প্রসার। আর এই প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই যখন জায়গাটির মাহাত্ম্য অর্থাৎ গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভব।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কথাই ধরা যাক। এক বাণগড় ছাড়া এই জেলার বাইরের কোনও ব্যক্তি আর অন্য কোনও ভ্রমণ স্থানের নাম বলতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান যা আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন প্রান্তিক জেলা বলেই এই অবস্থা। সেটা ভুল নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সর্বাধিক অংশ রয়েছে গঙ্গারামপুরে। তারপরেও এখনও অবধি বাণগড়কে কেন্দ্র করে তৈরি হল না কোনও সংগ্রহশালা। সেটা হলে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মূর্তি সহ প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যেত আরও ভালোভাবে। একটি সংগ্রহশালা পর্যটনের জন্য অনেক সম্ভাবনা তৈরি করে। বহু পর্যটনস্থলে আমরা শুধুমাত্র সংগ্রহশালা দেখতেই ভিড় করি। এছাড়াও রয়েছে পঞ্চরথ মন্দির, বিরূপাক্ষ বাণেশ্বর মন্দির, আতাশাহের দরগা, কালদিঘি ও ধলদিঘি প্রভৃতি। এগুলো সব গুরুত্বের বিচারে এক একটি পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত। মালদা জেলাতেও এরূপ প্রচুর ঐতিহাসিক স্থাপত্য রয়েছে যেগুলো অল্প হলেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে প্রচারিত হয়েছে এবং পর্যটক যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর একেবারেই পিছিয়ে রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় একটি ঐতিহাসিক মূর্তি বা ইট পাওয়া গেলেও সেখানে গড়ে ওঠে পর্যটনকেন্দ্র। নেতা, মন্ত্রীরা কে কার আগে সেখানে পৌঁছোবেন তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অথচ আজও বাণগড় অসংরক্ষিত (দেখভালের দায়িত্বে কেউ নেই) স্থান হবার কারণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পেছনে বড় কারণ হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঠেলাঠেলি। একে অপরকে শুধু দোষারোপ করে দায় সারছে আর ভোটের মুখে নির্বাচনি ললিপপ হিসেবে বাণগড়কে ব্যবহার করছে। বারবার শুনছি বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজ হচ্ছে না এবং খননকার্য শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরিদর্শনের পরেও বাণগড়ের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি।

সবমিলিয়ে পর্যটনের প্রসারে ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের মধ্যেই কার্যত দুয়োরানির দশা দুই দিনাজপুর এবং মালদা জেলার। সুধীজনেরা এবার এগিয়ে এসে একটু আওয়াজ করুন, যাতে নেতা ও প্রশাসনের বাবুদের কানে সেই শব্দ পৌঁছায়।

ঘোলা জল

প্রথম পাতার পর

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মীরা দাবি করেছেন। রবিবার ডাবগ্রাম ইউনিটের ভালভ অপারেটর পূর্ণ বর্মন বলেন, 'ইউনিটের ফিল্টারের সামগ্রী পরিবর্তন করার জন্য জল ঘোলাটে হচ্ছে। তবে এদিন জলের ঘোলাটে ভাব অনেকটা কমে গিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে জল সম্পূর্ণ পরিস্রুত মিলবে।' তাঁর সংযোজন, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দুইবার করে জল পরিস্রুত করা হচ্ছে। তারপর সেই জল সরবরাহ করা হচ্ছে।'

বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'মঙ্গলবারের মধ্যে যদি জলের সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে ইউনিটে তালা বন্ধ করে দেব। সাধারণ মানুষ দারুণ সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা আসবেন বলেও আসেন না। এরপর সবটা জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।'

গঠিত দলে

প্রথম পাতার পর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে রবিবার সেই আপত্তি জানিয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সংবিধানের প্রস্তাবনার খসড়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানকে একই বন্ধনীতে রাখা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। সংবিধানের আগের প্রস্তাবনাই থাকা দরকার। ওই অভ্যুত্থানকে সংবিধানের অন্যত্র বা তফশিল অংশে রাখা যেতে পারে।

মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

প্রথম পাতার পর

কিছু মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য ভুগতে হচ্ছে সকলকে।

আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা কবিতা দাম তো বলেই ফেললেন, 'আমাদের এলাকাতেও এমন ফাঁকা জায়গা রয়েছে। যেখানে আবর্জনার ঢিপি জমে গিয়েছে। তা ঠিকঠাক পরিষ্কার তো হয়ই না। তার ওপর সেখানেই অনেকে আবর্জনা ফেলে চলে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে পুরনিগমের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে সাধারণ মানুষকেও দায়িত্বশীল হতে হবে।' হাকিমপাড়ার অরুণ মজুমদারের কথায়, 'ফাঁকা জমিতে কাউকে আবর্জনা ফেলতে বারণ করলে শোনেন না। রাতে সকলের চোখের আড়ালে এসে আবর্জনা ফেলে যান অনেকে। বেশি বলতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার জমে থাকা আবর্জনা থেকে অনেক রোগ ছড়াতে পারে। এ বিষয়ে পুরনিগমের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও বিষয়টা বুঝতে হবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'যেসব ফাঁকা জায়গার মালিকদের খোঁজ পাওয়া যায়নি, সেই জায়গাগুলোতে বোর্ড বসানো হচ্ছে। ফাঁকা জায়গায় যাতে এভাবে কেউ আবর্জনা না ফেলেন, সেজন্য অনুরোধও করা হচ্ছে। তবে কর্মসূত্রে বা ব্যবসার কাজে শহরের বাইরে থেকে আসা অনেকে এমন কাজটা বেশি করছেন বলে মনে হচ্ছে।'

মেরিকো কাঁটায় সংকটে

বীরপাড়া, ২৩ মার্চ : তরাই ডুয়ার্সে মেরিকো টি কোম্পানি পরিচালিত চা বাগানগুলিতে অসন্তোষ বাড়ছে। এজন্য 'দায়ী' শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি এবং স্টাফ, সাব-স্টাফদের বকেয়া বেতন। মাঝে মাঝেই কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা থানা ঘেরাও, গেট মিটিং করছেন। ওই কোম্পানির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বাগানগুলিতে ৩ থেকে ৫টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। বান্দাপানি, ডিমডিমা, বীরপাড়া বাগানে বারবার কাজ বন্ধ করছেন শ্রমিকরা। এতে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে তৃণমূল এবং তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। কারণ রুগ্ন ও বন্ধ বাগানগুলির 'মসিহা' হিসেবে মেরিকোকে তুলে ধরার পিছনে তৃণমূলের 'অবদান' মনে রয়েছে চা বলয়ের। আর বিরোধীরা সেকথা, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগও ছাড়ছে না।

তৃণমূলের চা শ্রমিক নেতারা এখন সাফাই দিচ্ছেন, লিজ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ব্যাংক ঋণ না মেলায় বাগান চালাতে হিমসম খাচ্ছে মেরিকো। অবশ্য মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। ধুমচিপাড়া, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, তুলসীপাড়া, বীরপাড়া, বান্দাপানির মতো বাগানগুলিতে কোথাও ৪টি, কোথাও ৩টি করে পাক্ষিক মজুরি বকেয়া চা শ্রমিকদের। পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অনুরাধা তলোয়ার বলছেন, 'একটি সংস্থাকে এতগুলি বাগানের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু সংস্থাটি বাগান ঠিকঠাক পরিচালনা করতে পারছে না।'

মাদকের নেশায় উড়তা উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

গ্রাম ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। খাইরুল ইসলাম, রাহিনুল হক এবং আবু আজাদ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা তিনজনেই কোচবিহারের বাসিন্দা।'

ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। অসমের শিলচর থেকে আনা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ মাদক। পরিকল্পনা ছিল, সেই ইয়াবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে গোপন সূত্র মারফত এই খবর পৌঁছে যায় এসটিএফের কাছে। চালকের বসার আসনের নীচে গোপন কুঠুরি নজরে আসে তদন্তকারীদের। সেখান থেকে গোলাপি, কমলা ও সবুজ রংয়ের চার প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২,৬৯০ টাকা।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের ছক বানচাল করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পুলিশ।

শনিবার রাতে হিলিতে একটি বাসে অভিযান চালিয়ে ৩০ প্যাকেট ইয়াবা সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল মিঠুন সরকার ও রঞ্জিত দাস। দুজনেই হিলি থানার পূর্ব রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা। হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস জানিয়েছেন, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মাদক আসছে এমন খবরের ভিত্তিতে রাতে বক্সিগঞ্জ এলাকায় হানা দেওয়া হয়। বাসে বাসে তল্লাশি চালানোর সময় একটা বাসে দুজনকে ধরা হয়। তাদের কাছে ৭০০ গ্রাম ইয়াবা মিলেছে। ৩০টি প্যাকেটে থাইল্যান্ডে তৈরি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার পিস ট্যাবলেট ছিল। ধৃত দুজনের কাছে আরও বেশ কিছু ইয়াবা ছিল, যেগুলো হিলি আসার পথে জায়গায় জায়গায় হস্তান্তর হয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় এই মাদক বিক্রির টাকা দেশবিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তরের আলু চাষে গাঢ় হচ্ছে লোকসানের ছায়া

ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : রাজ্য সরকার সহায়কমূল্য বেঁধে দিয়েছে কেজি প্রতি ৯ টাকা। অথচ মাত্র ৭ থেকে সাড়ে ৭ টাকা কেজি দরে সাদা জ্যোতি আলু বেচতে বাধ্য হচ্ছেন উত্তরের কৃষকরা। গত বছর এই সময়ে ১২ থেকে ১৪ টাকায় আলু বিক্রি হয়েছিল। যার তুলনায় এবারে দাম প্রায় অর্ধেক। একদিকে যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও অসম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে উত্তরবঙ্গের আলুর চাহিদা পড়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনই স্থানীয় বড় আড়তদার ও মজুতদারদের আলু কেনার অনীহাকেও অনেকে আলুর পড়তি বাজারদরের কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন। মোটের ওপর দাম পড়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন লাখ লাখ আলুচাষি।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের তরফে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, চলতি মরশুমে আলুর অতিরিক্ত ফলন না হলেও গতবারের তুলনায় তেমন ঘাটতি নেই। তবে গতবছর দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলোতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে বিশাল পরিমাণ আলু কিনেছিলেন দক্ষিণবঙ্গের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। এবার রাজ্যের দক্ষিণ অংশে আলুর ফলন ভালো হওয়ায় উত্তরের আলুর চাহিদা তলানিতে।

পাইকার ও ফড়েদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে গত বছর দক্ষিণের জেলাগুলোয় যে পরিমাণ আলু গিয়েছিল, এবার তার সিকিভাগ চাহিদাও নেই। একইভাবে দেশের সবথেকে বড় আলু উৎপাদক অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ, আগ্রা, কানপুরের মান্ডিগুলোয় আলুর অধিক ফলন ও সেখানকার গ্রেড করা বাছাই আলু অসম সহ উত্তর-পূর্বে রপ্তানিও একটা বড় কারণ। উত্তরপ্রদেশের গ্রেডেড আলু প্রায় সমান দামে পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জমি থেকে প্যাকেট করা নন-গ্রেডেড আলুর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না উত্তর-পূর্বের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। ফলে লোকসানের আশঙ্কায় উত্তরবঙ্গের মজুতদাররা আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'লগ্নি ফেরার ঝুঁকি সহ নানা কারণে ব্যবসায়ীরা আলু কেনায় আগ্রহী নন। কৃষকরাও বর্তমান দরে আলু বেচতে চাইছেন না। শুধু রাজ্য নয়, এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গে আলুর দর সবথেকে কম।'

গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে, সরকারি দর ঘোষণা এবং আলু কেনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও বাস্তবে আলু না কেনা। দাম পড়ে যাওয়ায় বিক্রির বদলে হিমঘরে আলু মজুত করতে চাইছেন কৃষকরা। তবে যাঁরা চাষের জন্যে ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা সেই সুযোগও পাচ্ছেন না। ফলে এককথায় অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন একাংশ আলুচাষি। এনিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বাম কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'কাগুজে নির্দেশিকা এবং জটিল পদ্ধতিতে আটকে না থেকে সরকার সমবায়গুলির মাধ্যমে নিজেদের ঘোষিত দরে সরাসরি চাষির থেকে আলু কিনুক। আলুচাষিদের ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে এপ্রিলের গোড়া থেকেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে ঝাঁপাব আমরা।'

আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী এক-দুই সপ্তাহে বাইরে আলুর চাহিদা এবং স্থানীয় স্তরে দাম না বাড়লে, হিমঘরে আলু মজুতের চাহিদা তুঙ্গে উঠতে পারে। তার জেরে বন্ডের হাহাকার হওয়ার সম্ভাবনাও ওড়ানো যাচ্ছে না। হিমঘর ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমান আলু ঢোকার গতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জেলার সমস্ত স্টোর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। এর মাঝে কিছুটা হলেও দাম পাচ্ছেন যাঁরা লাল হল্যান্ড আলু চাষ করেছেন। বর্তমানে লাল হল্যান্ড আলু ১০ থেকে ১১ টাকায় বিক্রি করছেন কৃষকরা। তবে সেই চাষ মোট উৎপাদনের তুলনায় এতটাই কম, যার নিরিখে লোকসান সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সবটা মিলে তলানিতে ঠেকা চাহিদা ও পড়তি দরে উত্তরের আলু চাষে লোকসানের ছায়া ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে।

ধূপগুড়ির এক জমি থেকে আলু তুলে বস্তাবোঝাই করা হচ্ছে। রবিবার।

জয়ের শপথ নিয়ে নাইটরা গুয়াহাটিতে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : রাতটা হতেই পারত তাঁদের। শেষবারের চ্যাম্পিয়নদের দুর্গে শুরুটা খারাপ হয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু তারপরই আচমকা ছন্দপতন।

ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। যার শেষটা প্রায় মধ্যরাতের ইডেন গার্ডেন্সে যখন হল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য হসপিটালিটি বক্সের বারান্দায় দেখা গেল গোমড়া মুখের শাহরুখ খানকে। সাধারণত ম্যাচ শেষের পর তিনি মাঠে নামেন। গতরাতের ইডেনে বাজিগর আর মাঠে ঢোকেননি। বরং হসপিটালিটি বক্স থেকেই হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিং খান দেখিয়েছিলেন তাঁর ক্যারিশমা। বাইশ গজের যুদ্ধে তাঁর দল তেমনটা করে দেখাতে পারল না। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হেরে আজ দুপুরের বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। বুধবার সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

সেই ম্যাচের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে এখন নানা অঙ্ক, সমীকরণ ও জল্পনা। দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা, তা নিয়েও বিস্তর আলোচনাও চলছে। ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতা ভুলে আগামীর লক্ষ্যে নয়া শপথগ্রহণের কাজটা গতরাতে কেকেআর সাজঘরেই হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত পজিটিভ ভাবনা নিয়ে সামনে তাকানোর ডাক দিয়েছেন। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোও একইভাবে রাহানেদের চাঙ্গা করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচের হার ভুলে সামনে তাকাতে হবে পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে। আইপিএলের দীর্ঘ মরশুমে এমন ওঠাপড়ার মুহূর্ত অনেক আসবে। তোমাদের সবকিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।' কোচ চান্দু স্যর অধিনায়ক রাহানে ও সুনীল নারায়ণের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন। নাইটদের সামনে তাকানোর লক্ষ্যে বলেছেন, 'হতে পারে ভালো শুরুর পরও প্রথম ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে যায়নি। কিন্তু তার জন্য হাল ছাড়লে চলবে না। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে।'

ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে নাইট শিবিরে। গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রাহানে স্পিন সহায়ক পিচের প্রতি তাঁর পছন্দের কথা জানিয়েছিলেন। যার পালটা হিসেবে ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবি-র ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর হ্যাঁ, ইডেনে যেমন পিচ হয়, আগামীদিনেও তেমনই থাকবে।' ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারের পরই কেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে পিচ নিয়ে অজুহাতের পথে হাঁটলেন, তা নিয়েও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। সাধারণত, রাহানে এমন মন্তব্য করেন না। কেন করলেন, সেটাই অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে।

আজ বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছোনোর পর থেকেই কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের নজর ছিল টিভির দিকে। আরও স্পষ্ট করে বললে, রাজস্থান বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের দিকে। কারণ, বুধবার গুয়াহাটিতে সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়ালদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বিপক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে রাজস্থান হেরে গেলেও ২৮৭ রানের লক্ষ্যে সঞ্জু, ধ্রুব, সিমরন হেটমেয়ারদের বিস্ফোরক ব্যাটিং নিশ্চিতভাবেই চিন্তা বাড়াবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের।

কলকাতা বিমানবন্দরে আজিঙ্কা রাহানে ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। রবিবার।

> ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবির ক্রুণাল পান্ডিয়া, সূযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন।
>
> **-সুজন মুখোপাধ্যায়**
> *ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটার*

ঈশান বিস্ফোরণে সূর্যোদয়

> দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কি পাবে না এই নিয়ে ভাবতে যেও না।
>
> **-ঈশান কিষান**

আইপিএলে সর্বাধিক দলগত স্কোর

রান	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
২৮৭/৩	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২০২৪
২৮৬/৬	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রাজস্থান রয়্যালস	২০২৫
২৭৭/৩	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	২০২৪
২৭২/৭	কলকাতা নাইট রাইডার্স	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪
২৬৬/৭	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৮৬/৬
রাজস্থান রয়্যালস-২৪২/৬

হায়দরাবাদ, ২৩ মার্চ : জোফ্রা আর্চারকে ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি।

দলের সাজঘরে দিকে তাকিয়ে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিলেন। শতরানের পর একেবারে 'ভিকট্রি ল্যাপ'। এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে হেলমেট নিয়ে ৩০ গজ বৃত্তে কার্যত একপাক দৌড়। ঈশান কিষানের সেঞ্চুরি সেলিব্রেশনের পরতে পরতে আগ্রাসী মেজাজের প্রতিফলন!

স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, জবাবি ম্যাচে এক ঢিলে একঝাঁক পাখি মারার আস্ফালন। সেটাই ঝরে পড়ল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের নায়ক ঈশানের শরীরী ভাষাতে।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও ছাঁটাই। এবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। বাড়তে থাকা চাপটা এক ঝটকায় অনেকটা ঝেড়ে ফেললেন হায়দরাবাদের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই মেগা লিগে নিজের পয়লা নম্বর সেঞ্চুরিতে।

৪৫ বলে শতরান। ৪৭ বলে অপরাজিত ১০৬। পকেটসাইজ ডিনামাইট ঈশানের ১১টি চার ও হাফডজন ছক্কায় সাজানো আতশি ইনিংস ভাগ্য গড়ে দেয় ম্যাচের। জোফ্রা আর্চার (৭৬/০), মহেশ থিকশানা (৫২/২), সন্দীপ শর্মারা (৫১/১) কোথায় বল রাখবেন কার্যত বুঝতেই পারছিলেন না। কখনও কভারের ওপর দিয়ে, কখনও পয়েন্ট কিংবা অনসাইডে হেলায় বল ছিটকে দিলেন বাউন্ডারিতে। কখনও সোজা গ্যালারির ঠিকানায়।

অভিষেক শর্মা (১১ বলে ২৪), ট্রাভিস হেডদের (৩১ বলে ৬৭) ঝোড়ো শুরুর পর ঈশানের পাওয়ার-প্যাক ব্যাটিং ব্যবধান গড়ে দেয়। মাত্র ১ রানের জন্য বাঁচে গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে করা নিজেদের সর্বাধিক ২৮৭/৩ স্কোরের নজির।

নীতীশকুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০), হেনরিচ ক্লাসেনরাও (১৪ বলে ৩৪) ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। তবে ২৮৬/৬ স্কোরে পৌঁছে দিয়ে ম্যাচের মাঝপথেই জয় নিশ্চিত করে দেয় ঈশান-স্পেশাল। সঞ্জু স্যামসন (৬৬), ধ্রুব জুরেল (৭০), শিমরন হেটমেয়াররা (৪২) মরিয়া চেষ্টা চালালেও প্রায় অসম্ভব ২৮৭-র নাগাল পাননি।

আইপিএলে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক স্কোর

রান	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
১২৫/০	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪
১০৭/০	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২০২৪
১০৫/০	কলকাতা নাইট রাইডার্স	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২০১৭
১০০/২	চেন্নাই সুপার কিংস	পাঞ্জাব কিংস	২০১৪
৯৪/১	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রাজস্থান রয়্যালস	২০২৫

২৪২/৬ স্কোরে আটকে যায় রাজস্থান রয়্যালস।

বেচারা রিয়ান পরাগ। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচেই (সঞ্জু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলেন) ঈশান-সুনামির মুখে পড়ে যান। বারবার বোলার বদলেও আটকাতে পারেননি যা। রাজস্থান ফিল্ডারদের দর্শক করে একের পর এক বল উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে।

ব্যাট হাতেও ব্যর্থ রিয়ান (৪)। একই হাল যশস্বী জয়সওয়ালেরও (১)। দ্বিতীয় ওভারে রিয়ান-যশস্বীকে তিন বলের মধ্যে ফিরিয়ে গোলাপি ব্রিগেডের অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখানোর পথে ইতি টেনে দেন সিমরজিৎ সিং। সঞ্জু-জুরেলদের চেষ্টাতেও ছবিটা বদলায়নি।

ম্যাচ জেতানো ইনিংস শেষে ঈশান বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। প্যাট কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কী পাবে না এ নিয়ে ভাবতে যেও না। নিজের খেলাটা খেলো। আশা করি, এই রকম আরও কয়েকটা ইনিংস খেলতে পারব। অভিষেক-হেডের ভালো শুরুটাও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। ওদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে।'

হকি লিগ ফাইনালে গুরবক্স সিংয়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।- ডি মণ্ডল

কলকাতা-লখনউ ম্যাচ ইডেনেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : ছবিটা বদলাচ্ছে। আর সেই বদলের সঙ্গেই কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে।

সব ঠিকমতো চললে ৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত থাকা কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্ট ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরছে না। ইডেনেই হতে চলেছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে ড্যামেজ কন্ট্রোলের লক্ষ্যে আসরে নেমেছিলেন। চেষ্টা শুরু করেছিলেন, রামনবমী থাকা সত্ত্বেও কেকেআরের ম্যাচ যেন কলকাতার বাইরে না যায়। কলকাতা পুলিশকেও তিনি নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেছেন বলে খবর। বড় অঘটন না হলে মহারাজের চেষ্টা সফল হচ্ছে। গতরাতে ইডেনে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ শেষের পর মধ্যরাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন সৌরভ নিজেই। তাঁর কথায়, 'একটু অপেক্ষা করুন, দেখুন না কী হয়। আমার মনে হয় না কলকাতা থেকে আইপিএলের ম্যাচ দেশের অন্য কোনও শহরে সরবে বলে।'

সৌরভের হস্তক্ষেপে

কীভাবে এমন পালাবদল সম্ভব হল? জানা গিয়েছে, এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। যা নিয়ে সিএবি বা কেকেআরের তরফে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। বাস্তব ছবি যাই হোক না কেন, আপাতত নাইট সমর্থকদের জন্য সুখবর হল, কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ ইডেনেই হতে চলেছে।

ইডেনের গ্যালারিতে কুকুরের কামড় ৭ জনকে

লেংথ বোলিংয়েই বাজিমাত জোশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : স্বপ্নের উড়ানের রাত। আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার রাত।

আর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদের ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে যাত্রাপথের শুরুটা দুর্দান্ত করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলির রান করার পাশে ফিল সল্টের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটি জমে যাওয়া, জোশ হ্যাজেলউডের পাওয়ার প্লে-তে দুরন্ত বোলিং, মাঝের ওভারে বল হাতে বাঁহাতি স্পিনার ক্রুণাল পান্ডিয়ার চমক দেওয়া- আরসিবি শিবিরে প্রথম ম্যাচ থেকে প্রাপ্তির অভাব নেই।

একলাফে অনেকটা বেড়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের পাশে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আজ সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে চেন্নাই পৌঁছে গেলেন বিরাটরা। মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ রয়েছে ম্যাচ। তার আগে রবিবার দুপুরে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে কোহলি, রজত পাতিদাররা হাজির হয়েছিলেন স্পনসরের অনুষ্ঠানে। সেখানে কোহলিদের দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। নাইটদের উড়িয়ে দেওয়ার পর গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে আরসিবি-র ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিক পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শুরুটা দুর্দান্ত হল। এবার এগিয়ে চলার চ্যালেঞ্জটা সবাইকে নিতে হবে। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

কোহলি ও আরসিবি-র আইপিএল ভাগ্য শেষপর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতরাতের ইডেনে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর ক্রুণাল তাঁর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার মধ্যে এখনও যে ক্রিকেট রয়েছে, আশা করি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। যাঁরা আমায় নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, তাঁরাও হয়তো এবার বাস্তবটা স্বীকার করবেন।' ক্রুণালের সমালোচকরা আগামীদিনে কী বলবেন, সময় তার জবাব দেবে। তিনি কুইন্টন ডি কক, সুনীল নারায়ণদের আটকে দিয়েছিলেন। নিজের বোলিং প্রসঙ্গে হ্যাজেলউড বলছেন, 'ইডেনের পিচে দারুণ বাউন্স ছিল। নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করে সেটাকেই কাজে লাগিয়েছি। ইডেনে বোলিং করতে বরাবরই পছন্দ করি আমি।'

ইডেনের মতো বাইশ গজ ফের কোন ম্যাচে আবার পাবেন,

রবিবার কলকাতায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। ছবি : ডি মণ্ডল

তার আগে ক্রুণালের দলের অজি পেসার হ্যাজেলউড গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁর সতীর্থদের স্পিন বোলিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ক্রুণাল মাঝের ওভারের সময়ে দারুণ বোলিং করল। কেকেআরের রান আটকে রাখার কাজটা দারুণভাবে করেছে ও।' ক্রুণালের মতো বল হাতে রাতের ইডেনে নজর কেড়েছেন হ্যাজেলউড নিজেও। ইনিংসের শুরু থেকে লেংথ বোলিংয়ের মাধ্যমে জানেন না হ্যাজেলউড। তাই অজি পেসার বলছেন, 'আমি পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বোলিং করতে পছন্দ করি। ইডেনেও সেটাই করেছি। উইকেটে এমন বাউন্স থাকলে অনেক পরিকল্পনাই সহজ হয়ে যায়।' এদিকে, গতরাতের কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচে ইডেনের গ্যালারিতে মোট ৭ জন দর্শককে কুকুরে কামড় দিয়েছে। আজ সিএবি-র তরফে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

লোকেশ, ঋষভের আজ 'অন্য' যুদ্ধ

ভাইজাগ, ২৩ মার্চ : শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু দামামা বেজে গিয়েছে।

রবিবার একেবারে জোড়া ম্যাচ শুরুতেই রিংটোন সেট অষ্টাদশ আইপিএলে। সোমবার লিগের তৃতীয় দিনে যা বজায় থাকছে লখনউ সুপার জায়েন্টস-দিল্লি ক্যাপিটালস দ্বৈরথ ঘিরে। সৌজন্যে দুই দলের দুই প্রাক্তন লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থ।

ঋষভ গতবার দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন। এবার টিম লখনউয়ের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। লখনউ জার্সিতে অধিনায়ক ঋষভের অভিষেক ঘটতে চলেছে নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধেই। ছবিটা প্রায় এক লোকেশের ক্ষেত্রে। গতবারের লখনউয়ের অধিনায়ক এবার দিল্লি শিবিরে। নেতৃত্বের প্রস্তাব থাকলেও রাজি হননি।

আগামীকাল দল ছাপিয়ে স্পটলাইট লোকেশ, ঋষভে। বিশেষত, লোকেশ রাহুলের জন্য নিশ্চিতভাবে জবাব দেওয়ার ম্যাচ। ২০২৪ সালের লিগে মাঠের মধ্যেই লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার তীব্র রোষের মুখে পড়েন। যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়।

লোকেশ দিল্লিতে যোগ দেওয়ার পর বলেও দেন, দলের থেকে তিনি সম্মান ও ভালোবাসা চান। আগামীকাল প্রথম সুযোগেই জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফর্মে থাকা লোকেশের।

ঋষভ অপরদিকে প্রথমবার দিল্লির জার্সি (২০১৬ সালের পর ১১১টি ম্যাচই খেলেন দিল্লির হয়ে) ছেড়ে অন্য দলের হয়ে খেলবেন। আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক ২৭ কোটি দরের মর্যাদা রাখার চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হতাশা (পুরো টুর্নামেন্ট রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হয়। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলেন লোকেশ) ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন।

অক্ষর প্যাটেল আবার প্রথমবার আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যক্তিগত একঝাঁক চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে বন্দরনগরী ভাইজ্যাগে (দিল্লির দ্বিতীয় হোম) আকর্ষণীয় দ্বৈরথের হাতছানি।

চোট-আঘাতের কারণে টিম লখনউয়ে পরিবর্তন। চোট পেয়ে লিগ থেকে 'আউট' মহসিন খান। বদলি শার্দূল ঠাকুর। নিলামে দল না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে ফর্মে ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরেই লখনউ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। শেষপর্যন্ত মহসিনের জায়গায় মেগা লিগের দরজা খুলল শার্দূলের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের মূল অস্ত্র বোলিং। মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, মোহিত শর্মা, থঙ্গরাসু নটরাজনরা রয়েছেন পেস বিভাগে। অক্ষর-কুলদীপ যাদবের স্পিন জুটি তুরুপের তাস হওয়ার ক্ষমতা রাখে। ঋষভ, নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, মিচেল মার্শ সমৃদ্ধ লখনউয়ের ব্যাটিং স্টার্কদের কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে। ঋষভ-লোকেশদের দ্বৈরথে হাজির বাংলার একাধিক তারকা। দিল্লিতে মুকেশের সঙ্গী অভিষেক পোড়েল। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ফাফ ডুপ্লেসি, লোকেশ, ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে অভিষেকের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং গুরুত্ব পাচ্ছে। লখনউ টিমে সেখানে আকাশ দীপ, শাহবাজ আহমেদ।

ম্যাচের মূল আকর্ষণ লোকেশ বনাম ঋষভ। আগামীকাল শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

পুরোনো দল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে লখনউয়ের ঋষভ পন্থ।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভাইজাগ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মোহিতের সৌজন্যে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে। বলা ভালো, গোলরক্ষক মোহিত এইচএসের দুরন্ত পারফরমেন্স সবুজ-মেরুনকে ট্রফি এনে দিল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল তুলনায় কিছুটা বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু লাল-হলুদের সামনে কার্যত চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান মোহনবাগানের গোলরক্ষক মোহিত। চারটি কোয়ার্টার মিলিয়ে অন্তত গোটা আটটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন অর্জুন শর্মা, কার্তিক ও রাহিল মহসিন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন জাহির।

হকি লিগ

দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত গোলরক্ষক মোহিত। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।' মাত্র ৫ বছর বয়সে হকি খেলা শুরু করেন কর্ণাটকের এই ছেলেটি। বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারপরেও মোহিতকে হকি খেলায় ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। বাবাকে হতাশ করেননি এই গোলরক্ষক। দেশের হয়ে জুনিয়ার বিশ্বকাপ খেলেছেন। বর্তমানে জাতীয় শিবিরে রয়েছেন মোহিত। কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশকে নিজের আদর্শ মনে করেন তিনি। মোহিত বলেছেন, 'শ্রীজেশভাই আমার আদর্শ। ওর কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছি। এবার দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

এবারের লিগ পর্বে মোহনবাগান প্রথম ও ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে ছিল। প্রতিযোগিতার নয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী লিগের প্রথম দুই স্থানাধিকারী দলকে নিয়ে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিংয়ের মতো ব্যক্তিত্ব।

রিহ্যাবে মনবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : স্বস্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। রিহ্যাবে নেমে পড়লেন মনবীর সিং। দলের আশা, ২-৩ দিনের মধ্যেই তিনি অনুশীলনে নেমে পড়তে পারবেন। ফলে তাঁকে ৩ এপ্রিল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাহাল আব্দুল সামাদও ফিট। তবে এখনও পুরোপুরি ফিট নন জেমি ম্যাকলারেন। যদিও তাঁকেও ওই ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে আশা সবুজ-মেরুন শিবিরের।

ভারত-পাক ক্রিকেট চাই : জাহির

মুম্বই, ২৩ মার্চ : এশিয়ার ব্র্যাডম্যান বলা হত তাঁকে।

ভারতকে সামনে পেলে ব্যাট বরাবর চওড়া। সেই জাহির আব্বাস এবার ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরুর জন্য জোরালো সওয়াল করলেন। মুম্বইয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির পাক কিংবদন্তির দাবি, 'এশিয়ার দেশগুলি যখন সাফল্য পায়, ভালো লাগে। খুশি হই। ভারত এবং পাকিস্তানের উচিত নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা।'

বিশেষ বন্ধু, উর্দু কবি ভিকে ত্রিপাঠীর আমন্ত্রণে স্ত্রীকে নিয়ে বলিউড নগরীতে এসেছিলেন জাহির আব্বাস। ঐতিহ্যবাহী 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'-য় হওয়া যে অনুষ্ঠানে জাহিরের আরও দাবি, 'নিরপেক্ষ দেশে নয়, ভারত-পাকিস্তান নিজেদের দেশেই খেলুক। অতীতে পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় খেলা দেখতে এসেছে দলের সঙ্গে। আবার সেই দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সম্ভব দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরু করাও। কেন হচ্ছে না আমার বোধগম্য নয়। আমরা প্রতিবেশী। দুই দেশই ক্রিকেট পাগল। আমার মতে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট অবিলম্বে শুরু হওয়া উচিত।'

> হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা। **-কারসন ঘাউড়ি**

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের সঙ্গে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সফরে যাওয়া প্রাক্তন পেসার কারসন ঘাউড়িও। যে সফরে ভারতীয় স্পিন স্বর্ণযুগের কার্যত ছুটি করে দিয়েছিলেন জাহির। তবে আম্পায়ারিং নিয়েও প্রচুর সমালোচনা, বিতর্ক হয়। ভারতীয় সমর্থকদের টার্গেট ছিলেন পাক আম্পায়ার শকুর রানা।

ঘাউরি মজার সুরে বলেছেন, 'হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা।'

জাহিরের দাবি, ভারত, পাকিস্তান, দুই দেশের আম্পায়াররাই একটু বেশি দেশপ্রেমিক ছিলেন সেইসময়। এই নিয়ে বেঙ্গালুরু টেস্টেরও উদাহরণ তুলে ধরেন কারসন ঘাউড়ির দাবির পালটা হিসেবে। জাহির আব্বাসের স্ত্রী সামিনা আবার মজার কথা ভাগ করে নেন শ্রোতাদের সঙ্গে। বলেছেন, 'ট্রাফিক রুল ভাঙায় সার্জেন্ট গাড়ি আটকেছে। আমার কাছে কোনও কাগজ ছিল না। বলি, আমি জাহির আব্বাসের স্ত্রী। তিনি মানতে নারাজ। জানিয়েছেন, অনেকেই দাবি করে, সে জাহিরের স্ত্রী!'

বোর্ড ঠিকমতো কথা বলেনি : সাকিব

লন্ডন, ২৩ মার্চ : সম্প্রতি সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশন থেকে মুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের জন্য তাঁকে রাখা হয়নি বাংলাদেশ দলে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল 'শুধুমাত্র ব্যাটার সাকিবের জায়গা নেই দলে'। এবার বোলিংয়ের ছাড়পত্র পেয়ে মুখ খুললেন ৩৭ বছরের অলরাউন্ডার। তিনি বলেছেন, 'আমার কোনও অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিকমতো হলে আমি খুশি হতাম।' বোলিং অ্যাকশন ঠিক করতে সাকিব ছোটবেলার মেন্টর মহম্মদ সালাহউদ্দিন এবং প্রাক্তন বাংলাদেশী অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার সিরাজুল্লাহ খাদিমের পরামর্শ নিয়েছিলেন। সেই খাদিমের মন্তব্য, 'ওই ম্যাচে অতিরিক্ত বোলিংয়ের কারণে অ্যাকশনে হয়তো পরিবর্তন হয়েছিল।'

চিপক-ধাঁধায় পথ হারাল মুম্বই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স- ১৫৫/৯
চেন্নাই সুপার কিংস- ১৫৮/৬
(১৯.১ ওভারে)

অর্ধশতরানের পর চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

চেন্নাই, ২৩ মার্চ : অষ্টাদশ আইপিএলের বোধনে শাহরুখ খান, শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার ইডেন গার্ডেন্স মেতে উঠেছিল। আকারে ছোট হলেও রবিবার ম্যাচ শুরুর আগে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামেও একপ্রস্থ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। ২০ মিনিটের পারফরমেন্সে চিপকের গ্যালারিকে সুরের মূর্ছনায় ভাসালেন দক্ষিণের মিউজিক কম্পোজার অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রর। যার রেশ বজায় রেখে ৫ বল থাকতে চেন্নাই সুপার কিংস ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয়। চিপকের মন্থর পিচের ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে স্পিনারদের দাপটে ১৫৫/৯ স্কোরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে আটকে রেখে কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল চেন্নাই। যার ওপর দাঁড়িয়ে রাচিন রবীন্দ্র (৪৫ বলে অপরাজিত ৬৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (২৬ বলে ৫৩) দলের জয় আনেন।

আইপিএলের এল ক্লাসিকো। যে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকে গোটা ক্রিকেট সমাজ। ম্যাচের চতুর্থ বলে রোহিত শর্মাকে (০) তুলে নিয়ে রিংটোন সেট করে দেন খলিল আহমেদ (২৯/৩)। মাঠে নামার আগেই রেকর্ড গড়েছিলেন হিটম্যান। দীনেশ কার্তিককে টপকে আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়েন রোহিত (২৫৮ ম্যাচ)। খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে লজ্জার রেকর্ডেও ভাগ বসালেন তিনি। কার্তিক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে আইপিএলে যুগ্মভাবে সবাধিক ১৮টি শূন্য হয়ে গেল রোহিতের।

খলিল প্রথম স্পেলে রোহিতের নয়া ওপেনিং পার্টনার রায়ান রিকেলটনকে (১৩) তুলে নেওয়ার পর খেল দেখালেন চেন্নাইয়ের আফগান চায়নাম্যান বোলার নুর আহমদ (১৮/৪)। সঙ্গে তাল ঠুকলেন সিএসকে-র আরও দুই তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩১/১) ও রবীন্দ্র জাদেজা (২১/০)। স্পিন জালে হাসফাঁস অবস্থার মধ্যেও সূর্যকুমার যাদব (২৯) ও তিলক ভার্মা (৩১) দলকে টানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকে ০.১২ সেকেন্ডে স্টাম্পিং করে ৫১ রানের জুটি ভাঙেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৪৩ বছরের ধোনির ক্ষিপ্রতা দেখে চমকে যান সূর্যও। রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হলেও মাঠে যথারীতি দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন মাহি। শেষদিকে দীপক চাহার (১৫ বলে অপরাজিত ২৮) প্রতিরোধ গড়লেও তাই লাভ হয়নি।

৪ উইকেট নিয়ে নুর আহমদ।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় চেন্নাইও। ফিরে যান রাহুল ত্রিপাঠী (২)। তবে দ্রুত খেলা ধরে নেন রুতুরাজ। তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসে চেন্নাইয়ের জয় যখন নিশ্চিত দেখাচ্ছিল তখনই বল হাতে চমক মুম্বইয়ের চায়নাম্যান স্পিনার ভিগনেশ পুথুরের (৩২/৩)। রুতুরাজ সহ ৩ উইকেট তুলে নিয়ে তিনি চাপ বাড়ান। ব্যর্থ হয়েছেন দীপক হুডা (৩) ও শিবম দুবে (৯) তবে রাচিন একটা দিক আগলে রাখায় সমস্যা হয়নি চেন্নাইয়ের। ১৯.১ ওভারে তারা ৬ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়।

অবসর নিয়ে অবাক দাবি ধোনির

হুইলচেয়ারে বসলেও ছাড়বে না সিএসকে

চেন্নাই, ২৩ মার্চ : তেতাল্লিশ পেরিয়ে চুয়াল্লিশে পা রাখার পথে।

আর কতদিন বাইশ গজে মাহি-মৌতাত? গত কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আইপিএল সংসারে, ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রবিবার নয়া আইপিএল অভিযান শুরুর আগে যার জবাবে চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনির। জানিয়ে দিলেন, হুইলচেয়ারে করে হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চান!

প্রাথমিকভাবে চলতি আইপিএলের পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন বলে খবর শোনা গিয়েছিল। 'ওয়ান লাস্ট টাইম' লেখা টি-শার্ট পরেও অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। যদিও অবসর প্রশ্নে বারবার হেয়ালি বাড়িয়েছেন মাহি।

মেগা লিগের সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমএসের অবাক দাবি, 'যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।'

ধোনির এই বক্তব্য অবসর নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। তাহলে কী এটাই শেষ নয়, আরও কয়েকটা আইপিএলে দেখা যাবে মাহি-ম্যানিয়া। চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও চান আরও ৩-৪ বছর তাদের সঙ্গে থাকুক 'থালা'।

রুতুরাজ বলেছেন, 'মাহিভাই সবসময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শচীন তেন্ডুলকারের ৫০ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। সবাই তা দেখছি। আমার বিশ্বাস, ধোনিও আরও কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারবে। আগামী আইপিএলেও খেলার সম্ভাবনা থাকছে।'

বিদ্যুৎগতিতে সূর্যকুমার যাদবকে স্টাম্প করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবিবার।

> যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।
>
> -মহেন্দ্র সিং ধোনি

চেন্নাই দলপতির যুক্তি, কত রান করল, এগুলি সব নয়। ধোনির উপস্থিতিই দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। পুরো দলের কাছে অনুপ্রেরণা। অধিনায়ক না হলেও দলের পরিকল্পনা তৈরিতে মূল ভূমিকা থাকে ধোনির। কঠিন সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর বিকল্প নেই। রুতুরাজের বিশ্বাস, গত মরশুমগুলির মতো নিজের সেরাটাই দেবে। ঠিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস আসবে মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাট থেকে।

পর্তুগালের বিরুদ্ধে গোল করে সিউ সেলিব্রেশনে রাসমাস হোজলুন্ড।

হোজলুন্ডের সেলিব্রেশনে সম্মানিত রোনাল্ডো

লিসবন, ২৩ মার্চ : ডেনমার্কের রাসমাস হোজলুন্ড। আদর্শ মানেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। সম্প্রতি পর্তুগালের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। আর গোলের পর সিআর সেভেনের কায়দায় তাঁর 'সিউ' সেলিব্রেশন রীতিমতো প্রচারের আলোয়। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নন রোনাল্ডো। রোনাল্ডোর ট্রেডমার্ক সেলিব্রেশন করেন অনেকেই। কিন্তু তাঁর সামনে? হোজলুন্ডই বোধহয় প্রথম। যদিও পর্তুগিজ মহাতারকা এতে নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন। ক্রিশ্চিয়ানো বলেছেন, 'আমি জানি, এটা অসম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। গোটা বিশ্বে অনেকেই আমার মতো করে সেলিব্রেশন করে। আমার এইটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে। আমার কাছে এটা সম্মানের ব্যাপার।' একইসঙ্গে ফিরতি ম্যাচে হজলুন্ডের সামনে নিজের 'সিউ' সেলিব্রেশন করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'আশা করছি আমিও ওর সামনে এটা করতে পারব। সেটাই এখন আমার কাছে চ্যালেঞ্জ।'

মলডোভাকে পাঁচ গোল হাল্যান্ডদের

কিশিনাউ, ২৩ মার্চ : ২৮ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করল নরওয়ে। আর বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচেই মলডোভাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা।

ভারতীয় সময় শনিবার রাতের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো সময়টুকুও দেয়নি নরওয়ে। পঞ্চম মিনিটেই হুলিয়ান রিয়ারসন গোলের খাতা খোলেন। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হাল্যান্ডের। তার আগেই অবশ্য একটি সুযোগ নষ্ট করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন থিও অসগার্ড। ম্যাচে চতুর্থ গোলটিও চলে আসে প্রথমার্ধেই। ৪৩ মিনিটে গোল করেন আলেকজান্ডার সোরলোথ। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন অ্যারন ডোনাম।

নরওয়ে শেষবার বিশ্বকাপ খেলেছিল ১৯৯৮ সালে। তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি হাল্যান্ড। কয়েকমাস পর তিনি পা দেবেন পঁচিশে। ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ প্রায় সমস্ত বড় খেতাবই ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। এবার দেশকে বিশ্বকাপে ফিরিয়ে আনাই তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

হোটেল থেকে ট্রেনিং, অভিযোগ বাংলাদেশের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন ঠিক কোন জায়গায় সেই বিষয় খুব পরিষ্কার নয়।

তবে বাংলাদেশ ফুটবল দল শিলংয়ে খেলতে এসে অবশ্য একেবারেই সৌহার্দ্য দেখাচ্ছে না। এদেশে

হোটেলের ঘরেই স্ট্রেচিংয়ে হামজা চৌধুরীরা।

> মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।
>
> - মানোলো মার্কুয়েজ

পৌঁছোনোর পর থেকে ক্রমাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেই চলেছে বাংলাদেশ দল। বিশেষ করে ট্রেনিং গ্রাউন্ড, মাঠে নৈশালোকের ব্যবস্থা, এই সব নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই তাদের। প্রথমদিন পৌঁছোনোর পরই তাদের হোটেল নিয়েও নাকি সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। যতগুলো ঘর চাওয়া হয়েছিল, সব নাকি হোটেল কর্তৃপক্ষ শুরুতে দিতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য সেই সমস্যা মেটে। সকলেই আলাদা আলাদা ঘর পেয়ে যায়। এমনকি তাদের সময় অনুযায়ী অনুশীলনের ব্যবস্থা করাও হয়নি বলে ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকি দলের ম্যানেজার এটাও বলেছেন যে, সব দেশই হোম গ্রাউন্ডে খেলার সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেককিছুই করে। যা ভারত করছে। তাদের সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে এও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ যখন হোম ম্যাচ খেলবে অর্থাৎ ভারতের অ্যাওয়ে ম্যাচের সময়ে তারাও নিজেদের মতো করে সব কিছু করবে। অর্থাৎ এখন থেকেই ভারতের জন্য যে সমস্যা তৈরি করা হবে, সেই কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। মজার কথা হল, নানা অভিযোগ তোলা হলেও ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে আবার দলের পক্ষে একথাও বলা হয়েছে যে, বাফুফের (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) তরফ থেকে আগে শিলংয়ে কাউকে পাঠানো হয়নি ওখানকার হোটেল, অনুশীলন বা মাঠ দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। যা সাধারণত বিভিন্ন দেশ করে থাকে। তাছাড়া নৈশালোক সঠিক সময়ে আলো না জ্বলা নিয়ে অভিযোগ থাকলেও পরে স্বীকার করা হয়েছে যে বিভিন্ন স্তম্ভ জ্বলতে সময় লাগার জন্য আলো কম বলে শুরুতে মনে হয়েছে। ম্যাচ শুরুর আগেই নানা সমস্যার কথা বলে চাপ সৃষ্টির খেলা খেলতে চাইছে বাংলাদেশ।

শুধু তাই নয়, তাদের দলের হামজা চৌধুরীকে দেখে ভারত ভয় পেয়েছে, এমন কথা বলেও আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে বাংলাদেশ। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের শক্তি দেখে ভয় পেয়েই সুনীল ছেত্রীকে ফেরানো হয়েছে। ভারতীয় দল অবশ্য প্রতিপক্ষের এই চাপ সৃষ্টির খেলায় চিন্তিত যেমন নয় তেমনি ওই ফাঁদে পা-ও দিচ্ছে না। বরং মালদ্বীপ ম্যাচ জিতে এখন আত্মবিশ্বাস ফেরালেও আত্মতুষ্টিতে যাতে দল না ভোগে সেদিকেই কড়া নজর এখন মানোলো মার্কুয়েজের। অধিনায়ক সুনীলও বোঝাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মকে। মানোলোতে বলেই দিয়েছেন, 'মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।' শেষপর্যন্ত সেটা তাঁর দল করে দেখাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

অতনু ভট্টাচার্যকে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দিচ্ছেন মহমেডান কর্তারা।

মহমেডান-শ্রাচী সম্পর্ক তলানিতে

শান-ই মহমেডান পেলেন অতনু, খালেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : সম্পর্ক তলানিতে। সোমবার উত্তপ্ত হতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-শ্রাচীর বৈঠক।

ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন এখনও বাকি। এবার আর ফুটবলাররা নয়, অভিযোগে সরব স্বয়ং মহমেডান কর্তারাই। এতদিন যাঁরা বেতন সমস্যার কথা চেপে রাখতে চেয়েছেন এখন তাঁরাই প্রকাশ্যে বিনিয়োগকারীদের কাঠগড়ায় তুলছেন। রবিবার ক্লাবের এক অনুষ্ঠানের পর শ্রাচীর প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেছেন, 'সবমিলিয়ে ওরা এখনও ১৬ কোটি টাকা দিয়েছে। ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সেটা কবে মেটানো হবে আমরা তার উত্তর চাই। আর ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে প্রতিশ্রুতি কেন দেওয়া হয়েছিল তারও জবাব দিতে হবে।' সম্পর্ক কি ভাঙতে পারে? সাদা-কালো কর্তাদের ইঙ্গিত অন্তত সেদিকেই। ক্লাব সভাপতি স্পষ্টই জানিয়েই দিলেন, আগামী মরশুম তো দূর, বকেয়া না মেটানো পর্যন্ত অন্য কোনও বিষয় আলোচনা করতে রাজি নন তাঁরা।

এদিকে, এদিনই ক্লাবের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য ও আব্দুল খালেকের হাতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা। সাদা-কালো শিবির থেকে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত অতনু। বলেছেন, 'এতদিন পরও মহমেডান যে আমাকে মনে রেখেছে তার জন্য ক্লাবের কাছে কৃতজ্ঞ।'

১১৫ রানে লজ্জার হার পাকিস্তানের

ওয়েলিংটন, ২৩ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে লজ্জার হার পাকিস্তানের। সেই সঙ্গে সিরিজও হাতছাড়া করেছে সলমন আলি আঘার দল। রবিবার তারা কিউয়িদের কাছে ১১৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। এটা টি২০ ইতিহাসে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার।

আগের ম্যাচে দুশোর ওপর রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। কিন্তু এদিন একরাশ লজ্জা উপহার দিলেন সলমনরা। টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় পাকিস্তান। কিউয়িরা ৬ উইকেটে ২২০ রান সংগ্রহ করে। দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন (৫০) ও টিম সেইফার্ট (৪৪) ঝোড়ো ব্যাটিং করে রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। পরের দিকে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল (৪৬) দলের স্কোর দুশো পার করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পাক দল। প্রথম তিনটি উইকেট পড়ে মাত্র ৯ রানের মাথায়। ইরফান খান (২৬) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। তারপরও মাত্র ৫৬ রানেই ৮ উইকেট চলে যায় পাকিস্তানের। তবে আব্দুল সামাদের (৪৪) লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত একশোর গণ্ডি পার করে তারা। ১৬.২ ওভারে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১১৫ রানে।

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

এই জয়ের সুবাদে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ ৩-১ ফলে জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এদিন ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফিন অ্যালেন।

পোডিয়ামে উঠে সৌম্যদীপ সরকার ও শুভম ওঝা।

সেরা সৌম্যদীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : নয়াদিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিস টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সৌম্যদীপ সরকার ও শুভম ওঝা। ফাইনালে তাঁরা হারিয়ে দেন বরণ শংকর-নীলদীপ দাসকে। সেমিফাইনালে সৌম্যদীপরা জিতেছেন মিজোরামের এইচ জেহো-এল আলবার্তোর বিরুদ্ধে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের টেবিল টেনিসে পদক জিতে উচ্ছ্বাস শুভেচ্ছা, প্রিয়মদের।

শুভেচ্ছা, প্রিয়মের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : আহমেদাবাদে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় টেবিল টেনিসে দাপট দেখালেন শিলিগুড়ির শুভেচ্ছা রায় ও প্রিয়ম চক্রবর্তীরা। শুভেচ্ছা সিনিয়ার মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স, ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন ও মিক্সড ডাবলসে রানার্স হয়েছেন। প্রিয়ম সিনিয়ার ছেলেদের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে রানার্স হন। ছেলে ও মেয়েদের টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এছাড়াও শিলিগুড়ির প্রয়াস সাহা (অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের সিঙ্গলস), শ্রুতি দাস (অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের সিঙ্গলস), অভিষেক বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের সিঙ্গলস) রানার্স হয়েছে। প্রত্যেকে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা-তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে মৃণ্ময় চৌধুরীর কাছে প্রশিক্ষণ নেয়।

জিতল মডার্ন

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট সুপার সিক্সে রবিবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ৪৮ রানে দাদাভাই ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে নেতাজি ৩২ ওভারে ১৩৯ রানে অল আউট হয়। শুভম সরকার ৩৭ রান করেন। সম্রাট দে সরকার ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ২৮ ওভারে ৯১ রানে গুটিয়ে যায়। আকাশ রায় ৩১ রান করেন। নিবিড় কর্মকার যাদব ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা শুভম সরকার (৯/৩)।

রেফারি কমিটি

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জেলা রেফারি সংস্থার সদর ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মিটিং হলে রবিবার অনুষ্ঠিত হল। দুই বছরের নতুন কমিটিতে সংস্থার নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন সন্তু চট্টোপাধ্যায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন দিলীপ রায়। সচিব অনীত মুন্সি। কোষাধ্যক্ষ সুমন বণিক।

ট্রফি নিচ্ছে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড। রবিবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে।

চ্যাম্পিয়ন ৩৪ নম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : ৪ নম্বর বোরোর ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড। হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ১৫ রানে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়েছে। টসে জিতে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড ৮ উইকেটে ১১৭ রান তোলে। জবাবে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড ৪ উইকেটে ১০২ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা দিবাকর বসু। ফাইনালের আগে প্রীতি ম্যাচে ৪ নম্বর বোরো একাদশ ৯ উইকেটে মেয়র একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়।

জিতল দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : অসমের গোয়ালপাড়ায় দারাংগিরি আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতির মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে রবিবার সেপাহিজালা প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটে জয় পেল। প্রথমে সেপাহিজালা ৭ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয়। শ্রেয়া সরকার ১৫ ও মল্লিক রায় ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ১০.১ ওভারে ২ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। মর্জিনা খাতুন অপরাজিত ৩৪ ও বিশাখা দাস ২৭ রান করেন। মঙ্গলবার দাদাভাই গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে নিউ স্টার ক্লাবের সঙ্গে।

জয়ী ঘোষপুকুর

বাগডোগরা, ২৩ মার্চ : টেরাই টি গার্ডেন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লেবার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একদিনের ফুটবলে জয়ী হল ঘোষপুকুর এফসি। চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে তারা ৩-০ গোলে বিজয়নগর চা বাগানকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশ নিয়েছিল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
নাসিক-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 53C 60642 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা নিভৃতি নাথু ধারবলে - কে 29.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।